সূচিপত্র

সাধারণ জ্ঞান: বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাচীন বাংলার ইতিহাস	**০১-০৪**
বাঙালি জাতির উৎপত্তি	০১
প্রাচীন বাংলার জনপদ	০২
বাংলায় প্রাচীন যুগের কৃতি সমূহ	০৩
প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ	**০৫-১০**
মৌর্য সাম্রাজ্য	০৫
গুপ্ত সাম্রাজ্য	০৬
পুষ্যভূতি রাজ্য	০৭
স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য	০৭
পাল বংশ	০৭
সেন বংশ	০৮
ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন	**১১-১৩**
সিন্ধু বিজয় ও অভিযান	১১
দিল্লি সালতানাত	১১
বাংলায় মুসলিম শাসন	**১৪-১৭**
বাংলায় তুর্কি শাসন	১৪
বাংলায় সুলতানি শাসন	১৪
বাংলায় আগমনকারী সুফি/সাধক ও পরিব্রাজকগণ	১৫
মুঘল সাম্রাজ্য	**১৮-২৪**
মুঘল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সম্রাটগণ	১৮
শূর শাসন	২০
বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস	২০
বাংলায় সুবেদারী শাসন	২০
বাংলায় নবাবী শাসন	২১
উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন	**২৫-৪০**
উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন	২৫
ক্যালেন্ডার: ইংরেজ শাসনামল	২৫
ইংরেজ শাসন	২৬
বাংলায় বিদ্রোহ ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন	৩০
বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের ব্যক্তিগণ	৩২
ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন	৩৩
পাকিস্তান শাসনামল	**৪১-৫৯**
ক্যালেন্ডার: পাকিস্তান শাসনামল	৪১
পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম কথা	৪২
ভাষা আন্দোলন	৪২
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি	৪৫
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক স্থাপত্য ও স্থপতি	৪৭
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা	৪৮
যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	৪৮
নির্বাচন পরবর্তী পাকিস্তান	৫০
ছয় দফা আন্দোলন	৫১
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা	৫২
৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান ও ১১ দফা	৫২
১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন	৫৩
মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়	**৬০-১০০**
ক্যালেন্ডার: ১৯৭১	৬০
মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি	৬১
অপারেশন সার্চলাইট	৬২
স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র	৬২
প্রবাসী সরকার	৬৩
কূটনৈতিক মিশন	৬৬
মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন	৬৬
মুক্তিযুদ্ধের যত বাহিনী	৬৭
ক্র্যাক প্লাটুন	৬৯
মুক্তিযুদ্ধের ১১ সেক্টর পরিচিতি	৭০
৭১-এ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ	৭৩
বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড	৭৩
পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৭৫
মুক্তিযুদ্ধকালীন আলোচিত স্থানসমূহ	৭৬
মুক্তিযুদ্ধের সম্মানসূচক খেতাব	৭৬
৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি	৭৭
মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান	৭৯
মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান	৮২
মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তিসমূহ	৮৪
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ	৮৫
মুক্তিযুদ্ধে যা কিছু প্রথম	৮৬
প্রথম শহিদ যারা	৮৭
ঐতিহাসিক দিনগুলোর তারিখ ও বার	৮৭
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ	৮৭
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান	৮৯
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র	৯০
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ	**১০১-১১৪**
ক্যালেন্ডার: স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ	১০১
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ	১০১
বাংলাদেশ সফরকারী জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ	১০২
১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম	১০৩
জুলাই বিপ্লব	১০৩
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর জীবনী	১১১
ফ্যাসিস্টের দুঃসহ শাসনকাল	১১৩
বাংলাদেশ পরিচিতি	**১১৫-১২১**
ভৌগোলিক অবস্থান	১১৫
রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় বিষয়াবলি	১১৬
বাংলাদেশের অন্যান্য জাতীয় বিষয়াবলি	১১৭
বাংলাদেশের আয়তন ও সীমানা	১১৭
বাংলাদেশের ছিটমহল	১১৮
সীমান্তবর্তী দেশ	১১৮
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক	১১৯
বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক	১১৯
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ	**১২২-১২৪**
ভৌগোলিক উপনাম, বর্তমান ও পূর্বনাম	**১২৫-১২৬**
বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম ও শ্রেষ্ঠ	**১২৭-১৩২**
বাংলাদেশের প্রথম	১২৭
বাংলাদেশের অন্যান্য প্রথম	১২৭
বাংলাদেশের প্রথম নারী	১২৮
বাংলাদেশের বৃহত্তম	১২৮
বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম	১২৯
বাংলাদেশের দীর্ঘতম	১২৯
বাংলাদেশের উচ্চতম	১২৯
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ	১২৯
বাংলাদেশের একমাত্র	১৩০
বাংলাদেশের অন্যান্য	১৩০
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	**১৩৩-১৩৯**
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও ষষ্ঠ জনশুমারি	১৩৩
অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪	১৩৪
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	১৩৪
বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি	**১৪০-১৫১**
বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৪০
বাংলাদেশের পর্বতশৃঙ্গ ও পাহাড়	১৪০
বাংলাদেশের নদ-নদী	১৪১
বাংলাদেশের দ্বীপ	১৪৫
বাংলাদেশের চর	১৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের বিল	১৪৬
বাংলাদেশের হাওর	১৪৭
বাংলাদেশের লেক/হ্রদ	১৪৭
বাংলাদেশের ঝর্ণা ও জলপ্রপাত	১৪৮
বাংলাদেশের ভ্যালি/উপত্যকা	১৪৯
বঙ্গোপসাগর	১৪৯
বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত	১৪৯
বাংলাদেশের সম্পদ	**১৫২-১৬৩**
কৃষি সম্পদ	১৫২
মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ	১৫৫
খনিজ সম্পদ	১৫৬
বনজ সম্পদ	১৫৭
পানি সম্পদ	১৫৯
শক্তি সম্পদ	১৫৯
বাংলাদেশের শিল্প	**১৬৪-১৬৫**
বস্ত্র শিল্প	১৬৪
পাট শিল্প	১৬৪
সার শিল্প	১৬৪
কাগজ শিল্প	১৬৪
সিমেন্ট শিল্প	১৬৫
জাহাজ শিল্প	১৬৫
বাংলাদেশের সংবিধান	**১৬৬-১৭২**
সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট	১৬৬
এক নজরে বাংলাদেশের সংবিধান	১৬৭
সংবিধানের বিভাগ, বিষয় ও অনুচ্ছেদ	১৬৭
সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ	১৬৮
বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিল	১৬৯
সংবিধানের সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু	১৬৯
সংবিধান অনুযায়ী শপথ ও পদত্যাগ	১৭০
বিভিন্ন পদের বয়সসীমা ও মেয়াদকাল	১৭০
সংবিধান সংস্কার কমিশন	১৭০
বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ	**১৭৩-১৭৮**
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান	১৭৩
বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা	১৭৩
বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিশন	১৭৪
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৭৪
বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৭৬
বাংলাদেশের এনজিও	১৭৭
বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা	১৭৭
আইন বিভাগ	**১৭৯-১৮২**
জাতীয় সংসদ	১৭৯
জাতীয় সংসদ ভবন	১৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
Warrant of Precedence	১৮০
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইন	১৮১
বিচার বিভাগ	**১৮৩-১৮৪**
নির্বাহী বিভাগ	**১৮৫-১৮৯**
রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী	১৮৫
বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা	১৮৬
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র বিভাগ	**১৯০-১৯৩**
বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা	**১৯৪-১৯৯**
সড়ক যোগাযোগ	১৯৪
প্রধান প্রধান সেতু	১৯৪
বাংলাদেশের ফ্লাইওভারসমূহ	১৯৫
বাংলাদেশের স্থলবন্দরসমূহ	১৯৫
রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৯৬
বিমান যোগাযোগ	১৯৭
নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৯৭
ডাক যোগাযোগ	১৯৮
টেলিযোগাযোগ	১৯৮
ভূ-উপগ্রহ	১৯৮
সাবমেরিন ক্যাবল	১৯৮
বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা	**২০০-২০৫**
অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০০
SDG's	২০০
বাংলাদেশের রপ্তানি	২০০
ব-দ্বীপ মহাপরিকল্পনা-২১০০(ডেলটা প্ল্যান-২১০০)	২০২
Blue Economy	২০২
বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহ	২০২
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা	**২০৬-২১০**
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন স্তর	২০৬
বাংলাদেশের বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ	২০৭
সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (EPI)	২০৮
প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস	২০৮
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা	**২১১-২১৫**
বিভিন্ন শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থা	২১১
শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ	২১২
দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ	২১২
বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব ও স্থাপত্য	**২১৬-২২৬**
বিশ্ব ঐতিহ্যে বাংলাদেশ	২১৬
বাংলাদেশের বিখ্যাত মসজিদসমূহ	২১৮
বাংলাদেশের বিখ্যাত বিহারসমূহ	২১৯
বাংলাদেশের বিখ্যাত মন্দিরসমূহ	২২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানসমূহ	২২০
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	২২১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য ও স্থপতি	২২১
অন্যান্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	২২২
বাংলাদেশের গণমাধ্যম	**২২৭-২২৯**
বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)	২২৭
বাংলাদেশ বেতার	২২৭
পত্র পত্রিকা	২২৭
চলচ্চিত্র	২২৮
চিত্রকর্ম, সংস্কৃতি ও বিবিধ	**২৩০-২৩২**
এক নজরে কিছু চিত্রকর্ম	২৩০
এক নজরে লোকসংগীতসমূহ	২৩০
বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্য	২৩০
বাংলা সাহিত্য	**২৩৩-২৪৬**
বাংলা ভাষা	২৩৩
বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ	২৩৩
বাংলা সাহিত্যের প্রথম	২৩৪
সাহিত্যিকদের প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ	২৩৫
বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক	২৩৭
বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাটক ও নাট্যকার	২৩৮
উল্লেখযোগ্য বাংলা কবি ও কাব্যগ্রন্থ	২৩৯
বাংলা মহাকাব্য	২৪০
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ	২৪০
বাংলা সাহিত্যের কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ	২৪০
বাংলা সাহিত্যের কতিপয় গ্রন্থ ও উৎসর্গ	২৪০
কবি-সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম	২৪১
উদ্ধৃতি সংকলন	২৪২
পদক-পুরস্কার ও সম্মাননা	**২৪৭-২৪৯**
বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার/পদক প্রবর্তনের সন	২৪৭
স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৫	২৪৭
একুশে পদক ২০২৫	২৪৭
বাংলাদেশের অন্যান্য পুরস্কারসমূহ	২৪৮
বাংলাদেশের খেলাধুলা	**২৫০-২৫৮**
বাংলাদেশের ক্রিকেট	২৫০
বাংলাদেশের ফুটবল	২৫৪
বাংলাদেশের অন্যান্য খেলাধুলা	২৫৫

সাধারণ জ্ঞান: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিশ্ব পরিচিতি	**২৫৯-২৬৬**
মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী	২৫৯
মহাকাশ	২৬০
মহাকাশ গবেষণা	২৬৩
বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস	**২৬৭-২৭২**
মেসোপটেমীয় সভ্যতা	২৬৭
মিশরীয় সভ্যতা	২৬৮
সিন্ধু সভ্যতা	২৬৮
গ্রিক সভ্যতা	২৬৮
অন্যান্য সভ্যতা	২৬৯
মহাদেশ, দেশ ও অঞ্চল পরিচিতি	**২৭৩-২৯৭**
মহাদেশ পরিচিতি	২৭৩
এশিয়া মহাদেশ	২৭৩
ইউরোপ মহাদেশ	২৮২
আফ্রিকা মহাদেশ	২৮৭
উত্তর আমেরিকা মহাদেশ	২৮৯
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ	২৯২
ওশেনিয়া মহাদেশ	২৯৩
এন্টার্কটিকা মহাদেশ	২৯৪
বিশ্বের আলোচিত ব্যক্তিত্ব	**২৯৮-৩০৬**
বিশ্বের আলোচিত যুদ্ধ-বিপ্লব	**৩০৭-৩১০**
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	৩০৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	৩০৭
স্নায়ুযুদ্ধ	৩০৮
অন্যান্য যুদ্ধ	৩০৮
আলোচিত বিপ্লব	৩০৯
বিভিন্ন চুক্তিসমূহ	**৩১১-৩১৩**
বিশ্বের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	**৩১৪-৩১৬**
সামরিক শক্তি	৩১৪
পারমাণবিক বিশ্ব	৩১৪
বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা	৩১৪
বিভিন্ন দেশের সীমান্ত বাহিনী	৩১৫
উপনিবেশবাদ	৩১৫
আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন	**৩১৭-৩২৬**
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ	৩১৭
জাতিসংঘ	৩১৭
আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক জোট	**৩২৭-৩২৯**
আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট	**৩৩০-৩৩২**
আন্তর্জাতিক সামরিক জোট	**৩৩৩**
অন্যান্য জোট ও সংস্থা	**৩৩৪-৩৩৮**
বিশ্বের জাতীয় বিষয়াবলি	**৩৩৯-৩৪০**
বিভিন্ন দেশের পতাকা, প্রতীক ও আইনসভা	৩৩৯
বিশ্বের ভৌগোলিক বিষয়াবলি	**৩৪১-৩৪৯**
বিভিন্ন দেশ ও স্থানের পুরাতন ও বর্তমান নাম	৩৪১
বিভিন্ন দেশ ও স্থানের ভৌগলিক উপনাম	৩৪১
বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখাসমূহ	৩৪২
আলোচিত বিতর্কিত ভূমি/সীমানা/দ্বীপ	৩৪৩
পৃথিবীর বিখ্যাত স্থান	৩৪৩
বিশ্ব স্থাপত্য-স্থাপনা ভাস্কর্য, জাদুঘর	৩৪৪
বিখ্যাত স্কয়ার ট্রায়াঙ্গেল, সার্কেল (চত্বর)	৩৪৫
বিশ্বের সপ্তাশ্চর্য	৩৪৫
বিশ্বের প্রথম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, গভীরতম	৩৪৬
বৈচিত্র্যময় পৃথিবী	**৩৫০-৩৫৮**
মহাসাগর-সাগর-উপসাগর	৩৫০
নদ-নদী	৩৫১
হ্রদ, খাল, প্রণালি ও অন্যান্য	৩৫২
পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ও তাদের অবস্থান	৩৫৪
বিখ্যাত পর্বতমালা	৩৫৫
বিশ্বের প্রধান প্রধান সমুদ্র বন্দর	৩৫৬
বিশ্বের সমুদ্রবন্দর বিহীন দেশ সমূহ	৩৫৭
বিশ্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা	**৩৫৯-৩৬০**
বিমান যোগাযোগ	৩৫৯
সড়ক ও রেল যোগাযোগ	৩৫৯
বিশ্ব শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	**৩৬১-৩৬৬**
বিশ্ব গণমাধ্যম	**৩৬৬-৩৬৭**
বিশ্বের জাতি-উপজাতি	**৩৬৮**
আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু	**৩৬৯-৩৭০**
বিশ্বের পুরস্কার ও সম্মাননা	**৩৭১-৩৭৭**
নোবেল পুরস্কার	৩৭১
অন্যান্য পদক-পুরস্কার	৩৭৩
আন্তর্জাতিক দিবস	৩৭৫
বিজ্ঞান	**৩৭৮-৩৮৫**
উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বিজ্ঞানী	৩৭৮
বিভিন্ন রোগ ও প্রাণঘাতী ভাইরাস	৩৮০
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৮২
দৈনন্দিন বিজ্ঞান: বিবিধ তথ্য	৩৮২
বিজ্ঞান সম্পর্কিত কতিপয় পরিভাষা	৩৮৩
পরিমাপক যন্ত্র	৩৮৪
উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার	৩৮৪
তথ্য ও প্রযুক্তি	**৩৮৬-৩৯৪**
কম্পিউটার	৩৮৬
ইন্টারনেট প্রযুক্তি	৩৯০
তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের প্রথম	৩৯০
তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কার	৩৯১
ICT সম্পর্কিত শব্দ সংক্ষেপ	৩৯২
বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গন	**৩৯৫-৪০০**
অলিম্পিক গেমস	৩৯৫
ক্রিকেট	৩৯৬
ফুটবল	৩৯৭
খেলাধুলার বিবিধ তথ্য	৩৯৮
Abbreviation	**৪০১-৪০৪**

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

বাঙালি জাতির উৎপত্তি

প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন জাতি বর্ণের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় সমগ্র বাঙালি জাতি। **সমগ্র বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাক আর্য (অনার্য) এবং আর্য জনগোষ্ঠী।**

প্রাক আর্য বা অনার্য: প্রাক আর্য (অনার্য) জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় বা মঙ্গোলীয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিলো।

নেগ্রিটো → অস্ট্রিক → দ্রাবিড় → ভোটচীনীয় → সংমিশ্রিত বাঙালি জাতি

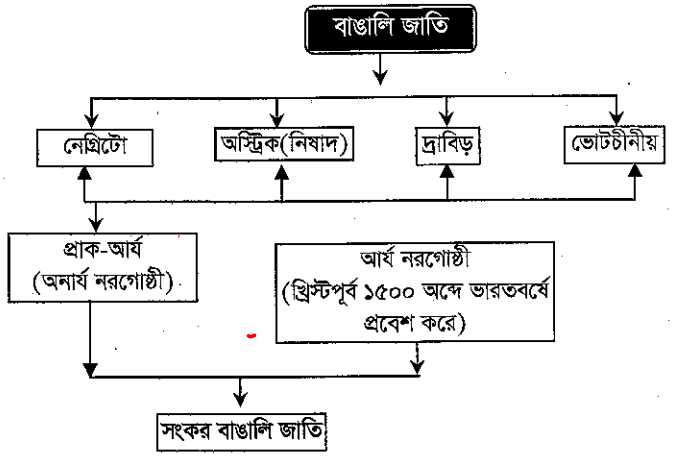

নেগ্রিটো

- **এই ভূখণ্ডের প্রথম জনগোষ্ঠী হচ্ছে নেগ্রিটো।** যারা প্রায় ২০০০০ বছর পূর্বে আফ্রিকা হতে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আগমন করে।
- বর্তমান অবস্থান: আসামের নাগা জাতি, বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চল, যশোর ও ময়মনসিংহ জেলা।

অস্ট্রিক

- **অস্ট্রিক জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। এরা নিষাদ জাতি নামে পরিচিত।**
- প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে আসাম হয়ে বাংলায় প্রবেশ করে। পরবর্তীতে নেগ্রিটোদের এই ভূখণ্ড হতে উৎখাত করে বসতি স্থাপন করে।
- **বাংলার আদি জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক ভাষাভাষী ছিল।**
- **নৃতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশের মানুষ প্রধানত আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীভুক্ত।**

দ্রাবিড়

- সভ্যতায় উন্নত বলে দ্রাবিড় জাতি অস্ট্রিকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।
- প্রায় ৪০০০ বছর পূর্বে খাইবার গিরিপথ দিয়ে দক্ষিণ ভারত থেকে এই ভূখণ্ডে আসে দ্রাবিড় জাতি। **এরা মূলত সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা।**
- বর্তমান অবস্থান: দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, কন্নড় ইত্যাদি অঞ্চলের জনগণ।

ভোটচীনীয়/মঙ্গোলীয়

- খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে চীন ও তিব্বত হতে বাংলা ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।
- বর্তমান অবস্থান: গারো, ত্রিপুরা, চাকমা, কোচ ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।

আর্য

আর্য শব্দের অর্থ 'সৎ বংশজাত ব্যক্তি'। আর্যদের আদি নিবাস ছিলো ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরগিজ তৃণভূমি অঞ্চলে, বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে। ভারতবর্ষে আগমনের অন্তত ১৪০০ বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বঙ্গভূখণ্ডে আর্যদের আগমন ঘটে। **আর্যরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিলো। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ।** পরবর্তীতে আর্য ও অনার্য আদিম অধিবাসীদের সংমিশ্রণে এক নতুন মিশ্র জাতির উদ্ভব ঘটে যার নাম বাঙালি জাতি। **তাই বাঙালিদের সংকর জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয়।**

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

প্রাচীন বাংলার জনপদ

প্রাচীন বাংলায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। জনপদ গুলোর মধ্যে প্রাচীনতম হল পুণ্ড্র। এর রাজধানী পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন।

নিম্নে প্রাচীন জনপদগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো-

উল্লেখযোগ্য প্রাচীন জনপদসমূহ

নাম	সীমানা	রাজধানী
পুণ্ড্র	বগুড়া (মহাস্থানগড়), রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ। (সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ)	মহাস্থানগড়/পুণ্ড্রনগর/পুণ্ড্রবর্ধন
বরেন্দ্র/বারিন্দ্রী	বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহীর অংশবিশেষ। (গঙ্গা আর করতোয়া নদীর মাঝে যে ভূখন্ড বরেন্দ্র তারই নাম)	-
গৌড়	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভারতের মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ।	কর্ণসুবর্ণ
রাঢ়	ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাঞ্চল, কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল এবং বাঁকুড়া জেলা।	কোটিবর্ষ
চন্দ্রদ্বীপ	বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ ইত্যাদি। (বলেশ্বর ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থান)	-
হরিকেল	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট।	-
আরাকান	কক্সবাজার, বার্মার কিয়দাংশ, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণাঞ্চল।	-
সমতট	বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালি অঞ্চল ও ত্রিপুরা। (কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে 'বড় কামতা' এর রাজধানী ছিল)	বড়কামতা (রোহিতগিরি)
বঙ্গ	কুষ্টিয়া, যশোর, নদীয়া, শান্তিপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ।	সমৃদ্ধ নগরী বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও
বিক্রমপুর	মুন্সিগঞ্জ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।	-
কামরূপ	রংপুর, জলপাইগুড়ি, আসামের কামরূপ জেলা।	-
বাংলা বা বাঙলা	খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী। বাঙলা	-
তাম্রলিপ্তি	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা।	-

উল্লেখ্য: বরিশাল- বঙ্গ, চন্দ্রদ্বীপ এবং বাংলা বা বাঙলা জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজশাহী- গৌড়, পুণ্ড্র এবং বরেন্দ্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্গ ও বাংলা নামের উৎপত্তি

- বাংলা শব্দের উৎপত্তি 'বঙ্গ' শব্দ থেকে। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থের লেখক- মহিদাস।
- সুপ্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমা উল্লেখ আছে ড. নিহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালির ইতিহাস' গ্রন্থে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক বাংলা শব্দের ব্যবহার হয় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম একটি হলো কলহনের লেখা 'রাজতরঙ্গিনী'।
- ১৩৫২ সালে সুলতানি আমলের শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সব জনপদকে একত্র করে বাংলার নাম দেন 'বাঙ্গালাহ'। তাই ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

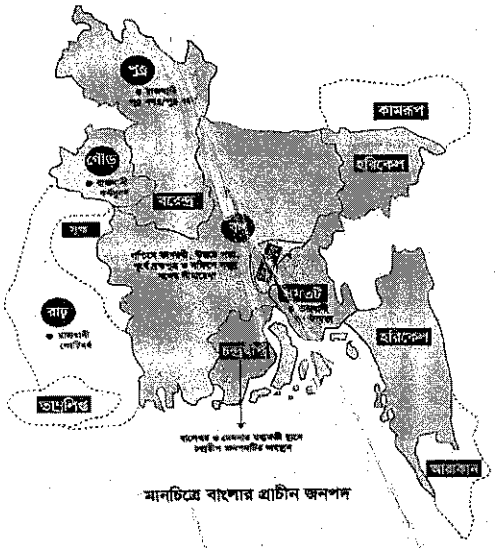

মানচিত্রে বাংলার প্রাচীন জনপদ

বাংলায় প্রাচীন যুগের কৃতি সমূহ

ময়নামতি

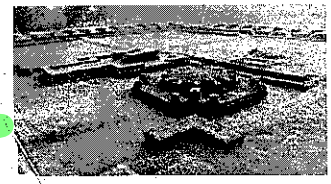

ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লার কোটবাড়ীতে অবস্থিত লালমাই অঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক স্থান। বর্তমানে ময়নামতি অঞ্চলে যে ধ্বংসস্তুপ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন নগরী ও বৌদ্ধ সভ্যতার অবশিষ্টাংশ। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ইহা "জয়কর্মান্তবসাক" নামক একটি প্রাচীন নগরীর অংশ বিশেষ। ধারণা করা হয় ময়নামতির ধ্বংসস্তুপে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ অষ্টম শতাব্দীর।

উয়ারী বটেশ্বর

উয়ারী বটেশ্বর নামক প্রত্নস্থলটি নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলায় অবস্থিত। এটি কয়রা নদীর তীরে অবস্থিত। এ সভ্যতা প্রায় ২৫০০ বছর প্রাচীন। ধারণা করা হয় এই প্রত্নাবশেষ ৪৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের। ১৯৩০ সালের দিকে স্থানীয় শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান উয়ারী-বটেশ্বরকে প্রথম সুধী সমাজের নজরে আনা শুরু করেন। ২০০০ সালে সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে এর খননকাজ শুরু হয়। এতে আবিষ্কৃত হয় পদ্ম মন্দির বা লোটাস টেম্পল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকেই উয়ারী-বটেশ্বরকে টলেমি'র উল্লেখিত 'সৌনাগড়া' বলে উল্লেখ করেছেন। টলেমি তাঁর বই **'জিওগ্রাফিয়াত'** এ **'সৌনাগড়া'** এর কথা উল্লেখ করেছেন। **উয়ারী ও বটেশ্বর বেলাবো উপজেলায় অবস্থিত পাশাপাশি দুটি গ্রাম।**

বৈদিক যুগে ধর্মের বিকাশ

বৈদিক যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। **জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীর।** জৈন ধর্মের মূলনীতি ৪টি। এ ধর্মের মূলতন্ত্রের নাম মার্গ বা চতুর্যাম (রচয়িতা পার্শ্বনাথ)। **বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। তাঁর বাল্যনাম সিদ্ধার্থ দেব। বোধিবৃক্ষ নামক বৃক্ষের নিচে ৩৫ বছর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক (৩ খণ্ডে বিভক্ত)। গৌতম বুদ্ধের জন্ম নেপালের লুম্বিনীতে।** তিনি ৮০ বছর বয়সে নেপালের কুশীনগরে মৃত্যুবরণ করেন।

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ

আলেকজান্ডার জাতিতে আর্য গ্রিক। তিনি ছিলেন ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসের পুত্র। **এরিস্টটল ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক।** তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দে গ্রীসের ম্যাসিডনে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ অব্দে পিতা দ্বিতীয় ফিলিপসের মৃত্যু হলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। **আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।** ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যাবিলনে মহাবীর আলেকজান্ডার মৃত্যুবরণ করেন।

- আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন- এরিস্টটল।
- এরিস্টটলের গৃহশিক্ষক ছিলেন- প্লেটো।
- প্লেটোর গৃহশিক্ষক ছিলেন- সক্রেটিস।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

এক নজরে...

০১. আর্যদের পূর্বে বাংলায় কোন জাতির বসবাস ছিল?
☑ অস্ট্রিক জাতি।

০২. বাঙ্গালি জাতি কীরূপ জাতি?
☑ সংকর জাতি।

০৩. বাংলার আদি জনপদের অধিবাসীরা কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত?
☑ নিষাদ।

০৪. আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
☑ বেদ।

০৫. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে?
☑ অস্ট্রিক জাতি থেকে।

০৬. বৈদিক যুগ বলা হয়?
☑ আর্য যুগকে।

০৭. অস্ট্রিক জাতি বাংলায় আসে?
☑ ইন্দোচীন থেকে ভারতের আসাম হয়ে।

০৮. আর্য জাতি কোন দেশ থেকে এসেছিল?
☑ ইরান।

০৯. আর্য সমাজ কয় শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?
☑ ৪ শ্রেণিতে, [ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র]

১০. আর্য এটি কীসের নাম?
☑ জাতিগোষ্ঠীর নাম।

১১. দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসীদের কী নামে অভিহিত করা হয়?
☑ দ্রাবিড়।

১২. এক সময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল-
☑ গৌড়।

১৩. প্রাচীনকালে এদেশের নাম ছিল-
☑ বঙ্গ।

১৪. প্রাচীন বাংলার যে অঞ্চল বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল?
☑ সমতট।

১৫. প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের কোন জেলাকে বুঝায়?
☑ বরিশাল।

১৬. বর্তমান করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরের লালমাটিসমৃদ্ধ অঞ্চল প্রাচীনকালে যে নামে পরিচিত ছিল-
☑ বরেন্দ্রভূমি।

১৭. প্রাচীন রাঢ় জনপদের অপর নাম কী ছিল?
☑ সুহ্ম।

১৮. বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে?
☑ আইন-ই-আকবরী।

১৯. "তবকাত-ই-নাসিরী" রচনা করেন-
☑ মিনহাজ-ই-সিরাজ।

২০. কোন প্রত্নস্থানটি আদি ঐতিহাসিক সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে?
☑ উয়ারী-বটেশ্বর।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. সিলেট কোন প্রাচীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল- [MBBS: 2023-24]
ক. হরিকেল খ. বরেন্দ্র গ. গৌড় ঘ. পুণ্ড্র

০২. বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ কোনটি- [MBBS: 2022-23]
ক. হরিকেল খ. পুণ্ড্র গ. গৌড় ঘ. তাম্রলিপ্ত

০৩. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা কে? [BDS:05-06, 24th BCS]
ক) সমুদ্রগুপ্ত খ) চন্দ্রগুপ্ত গ) রামপাল ঘ) ধর্মপাল

বিসিএস পরীক্ষা

০৪. বাংলার প্রাচীন জনপথ হরিকেল-এর বর্তমান নাম কী? [46th BCS]
ক. সিলেট ও চট্টগ্রাম খ. ঢাকা ও ময়মনসিংহ
গ. কুমিল্লা ও নোয়াখালী ঘ. রাজশাহী ও রংপুর

০৫. বাংলা সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? [44th BCS]
ক. পুণ্ড্র খ. তাম্রলিপি গ. গৌড় ঘ. হরিকেল

০৬. বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [44th BCS]
ক. সমতট খ. পুণ্ড্র গ. বঙ্গ ঘ. হরিকেল

০৭. বাংলার আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [42nd BCS]
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত গ. হিন্দি ঘ. অস্ট্রিক

০৮. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বসতি কোনটি?[41st BCS]
ক. ময়নামতি খ. পুণ্ড্রবর্ধন গ. পাহাড়পুর ঘ. সোনারগাঁও

০৯. প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা- [38th, 36th BCS]
ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর গ. খুলনা ঘ. চট্টগ্রাম

১০. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কি? [36th BCS, 43rd BCS]
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত গ) গৌড় ঘ) হরিকেল

১১. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? [36th BCS, 33rd BCS]
ক) দ্রাবিড় খ) নেগ্রিটো গ) ভোটচীন ঘ) অস্ট্রিক

১২. প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম কি? [30th BCS, 11th BCS]
ক. মালদ্বীপ খ. সন্দ্বীপ গ. সিলেট ঘ. বরিশাল

১৩. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত/কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে? [26th BCS]
ক) দ্রাবিড় খ) নেগ্রিটো গ) ভোটচীন ঘ) অস্ট্রিক

১৪. প্রাচীন 'পুন্ড্রনগর' কোথায় অবস্থিত? [25th, 13th BCS]
ক) ময়নামতি খ) বিক্রমপুর গ) মহাস্থানগড় ঘ) পাহাড়পুর

১৫. বর্তমান ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [24th BCS]
ক) সমতট খ) পুণ্ড্র গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল

উত্তরমালা											
০১. ক	০২. খ	০৩. ঘ	০৪. ক	০৫. ক	০৬. গ	০৭. ঘ	০৮. খ	০৯. ঘ	১০. ক	১১. ঘ	১২. ঘ
১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. গ									

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

মৌর্য সাম্রাজ্য → গুপ্ত সাম্রাজ্য → বঙ্গ ও গৌড় সাম্রাজ্য → মাৎস্যন্যায় → পাল সাম্রাজ্য → সেন সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্য

মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসকগণ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য → বিন্দুসার → সম্রাট অশোক → দশরথ → সম্প্রতি → শালিশুক → দেব বর্মণ → শতধান-বান → বৃহদ্রথ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সাম্রাজ্যের নাম মৌর্য সাম্রাজ্য। মগধের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।** মৌর্য বংশের সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন বৃহদ্রথ। **মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো পাটলিপুত্র।** মৌর্যযুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। **পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন বসতি।**

প্রথম সম্রাট/প্রতিষ্ঠাতা	শ্রেষ্ঠ সম্রাট	শেষ সম্রাট
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	সম্রাট অশোক	বৃহদ্রথ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪-৩০০ অব্দ)

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম সম্রাট। **তাঁর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র।** **অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ চাণক্য ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।** **চাণক্যের ছদ্মনাম কৌটিল্য, যার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র'।** রাষ্ট্র শাসন ও কূটকৌশলের সারসংক্ষেপ এই **অর্থশাস্ত্র।** অর্থশাস্ত্রে গৌড়, বঙ্গ এবং পুণ্ড্র এ ৩টি রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত মতে, চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হয় গ্রিক মহাবীর আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসের কন্যা হেলেনের সাথে। **চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সেলিউকাসের পাঠানো রাষ্ট্রদূত ছিলেন মেগাস্থিনিস। মেগাস্থিনিস ৩০২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দরবারে আসেন। মেগাস্থিনিস তার 'ইন্ডিকা'** নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরেন।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

বিন্দুসার (৩০০-২৭৩ খ্রিস্টপূর্ব)

চন্দ্রগুপ্তের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার। ইতিহাসে তিনি **'অমিত্রাঘাত' বা 'শত্রুহন্তা'** নামে পরিচিত।

সম্রাট অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রিস্টপূর্ব)

বিন্দুসারের পুত্র সম্রাট অশোক ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। **তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের তৃতীয় শাসক এবং উত্তর ভারত জয়কারী প্রথম মৌর্য সম্রাট।** সিংহাসন দখলের জন্য ৯৯ জন ভাইয়ের অধিকাংশকে পরাজিত ও হত্যা করার জন্য ইতিহাসে তাকে 'চণ্ডাশোক' বলা হয়। সিংহাসনে আরোহণের অষ্টম বছরে (খ্রিস্টপূর্ব ২৬০ অব্দে, মতান্তরে খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ অব্দে) তিনি কলিঙ্গের যুদ্ধে জয়ী হন। এ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ লোক নিহত হয়। **কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়াবহ রক্তপাত দেখে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।** তাঁর শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মের স্বীকৃতি পায়। **এজন্য তাঁকে বৌদ্ধধর্মের 'কনস্ট্যান্টাইন' বলা হয়।** তিনি ব্রাহ্মীলিপিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন।

সম্রাট অশোক

কুষাণ সাম্রাজ্য

কণিষ্ক ছিলেন প্রথম কুষাণ রাজা এবং কুষাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার চিকিৎসক ছিলেন চরক। চরক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন, যা 'চরক সংহিতা' নামে পরিচিত।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

গুপ্ত সাম্রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসকগণ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত → সমুদ্রগুপ্ত → দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত → প্রথম কুমারগুপ্ত → স্কন্দগুপ্ত → পুরুগুপ্ত → দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত → বুধগুপ্ত → বৈন্যগুপ্ত → নরসিংহগুপ্ত বালাদিত → তৃতীয় কুমারগুপ্ত → বিষ্ণুগুপ্ত

গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের স্বর্ণযুগ বলা হয়। গুপ্তদের আদি বাসস্থান ভারতের উত্তরপ্রদেশ। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গুপ্ত। **ভারতের মহারাষ্ট্রের অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্রে গুপ্তযুগের নিদর্শন পাওয়া যায়।** হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ লিপিতে এই গুহাচিত্রের বর্ণনা রয়েছে। এ যুগের ভাস্কর্যকে ধ্রুপদী ভাস্কর্য বলা হয়।

প্রথম সম্রাট/প্রতিষ্ঠাতা	শ্রেষ্ঠ সম্রাট	শেষ সম্রাট
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	সমুদ্রগুপ্ত	বিষ্ণুগুপ্ত

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৪০ খ্রিঃ) উপাধিঃ মহারাজাধিরাজ	গুপ্ত বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি ৩২০ খ্রিস্টাব্দে পাটালিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন।
সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৮০ খ্রিঃ) উপাধিঃ ভারতের নেপোলিয়ান	চন্দ্রগুপ্তর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁকে প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়।
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৫ খ্রিঃ) উপাধিঃ বিক্রমাদিত্য	• সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তিনি উজ্জয়িনীতে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। • দরবারে অনেক প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রধান ৯ জনকে 'নবরত্ন' বলা হয়। তাঁর সভায় কালিদাস, বিশাখা দত্ত, নাগার্জুন, আর্যদেব, সিদ্ধসেন, দিবাকর প্রমুখ কবি সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে। • সংস্কৃত ভাষার মহাকবি কালিদাস কে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাথে তুলনা করা হয়। তার বিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূত', 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ' ইত্যাদি এবং বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'। • আর্যভট্ট এবং বরাহ মিহির ছিলেন তৎকালের বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট প্রথম পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। তিনি প্রথম শূন্য (০) এর ধারণা দেন। আর্যভট্টের গ্রন্থের নাম 'আর্য সিদ্ধান্ত'। বরাহ মিহির ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'বৃহৎ সংহিতা'। • নবরত্নদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ অমর সিংহ। তিনি রচনা করেন সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'। • বিক্রমাদিত্যের সময় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে এসেছিলেন।

- ৫ম শতকে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি 'হুন'দের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়।
- গুপ্ত বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন বিষ্ণুগুপ্ত।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

পুষ্যভূতি রাজ্য

হর্ষবর্ধন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বর্তমান পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে পুষ্যভূতি রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। হর্ষবর্ধন ছিলেন পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন **বানভট্ট**। তার বিখ্যাত গ্রন্থ **'হর্ষচরিত'**। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক **হিউয়েন সাং** ভারত সফরে আসেন। হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

হর্ষবর্ধন

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা শহরে অবস্থিত **বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়**। **হিউয়েন সাং** সহ অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল গুপ্ত সম্রাট মহেন্দ্রাদিত্য (অপর নাম কুমার গুপ্ত) সময়ে। **শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন**। **শীলভদ্র চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর দীক্ষাগুরু ছিলেন**। ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে পুনরায় নালন্দা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়।

[**Note:** বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় আল কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয়। আর বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।]

স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য

শশাঙ্ক

গুপ্তবংশের পতনের পর বাংলায় বঙ্গ ও গৌড় নামের দুটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তাকে বলা হত 'মহাসামন্ত'। **শশাঙ্ক** ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। **শশাঙ্ক** ৬০৬ সালের কিছু আগে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল ভাগীরথী নদীর তীরে। **শশাঙ্কের উপাধি ছিল 'রাজাধিরাজ'। তিনি ছিলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়)।**

বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজ্য	গৌড়
গৌড়ের স্বাধীন নরপতি	শশাঙ্ক
প্রাচীন বাংলার প্রথম বিখ্যাত নৃপতি	শশাঙ্ক
শশাঙ্ক উপাসক ছিলেন	শৈব ধর্মের
শশাঙ্ককে বৌদ্ধ ধর্মবিদ্বেষী বলেন	হিউয়েন সাং

মাৎস্যন্যায়

শশাঙ্কের পর দীর্ঘদিন বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিল না। কেন্দ্রীয় শাসন শক্তভাবে ধরার মত কেউ না থাকায় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। এ **সময়কেই (৭ম-৮ম শতক) পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে মাৎস্যন্যায় নামে। এ অরাজকতার অবসান ঘটান পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল।**

পাল বংশ

পাল বংশের শাসকগণ

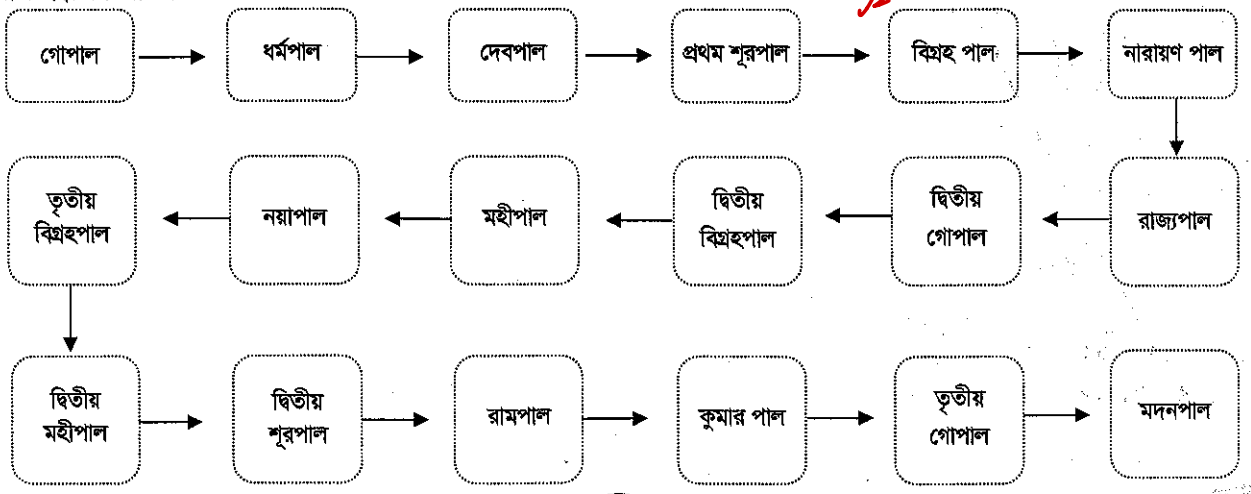

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

পাল বংশের বিশেষত্ব

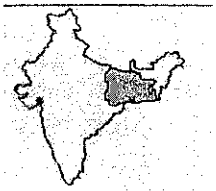

- শাসনকাল ছিল ৭৫৬ সাল থেকে ১১৬১ সাল। এসময় মোট ১৭ জন শাসক শাসনকার্য পরিচালনা করেন।
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ- প্রায় ৪০০ বছর শাসনকাল।
- পাল রাজাদের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র।
- পাল শাসনামলেই বাংলার প্রথম সাহিত্য কীর্তি চর্যাপদ রচিত হয় যা পরবর্তীতে নেপালের রাজ দরবার থেকে উদ্ধার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
- তালপাতার পুঁথিচিত্র ছিলো পাল যুগের নিদর্শন। **অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা** ছিলো পাল যুগের বৌদ্ধ পুঁথি। এটি প্রথম মহীপালের সময়ে লেখা হয়।

গোপাল (৭৫৬-৭৮১ খ্রি:)	৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। **এ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গোপাল। বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের মধ্য দিয়ে।** পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি:)	পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ধর্মপাল। তিনি প্রথম নেপাল জয় করেন। ভাগলপুরের নিকটে "বিক্রমশীল বিহার" নির্মাণ করেন। নওগাঁর পাহাড়পুরে "সোমপুর বিহার" (অপরনাম পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার) প্রতিষ্ঠা করেন।
দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০ খ্রি:)	রাজা দ্বিতীয় মহীপালের শাসনামলে **কৈবর্ত বিদ্রোহ** হয়। কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়। এটি ছিলো বাংলাদেশ তথা তৎকালীন ভারতে প্রথম সফল বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন দিব্য ভীম। এ বিদ্রোহে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হন।
রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রি:)	**পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন রামপাল।** সন্ধ্যাকর নন্দীর **'রামচরিতম'** গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়। তিনি কৈবর্তদের পরাজিত করে বরেন্দ্র অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।
মদনপাল (১১৪৩-১১৬২খ্রি:)	পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন মদনপাল। মদনপালের সময় পাল রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সেন বংশ বাংলার সিংহাসন লাভ করে।

সোমপুর বিহার

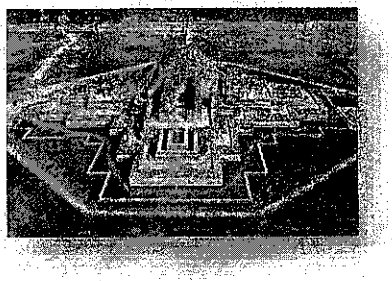

- নির্মিত হয়- ৮ম শতাব্দীতে।
- আবিষ্কার করেন- ১৮৭৯ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম।
- সোমপুর বিহারের আচার্য ছিলেন- অতীশ দীপঙ্কর।
- ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি দেয়– ১৯৮৫ সালে।

সেন বংশ

সেন বংশের শাসকগণ

সামন্ত সেন → হেমন্ত সেন → বিজয় সেন → বল্লাল সেন → লক্ষ্মণ সেন → কেশব সেন

সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা	সামন্ত সেন
সেন বংশের প্রথম রাজা বা বাংলায় সেন বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
সেন বংশের সর্বপ্রথম সার্বভৌম বা স্বাধীন রাজা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা	বিজয় সেন
কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক, পেশা ভিত্তিক বর্ণবাদ চালু	বল্লাল সেন
সেন বংশের সর্বশেষ ও বাংলার শেষ হিন্দু রাজা	কেশব সেন

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

হেমন্ত সেন	বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেয়া হয় তাঁর পুত্র হেমন্ত সেনকে। সেন বংশের রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।
বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০ খ্রি:)	সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন। কৈবর্ত বিদ্রোহে রামপালকে সহায়তা করেন। পরবর্তীতে মদন পালকে পরাজিত করেন।
বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রি:)	বল্লাল সেন বাংলায় সামাজিক সংস্কার বিশেষ করে 'কৌলিন্য প্রথা'র প্রবর্তন করেন। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তার পুত্র লক্ষ্মণ সেন সমাপ্ত করেন। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় বল্লাল সেনকে।
লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮-১২০৪ খ্রি:)	১২০৪ সালে মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে রাজধানী নদীয়া/নবদ্বীপ দখল করেন। লক্ষ্মণ সেন ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ও ধর্মীয় প্রধান ছিলেন পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র। লক্ষ্মণ সেনের পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন আরও কিছু সময় (১২০৫-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) বিক্রমপুর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য অংশ শাসন করেন (নদীয়া ব্যতীত)। এই হিসাবে সেন বংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা কেশব সেন।

এক নজরে...

০১. মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
☑ নন্দ রাজবংশকে উচ্ছেদ করে।

০২. মৌর্য যুগে গুপ্তচরদের ডাকা হতো?
☑ সঞ্চারা নামে।

০৩. চাণক্যের উপাধি ছিল?
☑ কৌটিল্য ও বিষ্ণুগুপ্ত।

০৪. প্রাচীন ভারতের ম্যাকিয়াভ্যালী বলে অভিহিত করা হয়-
☑ চাণক্যকে।

০৫. মৌর্য বংশের মোট শাসক ছিলেন?
☑ ৯ জন।

০৬. কোন সম্রাট পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ব্রাহ্মীলিপিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন?
☑ সম্রাট অশোক।

০৭. কোন সম্রাটের আমলে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে?
☑ সম্রাট অশোক।

০৮. অর্থশাস্ত্র এর রচয়িতা কে?
☑ কৌটিল্য।

০৯. প্রথম বাঙালি রাজা ছিলেন-
☑ রাজা শশাঙ্ক।

১০. মহাকবি কালিদাস কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?
☑ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৪)/বিক্রমাদিত্য।

১১. বর্তমান বাংলালিপির উৎপত্তি-
☑ প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি থেকে।

১২. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে অভিহিত-
☑ রাজা ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ শাসনকাল)

১৩. 'অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র' কোন রাজবংশের শাসনামলে তৈরি করা হয়?
☑ গুপ্ত আমলে।

১৪. বাংলায় সেন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-
☑ হেমন্ত সেন।

১৫. শালবন বিহার কোন আমলের বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ?
☑ পাল।

১৬. বাংলার কোন যুগে 'চর্যাপদ' এবং 'রামচরিত' রচিত হয়?
☑ পাল যুগে।

১৭. কোন সাম্রাজ্যের যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?
☑ গুপ্ত সাম্রাজ্যের।

১৮. শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?
☑ কর্ণসুবর্ণ।

১৯. সেন বংশের শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন-
☑ কেশব সেন।

২০. পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি প্রথম নির্ণয় করেন কে-
☑ আর্যভট্ট।

২১. গুপ্তোত্তর বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন-
☑ গোপচন্দ্র।

২২. প্রাচীন জনপদগুলোকে একত্রিত করে গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন কে?
☑ শশাঙ্ক।

২৩. "মহাসামন্ত" কার উপাধি ছিল?
☑ শশাঙ্ক।

২৪. 'হর্ষচরিত' গ্রন্থটি রচনা করেন-
☑ বানভট্ট।

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন রাজবংশ

২৫. 'মৎস্যন্যায়' ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?
☑ আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা।

২৬. 'মাৎস্যন্যায়' কোন শাসন আমলে দেখা যায়?
☑ পাল তাম্র শাসন আমলে।

২৭. তালপাতার পুঁথিচিত্র কোন যুগের নিদর্শন?
☑ পাল যুগ।

২৮. 'দিবর দিঘী' ও 'দিব্যক জয়স্তম্ভ' কোন উপজেলায় অবস্থিত?
☑ নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলায়।

২৯. 'রামচরিতম' কাব্য কে লিখেছেন?
☑ সন্ধ্যাকর নন্দী।

৩০. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন?
☑ শীলভদ্র।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কোন শাসককে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ জয় করেন? [MBBS: 24-25]
ক. প্রতাপাদিত্য খ. বল্লাল সেন
গ. লক্ষণ সেন ঘ. ঈসা খান

বিসিএস পরীক্ষা

০২. পাহাড়পুরের 'সোমপুর বিহার' বাংলার কোন শাসন আমলের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন? [46th BCS]
ক. মৌর্য খ. পাল
গ. গুপ্ত ঘ. চন্দ্র

০৩. চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন? [44th BCS]
ক. হিউয়েন সাং খ. ফা হিয়েন
গ. আই সিং ঘ. এদের সকলেই

০৪. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [42nd BCS]
ক. গোপাল খ. ধর্মপাল
গ. মহীপাল ঘ. বিগ্রহপাল

০৫. 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে? [41st BCS]
ক. ৫ম-৬ষ্ঠ শতক খ. ৬ষ্ঠ-৭ম শতক
গ. ৭ম-৮ম শতক ঘ. ৮ম-৯ম শতক

০৬. বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? [41st BCS]
ক. হেমন্ত সেন খ. বল্লাল সেন
গ. লক্ষণ সেন ঘ. কেশব সেন

০৭. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? [41st BCS]
ক. অশোক খ. শশাঙ্ক
গ. মেগদা ঘ. ধর্মপাল

০৮. প্রাচীন বাংলার মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? [40th BCS, 33rd BCS]
ক) অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গ) সমুদ্রগুপ্ত ঘ) কোনটিই নয়

০৯. শীলভদ্র কোন মহাবিহারের আচার্য ছিলেন? [35th BCS]
ক) আনন্দ বিহার খ) গোসিপো বিহার
গ) নালন্দা বিহার ঘ) সোমপুর বিহার

১০. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা কে? [বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস]
ক) রামপাল খ) ধর্মপাল
গ) চন্দ্রপাল ঘ) আদিশূর

উত্তরমালা									
০১. গ	০২. খ	০৩. খ	০৪. খ	০৫. গ	০৬. ঘ	০৭. খ	০৮. খ	০৯. গ	১০. খ

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন

সিন্ধু বিজয় ও অভিযান

সিন্ধু বিজয়

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে ইরাক ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিম মাত্র ১৭ বছর বয়সে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। মুহম্মদ বিন কাসিম সর্বপ্রথম সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হন। পরবর্তীতে ৭১২ থেকে ৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিন্ধু ও মুলতান যথাক্রমে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের অধীনে ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম

সুলতান মাহমুদ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর গজনীর সুলতান মাহমুদ ১০০০ সাল থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি অভিযানেই জয়লাভ করেন। ভারতের গুজরাটে অবস্থিত **সোমনাথ মন্দির জয়** তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিযান। **সুলতান মাহমুদের রাজসভার কবি ছিলেন মহাকবি ফেরদৌসী**। ফেরদৌসী রচিত গ্রন্থের নাম **'শাহনামা'**। **আল বিরুনি** ছিলেন সুলতান মাহমুদের রাজসভার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ।

সুলতান মাহমুদ

মুহম্মদ ঘুরী

মুইজউদ্দিন মুহম্মদ বিন শামস্ ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আজমীর ও দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের সাথে তিনি দুইবার যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ তরাইনের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

মুহম্মদ ঘুরী

তরাইনের যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	তরাইনের প্রথম যুদ্ধ	তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ
প্রতিপক্ষ	মুহম্মদ ঘুরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহান	
সময়কাল	১১৯১ খ্রি.	১১৯২ খ্রি.
ফলাফল	মুহম্মদ ঘুরী শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও আহত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন	পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত ও নিহত হন এবং মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়

দিল্লি সালতানাত

দিল্লি সালতানাত বলতে মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনকালকে বুঝানো হয়। ১২০৬ থেকে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ৩২০ বছর ধরে ভারতে রাজত্বকারী একাধিক মুসলিম রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি "দিল্লি সালতানাত" নামে অভিহিত। **১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে।**

দিল্লি সালতানাতের ৫টি রাজ বংশ

দাস বংশ → খলজি বংশ → তুঘলক বংশ → সৈয়দ বংশ → লোদি বংশ

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০ খ্রি:)	
সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি:)	উপমহাদেশে **স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা** সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক। দানশীলতার জন্য তাকে **'লাখবক্স'** বলা হত। তিনি দিল্লির সুউচ্চ **'কুতুব মিনার'** এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। দিল্লির বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির নামানুসারে 'কুতুব মিনার' এর নামকরণ করা হয়।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন

সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি:)	দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ। তিনি ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবেক এর জামাতা। তাঁর উপাধি ছিল 'সুলতান-ই-আযম'। **ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন**। তিনি ৪০ জন তুর্কি কৃতদাস নিয়ে একটি দল গঠন করেন, যা বন্দেগান-ই-চেহেলগান নামে পরিচিত।
সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০ খ্রি:)	ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। **তিনি ছিলেন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী।**
সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬ খ্রি:)	সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ছিলেন ইলতুৎমিশের পুত্র ও সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি **'ফকির বাদশাহ'** নামে পরিচিত। তিনি কুরআন অনুলিপি ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।
সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি:)	সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন এর পূর্বনাম বাহাউদ্দিন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক। তাকে **'মহান শাসক'** বলা হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ নির্মূল ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় নীতি- (Blood and Iron Policy) গ্রহণ করেন। **'ভারতের তোতাপাখি'** নামে পরিচিত **আমির খসরু** গিয়াসউদ্দিন বলবনের দরবার অলংকৃত করেন।

খলজি বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্রি:)

জালাল উদ্দিন খলজি

খলজি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। দাস বংশের পরে দিল্লির শাসনকার্য পরিচালনা করে খলজি বংশ।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি:)

পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজিকে **দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান** বলে অভিহিত করেছেন। আলাউদ্দিন খলজি **ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুই এর ন্যায় ঘোষণা করেন "আমিই রাষ্ট্র"**। তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য **'মূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ নীতি'** প্রবর্তন করেন। বিখ্যাত **'আলাই দরওয়াজা'** তাঁরই কীর্তি। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমুখ গুণীজন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আলাউদ্দিন খলজি প্রথম মুসলিম শাসক হিসেবে ১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি মালিক কাফুর এর নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারত জয় করেন। এই ঘটনা নিয়ে রঙ্গলাল বন্দোপ্যাধ্যায় ১৮৫৮ সালে রচনা করেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান'।

আলাউদ্দিন খলজি

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খ্রি:)	
গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রি:)	গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ছিলেন তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কমপক্ষে ২৯ বার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করায় গিয়াসউদ্দিন তুঘলক **'মালিক গাজি'** বলে অভিহিত হন।
মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি:)	দিল্লি সালতানাতের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী সুলতান ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক। তিনি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন। কিন্তু পরে রাজধানী দিল্লিতে ফিরিয়ে আনেন। তিনি সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে **তামার মুদ্রা প্রচলন** করেন। তিনি কৃষি উন্নয়নের জন্য **'দিওয়ান-ই-কোহী'** নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। **তাঁর শাসনামলে ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আসেন।**
মাহমুদ শাহ	তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ। তাঁর সময়ে **তুর্কি বীর তৈমুর লং** ১৩৯৮ সালে ভারত আক্রমণ করেন।

খান জাহান আলি

খান জাহান আলি ১৩৬৯ সালে দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩৮৯ সালে তুঘলক সেনাবাহিনীতে সেনাপতি পদে যোগদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও বাগেরহাট অঞ্চলের শাসক। তিনি পঞ্চদশ শতকে বাগেরহাটে **ষাট গম্বুজ মসজিদ** নির্মাণ করেন।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রি:)	
বাহালুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)	লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
ইব্রাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)	১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট দিল্লির লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে দিল্লি সালতানাতের পতন ঘটে।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন

এক নজরে...

০১. আরবগণ সিন্ধু আক্রমণ করে কত সালে-
☑ ৭১২ সালে।

০২. কোন মুসলিম সেনাপতি সিন্ধু জয় করেন-
☑ মুহম্মদ বিন কাসিম।

০৩. আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন-
☑ দাহির।

০৪. মহাকবি ফেরদৌসি কোন সুলতানের সভাকবি ছিলেন-
☑ সুলতান মাহমুদ।

০৫. গজনীর সুলতান মাহমুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন-
☑ ১৭ বার।

০৬. ভারতের গুজরাটের সোমনাথ মন্দির কে ধ্বংস করেন-
☑ সুলতান মাহমুদ।

০৭. সুলতান মাহমুদের সভাকবি কে ছিলেন-
☑ ফেরদৌসি।

০৮. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে পরাজিত হন-
☑ পৃথ্বীরাজ চৌহান।

০৯. ভারতে কে সর্বপ্রথম তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন-
☑ মুহম্মদ ঘুরী।

১০. প্রাচ্যের হোমার নামে পরিচিত কে-
☑ মহাকবি ফেরদৌসি।

১১. সুলতান মাহমুদের রাজসভায় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন-
☑ আল-বিরুনি

১২. বিখ্যাত শাহনামা গ্রন্থটি কার রচিত-
☑ মহাকবি ফেরদৌসি।

১৩. প্রথম সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি কে ছিলেন?
☑ মুহম্মদ বিন কাসিম।

১৪. মুহম্মদ বিন কাসিম সর্বপ্রথম সিন্ধুর কোন শহরে উপস্থিত হন?
☑ দেবল।

১৫. সোমনাথ মন্দির ভারতের কোন অংশে অবস্থিত?
☑ গুজরাট।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

অন্যান্য পরীক্ষা

০১. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? (দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক-২০০৪)
ক) মুহম্মদ বিন কাসিম খ) সুলতান মাহমুদ
গ) মুহম্মদ ঘুরী ঘ) গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

০২. কোন শাসক ভারতে মুসলিম শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন? (চবি খ: ২০০৪-০৫)
ক) মুহম্মদ বিন কাসিম খ) মাহমুদ গজনী
গ) মুহম্মদ ঘুরী ঘ) কুতুবউদ্দিন আইবেক

০৩. দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা- (ইবি খ: ২০০২-০৩)
ক) মুহম্মদ বিন কাসিম খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ) ইলতুৎমিশ ঘ) গিয়াসউদ্দিন বলবন

০৪. ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে-(রাবি ক: ২০১১-১২)
ক) একাদশ শতকে খ) নবম শতকে
গ) ত্রয়োদশ শতকে ঘ) ষোড়শ শতকে

০৫. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা- (রাবি: ২০০৭-০৮)
ক) মুহম্মদ বিন কাসিম খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ) শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ ঘ) গিয়াসউদ্দিন বলবন

০৬. সুলতান-ই-আজম উপাধি কে লাভ করেছিল? (রাবি: ২০১২-১৩)
ক) কুতুবউদ্দিন আইবেক খ) শামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ) ফিরোজ শাহ তুঘলক ঘ) আলাউদ্দিন খলজি

০৭. 'বন্দেগান-ই-চেহেল গান' কে প্রতিষ্ঠা করেন?(রাবি ক: ২০১২-১৩)
ক) ইলতুৎমিশ খ) কুতুবউদ্দিন আইবেক
গ) সুলতান মাহমুদ ঘ) আরাম শাহ

০৮. দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রথম মুসলিম নারী কে? (জাবি: ২০১৩-১৪)
ক) নূরজাহান খ) সুলতানা রাজিয়া
গ) মমতাজ ঘ) যোধা বাঈ

০৯. 'রক্তপাত ও কঠোর নীতি' কার শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল? (রাবি ক: ২০১২-১৩)
ক) সুলতানা রাজিয়া খ) নাসিরউদ্দিন মাহমুদ
গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ) আলাউদ্দিন খলজি

উত্তরমালা								
০১. গ	০২. ঘ	০৩. খ	০৪. গ	০৫. গ	০৬. খ	০৭. ক	০৮. খ	০৯. গ

বাংলায় মুসলিম শাসন

বাংলায় মুসলিম শাসন

বাংলায় তুর্কি শাসন

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক এর অনুমতিক্রমে তুর্কি বীর **ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে বাংলার রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তিনিই প্রথম বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করেন।** তিনি বাংলার রাজধানী নদীয়া থেকে দেবকোটে স্থানান্তর করেন।

তুর্কি শাসনকাল

বাংলায় মুসলিম (তুর্কি) শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তারা সবাই দিল্লির সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। এ সময় ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ায় **ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বাংলার নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী'।**

বাংলায় সুলতানি শাসন

দিল্লির সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত দুইশত বছর বাংলাকে তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেননি। এ সময় বাংলার শাসকগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেন। সুলতানি আমলে আনুমানিক ১৩৩৮ থেকে ১৩৫২ খ্রি. **'সোনারগাঁও'** এবং ১৪১৮ খ্রি. থেকে ১৫৬৫ খ্রি. পর্যন্ত **'গৌড়' বাংলার রাজধানী ছিল।**

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিঃ)

১৩৩৮ সালে সোনারগাঁও দখল করার মাধ্যমে **বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ**। তাঁর পূর্বনাম ছিল ফখরা। তাঁর শাসনামলে **১৩৪৬ সালে মরক্কোর পরিব্রাজক ইবনে বতুতা সোনারগাঁও এসেছিলেন।** তিনি প্রথম বিদেশী পর্যটক হিসেবে তাঁর **'কিতাবুল রেহালা'** গ্রন্থে **'বাঙ্গালা'** শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলাদেশকে **'দোজখ-ই-পুর নিয়ামত' বা 'ধন-সম্পদপূর্ণ নরক'** বলে অভিহিত করেছেন। **ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।**

ইলিয়াস শাহী শাসন (১৩৪২-১৪১২ খ্রিঃ)

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ

ক. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭)
খ. সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯৩)
গ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১)
ঘ. সাইফুদ্দিন হামজা শাহ (১৪১১-১৪১২)

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিঃ)

১৩৫২ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ পুরো বাংলা অধিকার করেন। এজন্য ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাঁকে **'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বা 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান'** বলে উল্লেখ করেছেন। **'বাঙ্গালাহ' নামটি তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়।** তিনি বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে পাণ্ডুয়ায় স্থানান্তর করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত সুফীসাধক শেখ সিরাজ উদ্দিন ও শেখ বিয়াবানী বাংলায় এসেছিলেন।

সুলতান সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৯০ খ্রিঃ)

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ সিকান্দার শাহের অমর কীর্তি।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রিঃ)

সুলতানি যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসক ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। **পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্র যোগাযোগ ছিল।** বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাঙালি কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। তাঁর আমলে মা-হুয়ান নামক চীনা পর্যটক বাংলা ভ্রমণ করেন।

বাংলায় মুসলিম শাসন

রাজাগণের শাসন	পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনগণ
ক. রাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৫)	ক. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৬-১৪৬০)
খ. জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪১৫-১৪১৬)	খ. রুকনুদ্দিন রবরক শাহ (১৪৬০-১৪৭৪)
গ. রাজা গণেশ (১৪১৬-১৪১৮)	গ. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১)
ঘ. জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪১৮-১৪৩৩)	ঘ. দ্বিতীয় সিকান্দার শাহ (১৪৮১)
ঙ. শামসুদ্দিন আহমদ শাহ (১৪৩৫-১৪৩৬)	ঙ. জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৭)
	নোট: ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় হাবশী শাসন ছিল

হোসেন শাহী শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি:)	
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি:)	• **বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।** তাঁর সময় বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। তাঁর শাসনামলে **গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ** ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয়। • এই সময়কালে শ্রীচৈতন্য নদীয়ায় বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনামলে বাংলা গজল ও সুফী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল)। **আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর শাসনামলকে সুলতানি শাসনের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।** • **হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাকে বলা হয় বাংলার আকবর।**
নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি:)	**গৌড়ের বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ** (বারদুয়ারি মসজিদ) এবং **কদম রসুল ভবন** সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহের অমর কীর্তি।
গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রি:)	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন বাংলার **সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান**। ১৫৩৮ সালে শের শাহ গৌড় দখল করলে বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান হয়।

বাংলায় আগমনকারী সুফী/সাধক	
আগমনকারী সুফী	যার আমলে আগমন
সুফী বাবা আদম শহীদুল ইসলাম (তুরস্ক)	বল্লাল সেন
হযরত শাহজালাল (র.) (ইয়েমেন)	শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ্
খান জাহান আলী (র.) (তুরস্ক)	নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ্

ভারত-বাংলায় আগমনকারী পরিব্রাজক				
নাম	ভারত	বাংলায়	বাংলার শাসক	রচিত গ্রন্থ
মেগাস্থিনিস (গ্রিস)		খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	**প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)**	ইন্ডিকা
ফা-হিয়েন (চীন)	৩৯৯ খ্রিস্টাব্দ	-	**দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত**	ফো-কুয়ো-কিং
হিউয়েন সাং (চীন)	৬২৯ খ্রিস্টাব্দ	৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ	**হর্ষবর্ধন**	সিদ্ধি গ্রন্থ
ইৎ সিং (ই-চিং)	৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ	৬৭২ খ্রিস্টাব্দ	পাল যুগে	-
ইবনে বতুতা (মরক্কো)	১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দ	১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্	কিতাবুর রেহালা
মা-হুয়ান (চীন)	১৪০৫ খ্রিস্টাব্দ	১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্	ইং ইয়াই শেংলান

বাংলায় মুসলিম শাসন

সুলতানি আমলে নির্মিত স্থাপত্য ও নির্মাতা		
স্থাপত্য	অবস্থান	নির্মাতা
ছোট সোনা মসজিদ	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
বাঘা মসজিদ	বাঘা, রাজশাহী	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ
কুতুব মিনার	দিল্লি, ভারত	নির্মাণ কাজ শুরু করেন কুতুবউদ্দিন আইবেক, নির্মাণ কাজ শেষ করেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ
বড় সোনা মসজিদ	গৌড়, ভারত	নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ
তাঁরা মসজিদ	আরমানিটোলা, ঢাকা	মির্জা গোলাম পীর (তার অপর নাম মির্জা আহমেদ জান)

এক নজরে...

০১. কোন সেনাপতি অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে নদীয়া আক্রমণ করেন-
☑ বখতিয়ার খলজি।

০২. দিল্লির সুলতানগণ বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলে সম্বোধন করত কেন-
☑ সুযোগ পেলে বাঙালি বিদ্রোহ করত বলে।

০৩. আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ কোন সুলতানকে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?
☑ গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ খলজি।

০৪. বাংলাকে বুলগাকপুর নাম দিয়েছিলেন-
☑ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি।

০৫. কোনটি জিয়াউদ্দিন বারানি রচিত গ্রন্থ?
☑ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী।

০৬. ইয়েমেন থেকে আসা কোন মুজাহিদের তরবারী বাংলাদেশে সংরক্ষণ করা আছে?
☑ শাহজালাল (র.)।

০৭. ইবনে বতুতা কোন দেশের পর্যটক-
☑ মরক্কো।

০৮. ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলায় আসেন-
☑ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।

০৯. কোন বিখ্যাত পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন?
☑ ইবনে বতুতা।

১০. ইবনে বতুতার ভারতবর্ষ সফরের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ-
☑ কিতাবুল রেহালা।

১১. ইবনে বতুতা মূলত যে দরবেশের সাথে সাক্ষাতের জন্য বাংলায় আসেন-
☑ হযরত শাহজালাল (রঃ)।

১২. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সময়কাল ছিল-
☑ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮সাল।

১৩. বাংলাকে 'দোযখপুর-ই-নিয়ামত বা ধনসম্পদ পূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেন -
☑ ইবনে বতুতা।

১৪. সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী ছিল-
☑ সোনারগাঁও।

১৫. মধ্যযুগে কোন বিদেশি পরিব্রাজক প্রথম "বাঙ্গালা" শব্দ ব্যবহার করেন?
☑ ইবনে বতুতা।

১৬. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ কোন এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
☑ সোনারগাঁও।

১৭. বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনাকারী কে?
☑ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।

১৮. কোন শাসকের সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে বাঙ্গালাহ নামে?
☑ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্।

১৯. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের?
☑ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ।

২০. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ 'ষাটগম্বুজ মসজিদ' কোথায় অবস্থিত?
☑ বাগেরহাট জেলায়।

২১. ষাটগম্বুজ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-
☑ খান জাহান আলী।

২২. প্রাচীন বাংলার ছয়টি জনপদ একত্রিত করে বাঙ্গালাহ নাম করেন কে?
☑ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

২৩. সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন-
☑ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

২৪. বাগেরহাটে খান জাহান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি কত গম্বুজ বিশিষ্ট?
☑ একাশি।

২৫. গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন-
☑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

২৬. গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন-
☑ সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ

২৭. হোসেন শাহী যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক কে?
☑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

২৮. বাংলার কোন সুলতানকে সম্রাট আকবরের সাথে তুলনা করা হয়?
☑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

২৯. শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল যে সুলতানের শাসনামলে-
☑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

৩০. বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান-
☑ গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ।

বাংলায় মুসলিম শাসন

৩১. কোন সুলতানের শাসন আমলকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয়-
☑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

৩২. কদম রসুল ভবন কার অমর কীর্তি-
☑ নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

৩৩. ইউসুফ জুলেখা কাব্য কার আমলে রচিত-
☑ গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ।

৩৪. কতজন হাবশী শাসক বাংলা শাসন করেন-
☑ ৪জন।

৩৫. কে গৌড় দখল করে স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটান-
☑ শের শাহ।

৩৬. ইলিয়াস শাহের রাজধানী কোথায় ছিল?
☑ পাণ্ডুয়া।

৩৭. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ 'ইলিয়াস শাহী' বংশের কততম সুলতান ছিলেন?
☑ তৃতীয়।

৩৮. বাংলার কোন সুলতান 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহন করেন?
☑ জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ।

৩৯. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?
☑ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কোন শাসককে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ জয় করেন? [MBBS: 2024-25]
ক. প্রতাপাদিত্য খ. বল্লাল সেন
গ. লক্ষণ সেন ঘ. ঈসা খান

বিসিএস পরীক্ষা

০২. কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে? [44th BCS]
ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) পাল ঘ) মুসলিম

০৩. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? [41st BCS]
ক. শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ খ. নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

০৪. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন? [40th BCS]
ক. ১৪৯৩-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ খ. ১৪৯৩-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ

০৫. গৌড়ের সোনা মসজিদ কার আমলে নির্মিত হয়? [39th BCS]
ক) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ খ) হোসেন শাহ্
গ) শায়েস্তা খান ঘ) ঈশা খাঁ

০৬. চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং - এর দীক্ষাগুরু কে ছিলেন? [35th BCS]
ক. অতীশ দীপঙ্কর খ. শীলভদ্র
গ. মাহুয়ান ঘ. মেগাস্থিনিস

০৭. বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কোন সালে? [30th BCS]
ক) ১২১২ খ) ১২০০ গ) ১২০৪ ঘ) ১২১১

০৮. সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কি? [29th BCS]
ক) সোনারগাঁও খ) জাহাঙ্গীর নগর
গ) ঢাকা ঘ) গৌড়

০৯. গৌড়ের সোনা মসজিদ কার আমলে নির্মিত? [29th BCS]
ক) হোসেন শাহ খ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ) শায়েস্তা খাঁ ঘ) ঈসা খাঁ

১০. বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা করেন কে? [24th BCS]
ক) আলী মর্দান খলজী খ) তুঘরিল খান
গ) শামসুদ্দিন ফিরোজ ঘ) বখতিয়ার খলজী

১১. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের? [24th BCS]
ক) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ খ) আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্
গ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্ ঘ) ইলিয়াস শাহ্

১২. কোন শাসকের সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে বাঙ্গালা নামে? (১২তম বিসিএস)
ক) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আকবর
ঘ) ঈসা খাঁ

উত্তরমালা											
০১. গ	০২. ঘ	০৩. গ	০৪. ঘ	০৫. খ	০৬. খ	০৭. গ	০৮. ক	০৯. ক	১০. ঘ	১১. ক	১২. খ

মুঘল সাম্রাজ্য

মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.)

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকগণ

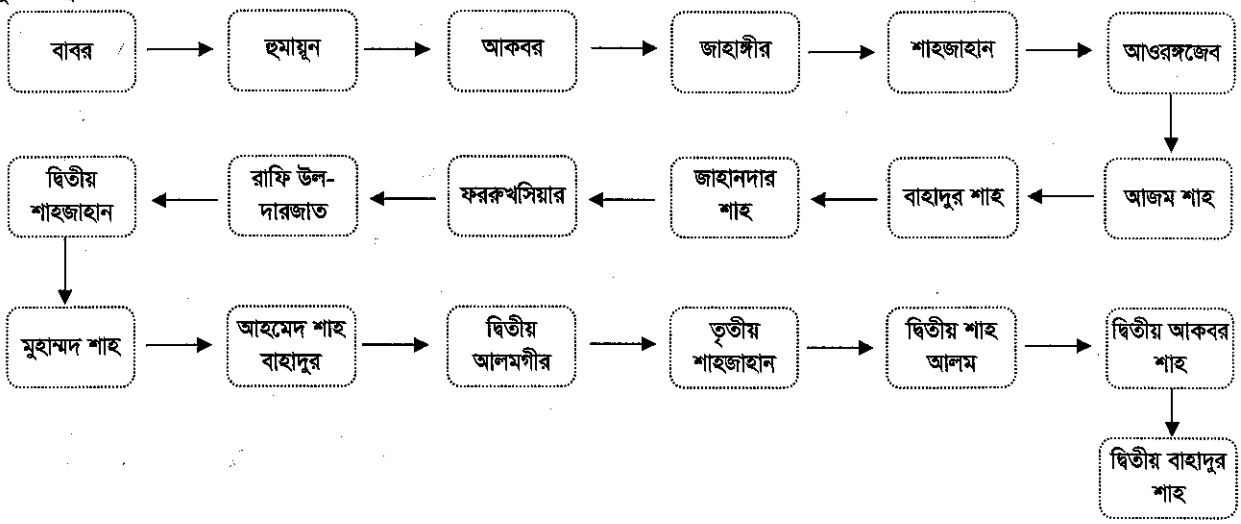

জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৫২৬ সালে ইব্রাহীম লোদীকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল আমলে প্রাদেশিক রাজধানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তিকারী প্রধান বিচারপতির উপাধি ছিল কাজীউল কুজাত এবং সামরিক বিভাগের প্রধানের উপাধি ছিল মির বকশি।

পানিপথের যুদ্ধ

পানিপথ ভারতের হারিয়ানা রাজ্যের একটি শহর। এটি দিল্লি থেকে ৯০ কি.মি. উত্তরে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পানিপথের যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত ৩টি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধ	পানিপথের প্রথম যুদ্ধ	পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ
প্রতিপক্ষ	বাবর	আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান	আহমদ শাহ আবদালি
	ইব্রাহিম লোদী	আফগান নেতা হিমু	মারাঠা
সময়কাল	২১ এপ্রিল, ১৫২৬	১৫৫৬ সাল	১৭৬১ সাল
ফলাফল	ইব্রাহীম লোদী পরাজিত ও নিহত হন। (এ যুদ্ধে ভারতের ইতিহাসে প্রথম কামান ব্যবহৃত হয়)	হিমু পরাজিত ও নিহত হন। আকবর দিল্লি অধিকার করেন।	মারাঠারা পরাজিত হয়। বাংলায় এরা বর্গী নামে পরিচিত ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সম্রাটগণ

জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি:)

জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পিতার দিক থেকে তুরঘায়ের পুত্র তৈমুর লং ও মায়ের দিক থেকে চেঙ্গীস খানের বংশধর ছিলেন। বাবর শব্দের অর্থ 'বাঘ'। তিনি ১৫২৮-১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরীতে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী ঐতিহাসিক এ মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে। **মুঘল সম্রাটদের মধ্যে বাবরের রচিত 'তুযুক-ই-বাবুরী' বা 'বাবরনামা' গ্রন্থই প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।** এটি তুর্কি ভাষায় রচিত।

সম্রাট বাবর

নাসিরউদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬ খ্রি:)

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করেন ও গৌড় অধিকার করেন। **তিনি বাংলার নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'।** তিনি শের শাহের নিকট ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে ও ১৫৪০ সালে **কনৌজের যুদ্ধে** পরাজিত হন। ১৫৫৫ সালে তৎকালীন পারস্য সম্রাটের সহায়তায় পুনরায় দিল্লি অধিকার করেন। ১৫৫৬ সালে পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্রাট হুমায়ুন

মুঘল সাম্রাজ্য

জালালউদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:)

সম্রাট আকবর

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। বৈরাম খান আকবরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ১৫৫৬ সালে পানিপথের ২য় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করেন। আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর (অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত সামরিক কর) রহিত করেন। তিনি রাজপুত কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। **১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্বলিত 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। মাত্র ১৮ জন লোক এই ধর্মমত গ্রহণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৯২ হিজরী) সম্রাট আকবর বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির বা বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। বাংলায় নববর্ষ পহেলা বৈশাখ এর প্রবর্তক সম্রাট আকবর।** আকবরের রাজসভায় আবুল ফজল, বীরবল, টোডরমল, ফৈজী, মানসিংহের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সরব উপস্থিতি ছিল। আকবরের অর্থমন্ত্রী টোডরমল রাজস্বক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। **মানসিংহ ছিলেন আকবরের সেনাপতি। আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে প্রথম দেশবাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। বাংলা নামের উৎপত্তির বিষয়টি 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে।** আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন (প্রকৃত নাম **রামতনু পাণ্ডে**)। **তানসেনকে 'বুলবুল-ই-হিন্দ'** বলা হয়। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন, তাঁকে ভারতের সেকেন্দ্রায় সমাহিত করা হয়।

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ

বাংলা সনে ৬টি ঋতু রয়েছে। এগুলো হলো যথাক্রমে- গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ১৪২৬ বঙ্গাব্দে প্রথমবারের মতো আশ্বিন মাসের গণনা শুরু হয় ৩১ দিন হিসাবে। নতুন বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুসারে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই ছয় মাসের হিসাব হবে ৩১ দিনে। কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র এই পাঁচ মাস হবে ৩০ দিন। এখন ফাল্গুন মাস হবে ২৯ দিন এবং গ্রেগরিয়ান বর্ষপঞ্জিতে যে বছর অধিবর্ষ হবে (লিপইয়ার) সে বছর বাংলায় ফাল্গুন মাস ৩০ দিন গণনা করা হবে।

সেলিম নূর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি:)

সম্রাট জাহাঙ্গীর

সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি নূরজাহানকে বিবাহ করেন। নূরজাহানের বাল্যনাম ছিল মেহেরুন নেছা। সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজদের আগমন ঘটে। তিনি সরকারি কাজে **ফারসি ভাষা চালু করেন।** তাঁর শাসনামলে মুঘল প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ **'তুযুক-ই-জাহাঙ্গীর'**।

শাহজাহান ওরফে খুররম (১৬২৮-১৬৫৮ খ্রি:)

সম্রাট শাহজাহান

সম্রাট শাহজাহানকে **"Prince of Builders"** বলা হয়। তাঁর অমর কীর্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো **আগ্রার তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, দিল্লির লালকেল্লা, আগ্রার মতি মসজিদ, লাহোরের শালিমার উদ্যান** ইত্যাদি। মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী। সম্রাট প্রিয়তমা স্ত্রীর স্মৃতিকে অমর করে রাখতে আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে তাজমহল নির্মাণ (নির্মাণকাল: ১৬৩২-১৬৪৩) করেন। **এর স্থপতি ছিলেন পারস্যের ওস্তাদ আহমেদ লাহোরী।** সম্রাট শাহজাহানের মুকুটে বিখ্যাত **'কোহিনুর হীরা'** শোভাবর্ধন করত। শাহজাহান ইংরেজদের বঙ্গদেশে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন।

আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি:)

সম্রাট আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেব যুদ্ধে অপর ভাইদের পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসে **'আলমগীর'** নাম ধারণ করেন। ১৬৬১ সালে বাংলার সুবাদার মীর জুমলা বিনাযুদ্ধে কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং এর নাম রাখেন **'আলমগীর নগর'**। সম্রাট আওরঙ্গজেব অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। এ জন্য তাঁকে **'জিন্দাপীর'** বলা হয়। তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি:)

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হয়। মুঘল সাম্রাজের দুর্বল ও অকর্মণ্য সম্রাট ছিলেন মুহম্মদ শাহ। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শাসনামলে **পারস্যের নাদির শাহ** ভারত আক্রমণ করে মহামূল্যবান **'কোহিনুর হীরা', 'ময়ূর সিংহাসন'** ও প্রচুর ধনরত্ন পারস্যে নিয়ে যান। ময়ূর সিংহাসনটি বর্তমানে ইরানে সংরক্ষিত আছে ও কোহিনুর হীরাটি ইংল্যান্ডের রাণীর রাজপ্রাসাদে শোভা পাচ্ছে।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি:)

সর্বশেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমানে মিয়ানমার) নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে নির্বাসিত অবস্থায় সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শূর শাসন

শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি:)

শের শাহের প্রকৃত নাম শের খান। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে তিনি 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৫৪০ সালে তিনি বাংলা দখল করেন। **তিনি সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন। মহাসড়কটির নির্মাণকালীন নাম ছিল 'সড়ক-ই-আজম'**। পরবর্তীতে ইংরেজরা এ সড়কটি সংস্কার করে এর নাম দেয় **'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'**। **শের শাহ 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' ব্যবস্থার প্রচলন করেন**। তিনি উপমহাদেশে **সর্বপ্রথম ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার** প্রচলন করেন। তিনি **'দাম' নামক রুপার মুদ্রার** প্রচলন করেন। শের শাহ পর্তুগিজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। তিনি আফগান দুর্গ নির্মাণ করেন (বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত)।

শের শাহ

বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা-শেষ শাসক-পদবি

রাজবংশ	প্রতিষ্ঠাতা	শেষ শাসক	পদবি
মৌর্য	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	বৃহদ্রথ	সম্রাট
গুপ্ত	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	বিষ্ণুগুপ্ত	সম্রাট
পাল	গোপাল	মদনপাল	সম্রাট
চন্দ্র	ত্রৈলোক্যচন্দ্র	গোবিন্দচন্দ্র	রাজা
সেন	হেমন্ত সেন	কেশব সেন	রাজা
খিলজি	জালাল উদ্দিন খিলজি	আলাউদ্দিন খিলজি	সুলতান
ইলিয়াস শাহী	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	জালাল উদ্দিন ফাতেহ শাহ	সুলতান
হোসেন শাহী	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ	সুলতান
লোদী	বাহলুল খান লোদী	ইব্রাহিম লোদী	সুলতান
মুঘল	জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর	দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	সম্রাট

বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস

সম্রাট আকবর তাঁর শাসনামলে পুরো বাংলার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেয়নি। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। বাংলার ইতিহাসে এই জমিদারগণ বারো ভূঁইয়া নামে পরিচিত। **এদের মধ্যে ঈসা খাঁ, মুসা খাঁ, কেদার রায়, চাঁদ রায়, আনোয়ার গাজী, বাহাদুর গাজী, রাজা প্রতাপাদিত্য উল্লেখযোগ্য।**

ঈসা খাঁ (১৫২৯-১৫৯৯ খ্রি:)

বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খাঁ। তাঁর উপাধি ছিল মসনদ-ই-আলা। তাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। এছাড়াও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ হচ্ছে **'এগারো সিন্ধুর দুর্গ'**। সম্রাট আকবর তাকে পরাজিত করতে সেনাপতি মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান বারো ভূঁইয়াদের নেতা হন। তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ হলের সাথে অবস্থিত মুসা খাঁ মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়।

বিখ্যাত কয়েক জন বার ভূঁইয়া শাসনকৃত অঞ্চল

নাম	অঞ্চল
ঈসা খাঁ, মুসা খাঁ, জুমা খাঁ	খিজিরপুর, ঢাকা
মহারাজা প্রতাপাদিত্য	খুলনা-যশোর
চাঁদ রায়, কেদার রায়	শ্রীপুর, গাজীপুর
মুকুন্দরাম, রাঘুনাথ	ভূষণা, ফরিদপুর

বাংলায় সুবেদারী শাসন

বারো ভূঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল। **বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা।**

মুঘল সাম্রাজ্য

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সুবেদার	
ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি:)	বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার হলেন ইসলাম খান। তিনি বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগর'। তিনি ঢাকার 'ধোলাই খাল' খনন করেন ও নৌকাবাইচের প্রচলন করেন।
কাসিম খান জুইনি (১৬২৮-১৬৩২ খ্রি:)	সম্রাট শাহজাহানের আদেশে কাসিম খান জুইনি পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন।
শাহ সুজা (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি:)	সুবেদার শাহ সুজা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তিনি ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন। এছাড়াও ঢাকায় চুড়িহাট্টা মসজিদ নির্মাণ করেন।
মীর জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রি:)	সুবেদার মীর জুমলা 'ঢাকা গেট' নির্মাণ করেন। তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি ১৬৬৩ সালে আসাম যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আসাম যুদ্ধে বিবি মরিয়ম কামান ব্যবহার করেন যা বর্তমানে ঢাকা গেইটের সামনে সংরক্ষিত আছে।
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রি:)	শায়েস্তা খানের আমলে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। ঢাকায় শায়েস্তা খানের নির্মিত কীর্তিগুলো হলো: চকবাজারের ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, চক মসজিদ। তার শাসনামলে তার পুত্র উমিদ খাঁ সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁরই উৎসাহে মীর মুরাদ 'হোসেনী দালান' নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রি হত। তিনি চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। তিনি চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। তিনি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর কন্যার নাম ছিল পরী বিবি। লালবাগ কেল্লায় পরী বিবির কবর রয়েছে।

বাংলায় নবাবী শাসন			
বাংলার নবাব		ব্রিটিশ বাংলার নবাব	
মুর্শিদকুলী খান	১৭০০-৩০ জুন ১৭২৭	মীর জাফর আলী খান	১৭৫৭-১৭৬০
সুজাউদ্দিন মুহাম্মদ খান	১৭২৭-১৭৩৯	মীর কাসিম	১৭৬০-১৭৬৩
সরফরাজ খান	১৭৩৯-১৭৪০	মীর জাফর আলী খান (দ্বিতীয় বার)	১৭৬৩-১৭৬৫
আলীবর্দী খান	১০ এপ্রিল, ১৭৪০-১০ এপ্রিল, ১৭৫৬	নাজিমুদ্দীন আলী খান	১৭৬৫
সিরাজ-উ-দ্দৌলা	১০ এপ্রিল, ১৭৫৬-২৩ জুন, ১৭৫৭		

নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি:)

নবাব মুর্শিদকুলী খান বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।

নবাব আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি:)

নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে প্রতিবছর মারাঠারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করত। বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল। মারাঠাদের আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে 'বর্গীর হাঙ্গামা' বলা হয়। বর্গী মহারাষ্ট্রীয় শব্দ। আলীবর্দী খান মারাঠাদের সাথে চুক্তি করে বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি:)

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

আলীবর্দী খানের ছোট মেয়ে আমেনার বিয়ে হয় জৈনুদ্দীন আহমদ খানের সাথে। তাঁদের সন্তান সিরাজউদ্দৌলাকে আলীবর্দী খান উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম মীর্জা মুহম্মদ আলী। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। এসময় ইংরেজ ডাক্তার হলওয়েল নবাবের উপর মিথ্যে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী প্রচার করেন। কলকাতা অধিকার করে তাঁর নানার নামে এর নাম রাখেন 'আলীনগর'। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মীরমদন, মোহনলাল প্রমুখ দেশপ্রেমিক সৈনিকগণ ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও নবাবের সেনাপতি মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, উমিচাঁদ এদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত হন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মীর জাফরের পুত্র মীর মিরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।

মীর কাসিম (১৭৬০-১৭৬৪ খ্রি:)

মীর কাসিম ছিলেন মীর জাফরের জামাতা। তিনি ১৭৬০ সালের ২০ অক্টোবর বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। মীর কাসিম একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাব মুক্ত করার জন্য বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন। তিনি পাটনা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। **১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বক্সারের প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব মীর কাসিম** বক্সারের যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মীর কাসিমের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের সার্বভৌমত্ব ইংরেজদের নিকট পদানত হয়।

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

শাসনামল	রাজধানী
প্রাচীন বাংলা (মৌর্য ও গুপ্ত)	পুন্ড্রনগর/ পুন্ড্রবর্ধন/মহাস্থানগড়
হর্ষবর্ধন	কনৌজ
গৌড় রাজ্য/শশাঙ্ক	কর্ণসুবর্ণ
দেব রাজবংশ	দেবপর্বত
বর্মদেব	বিক্রমপুর
খড়্গ	কুমিল্লার কর্মান্তবসাক
সেন আমল	নদীয়া বা নবদ্বীপ
সুলতানি আমল	সোনারগাঁও (১৩৩৮-১৩৫২), গৌড় (১৪৫০-১৫৬৫)
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	একডালা
ঈসা খাঁ	সোনারগাঁও
মুঘল আমল	সোনারগাঁও, ঢাকা
বগরা খান	লক্ষ্মণাবতী

বাংলার রাজধানী ঢাকা

১৬১০ সালে	সুবেদার ইসলাম খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী বিহারের রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং নামকরণ করা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর'।
১৬৬০ সালে	সম্রাট আলমগীর কর্তৃক বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হয়ে মীরজুমলা বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
১৯০৫ সালে	লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করলে নবগঠিত প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ ও আসামের' রাজধানীর মর্যাদা পায় 'ঢাকা'।
১৯৪৭ সালে	পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 'ঢাকা' পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।
১৯৭২ সালে	ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ঢাকা ১৮৬৪ সালে পৌরসভা, ১৯৭৮ সালে কর্পোরেশন, ১৯৯০ সালে সিটি কর্পোরেশন হয়।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র- আবুল হাসনাত।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মো. হানিফ (১৯৯৪ সালে)।
- ইংরেজরা ঢাকায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে- ১৬৬৮ সালে।
- 'গভর্নর হাউজ'কে বঙ্গভবন নামকরণ করা হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাকল্যান্ড বাঁধ নির্মিত হয়- ১৮৬৪ সালে।
- ঢাকার কারওয়ান বাজারে 'কারওয়ান সরাই' নির্মাণ করেন- শেরশাহ।
- ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়- ঢাকার লালবাগ দুর্গে।
- জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৫৮ সালে।
- লালবাগ শাহী মসজিদটি নির্মাণ করেন- যুবরাজ মোহাম্মদ আজম শাহ।
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর, দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত হয়- ২০১১ সালে ৪ ডিসেম্বর।

এক নজরে...

০১. কোন যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে?
☑ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।

০২. সুবাদার ইসলাম খান ঢাকার নামকরণ করেন-
☑ জাহাঙ্গীরনগর।

০৩. পানিপথ স্থানটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
☑ যমুনা নদী।

০৪. দিল্লির কোন সম্রাটের অনুমতিক্রমে ইংরেজরা বাংলায় প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে?
☑ সম্রাট জাহাঙ্গীর।

মুঘল সাম্রাজ্য

০৫. মুঘল আমলে ঢাকার নাম ছিল-
☑ জাহাঙ্গীরনগর।

০৬. দীন-ই-এলাহী নামে নতুন ধর্মের পত্তন ঘটিয়েছিলেন-
☑ সম্রাট আকবর।

০৭. তানসেন যার রাজসভায় নিযুক্ত ছিলেন-
☑ সম্রাট আকবর।

০৮. প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কখন হয়?
☑ ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

০৯. ভারতের শেষ মুঘল সম্রাট-
☑ বাহাদুর শাহ্।

১০. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'-
☑ হুমায়ুন।

১১. প্রথম আত্মজীবনী লেখনকারী মুঘল সম্রাট ছিলেন-
☑ সম্রাট বাবর।

১২. পাট্টা ও কবুলিয়ত প্রথার প্রর্বতক-
☑ শের শাহ।

১৩. **'Prince of Builders'** নামে পরিচিত কোন মুঘল সম্রাট-
☑ সম্রাট শাহজাহান।

১৪. পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ হল-
☑ ১৭৬১ সালে।

১৫. তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে কে কাকে পরজিত করে?
☑ আহমদ শাহ আবদালি মারাঠাদিগকে।

১৬. 'বাবর' শব্দের অর্থ কি?
☑ বাঘ।

১৭. 'তুযুক ই-বাবরী' গ্রন্থটি কোন ভাষায় রচিত?
☑ তুর্কি।

১৮. ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভারতের কোন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
☑ উত্তর প্রদেশ।

১৯. 'জিজিয়া' ছিল-
☑ অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক কর।

২০. ঈসা খাঁ কোন মুঘল সুবাদারকে পরাজিত করেন-
☑ শাহবাজ খান।

২১. প্রতাপাদিত্য কে ছিলেন?
☑ বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন।

২২. **Isa khan ruled the 'Bhati region' of medieval Bengal during the period-**
☑ 1529 -1599

২৩. ঈসা খাঁর রাজধানী কোথায় অবস্থিত?
☑ সোনারগাঁও

২৪. কোন মুঘল সুবেদার পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন?
☑ শায়েস্তা খান।

২৫. ঢাকায় প্রথম বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়-
☑ ১৬১০ সালে, সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক।

২৬. ঢাকার 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেছিলেন-
☑ শাহ মুহম্মদ সুজা।

২৭. শাহ মুহম্মদ সুজা ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী কোথায় স্থানান্তর করেছিলেন?
☑ রাজমহলে (১৬৩৮ সালে)।

২৮. 'ঢাকা গেইট' নির্মাণ করেছিলেন-
☑ মীর জুমলা।

২৯. বাংলায় 'স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ' বলা হয়-
☑ সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলকে।

৩০. শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রেখেছিলেন-
☑ ইসলামাবাদ।

৩১. ঢাকায় 'মোসেনী দালান' নির্মাণ করেছিলেন-
☑ মীর মুরাদ।

৩২. শায়েস্তা খানের কন্যা পরী বিবির সমাধি অবস্থিত-
☑ লালবাগের কেল্লার অভ্যন্তরে।

৩৩. পরী বিবির প্রকৃত নাম ছিল-
☑ ইরান দুখ্ত রহমত বানু।

৩৪. লালবাগের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন-
☑ শায়েস্তা খান (পূর্ব নাম ছিল আওরঙ্গবাদ দুর্গ)।

৩৫. কোন আমলে প্রাচীন বাংলার গৌরব 'মসলিন' ঢাকায় তৈরি হত?
☑ মুঘল আমলে।

৩৬. বাংলায় 'নৌকা বাইচ' উৎসবের সূচনা করেছিলেন-
☑ ইসলাম খান।

৩৭. ইসলাম খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেছিলেন-
☑ সম্রাট জাহাঙ্গীর।

৩৮. 'ঢাকা তোরণ' কে নির্মাণ করেন-
☑ মীর জুমলা

৩৯. পরীবিবি কে ছিলেন-
☑ শায়েস্তা খানের কন্যা

৪০. ঢাকার 'ধোলাইখাল' কে খনন করেন-
☑ ইসলাম খান

৪১. বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে?
☑ মুর্শিদ কুলি খান

৪২. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে?
☑ সিরাজউদ্দৌলা

৪৩. বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা কি নামে পরিচিত?
☑ বর্গী

৪৪. সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম কি?
☑ মির্জা মুহাম্মদ আলী

৪৫. ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতার কি নাম দেন?
☑ আলী নগর

৪৬. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘঠিত হয়?
☑ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন

৪৭. 'বর্গী' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
☑ মহারাষ্ট্রীয়

৪৮. নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতার নাম কি?
☑ জৈনুদ্দিন

৪৯. কত সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাংলার সিংহাসনে বসেন?
☑ ১৭৫৬ (২৩ বছর বয়সে)

৫০. 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী কার তৈরি?
☑ হলওয়েল

মুঘল সাম্রাজ্য

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. "ঢাকা গেইট" কে নির্মাণ করেন? [MBBS: 2023-24]
ক. মীর জুমলা খ. শের শাহ সুরি
গ. শাহ সুজা ঘ. শায়েস্তা খান

০২. অধিবর্ষ ব্যতিত বাংলা বর্ষপঞ্জিতে ৩১ দিনের মাস কয়টি? [MBBS: 2017-18]
ক. ৬টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৪টি

০৩. মুঘল আমলে প্রাদেশিক রাজধানীর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তিকারী প্রধান বিচারপতির উপাধি ছিল নিম্নের কোনটি? [MBBS: 2009-10]
ক) ফতুয়ায়ে আলমগিরি খ) মুসলিম ওলামা
গ) কাজীউল কুজাত ঘ) কাজী

বিসিএস পরীক্ষা

০৪. বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? [44th BCS]
ক. শশাঙ্ক খ. মুর্শিদ কুলি খান
গ. সিরাজউদ্দৌলা ঘ. আব্বাস আলী খান

০৫. ঢাকা গেইট এর নির্মাতা কে? [42nd BCS]
ক. শায়েস্তা খান খ. নবাব আব্দুল গণি
গ. লর্ড কার্জন ঘ. মীর জুমলা

০৬. বাংলাদেশের ষড় ঋতুর সঠিক অনুক্রম কোনটি? [42nd BCS]
ক. গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, হেমন্ত, শীত ও শরৎ
খ. বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম
গ. শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা
ঘ. গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত

০৭. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়– [41st BCS]
ক. ব্রিটিশ আমলে খ. সুলতানি আমলে
গ. মুঘল আমলে ঘ. স্বাধীন নবাবী আমলে

০৮. পলাশী যুদ্ধে কবে সংঘটিত হয়েছিল? [39th BCS]
ক. জুন ২৪, ১৭৫৭ খ. জুন ২৩, ১৭৫৭
গ. জুন ২৫, ১৭৫৭ ঘ. জুন ২২, ১৭৫৭

০৯. প্রতাপাদিত্য কে ছিলেন? [39th BCS]
ক. রাজপুত রাজা খ. বাংলার শাসন
গ. মুগল সেনাপতি ঘ. বাংলার বারো ভূঁইয়াদের একজন

১০. ঢাকার 'ধোলাই খাল' কে খনন করেন? [38th BCS]
ক) পরী বিবি খ) ইসলাম খান
গ) শায়েস্তা খান ঘ) ঈসা খান

১১. নিম্নের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে কে প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন? [38th BCS]
ক) আকবর খ) বাবর
গ) শাহজাহান ঘ) হুমায়ুন

১২. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব কে? [37th BCS]
ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ) মুর্শিদকুলী খান
গ) ইলিয়াস শাহ্ ঘ) আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ

১৩. বাংলা নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে? [36th BCS]
ক) আলমগীরনামা খ) আইন-ই-আকবরী
গ) আকবরনামা ঘ) তুজুক-ই-আকবরী

১৪. ঢাকার লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন- [36th BCS]
ক) শাহ সুজা খ) শায়েস্তা খান
গ) মীর জুমলা ঘ) সুবেদার ইসলাম খান

১৫. কে বাংলা সাল গণনা শুরু করেন?[26th BCS, 31st BCS]
ক) লক্ষণ সেন খ) ইলিয়াস শাহ
গ) বিজয় সেন ঘ) আকবর

১৬. ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়? [28th BCS, 24th BCS, 21st BCS]
ক) ১২০৬ খ) ১৩২০ গ) ১৬১০ ঘ) ১৫২৬

১৭. ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপনের সময় মুঘল সুবেদার কে ছিলেন? [26th BCS]
ক) ইসলাম খান খ) ইব্রাহীম খান
গ) শায়েস্তা খাঁ ঘ) মীর জুমলা

১৮. নিচের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন?[26th BCS, 25th BCS]
ক) ফা-হিয়েন খ) ইবনে বতুতা
গ) মার্কো পোলো ঘ) হিউয়েন সাং

১৯. বাংলার নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন- [26th BCS, 10th BCS]
ক. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ খ. ইলিয়াস শাহ
গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট বাবর

২০. কোন মুঘল সুবেদার চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ? [24th BCS]
ক) ইসলাম খান খ) রাজা মানসিংহ
গ) মীর জুমলা ঘ) শায়েস্তা খান

২১. পরী বিবি কে ছিলেন? [24th BCS]
ক) আওরঙ্গজেবের কন্যা খ) শায়েস্তা খানের কন্যা
গ) মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী ঘ) আজিমুসশানের মাতা

২২. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'? [10th BCS]
ক. বাবর খ. হুমায়ুন গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর

উত্তরমালা

০১. ক	০২. ক	০৩. গ	০৪. খ	০৫. ঘ	০৬. ঘ	০৭. গ	০৮. খ	০৯. ঘ	১০. খ	১১. খ	১২. খ
১৩. খ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. ঘ	২১. খ	২২. খ		

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন

আগমনকারী	উপমহাদেশে আগমন	বাংলায় আগমন	বাংলায় যে নামে পরিচিত	ভারতে প্রথম কুঠি	বাংলায় প্রথম কুঠি	বাংলা ত্যাগ	ভারত ত্যাগ
পর্তুগিজ	১৪৯৮ সালে; কালিকট বন্দর	১৫১৬ সালে; হুগলি	ফিরিঙ্গি (ফারসি শব্দ)	কোচিন (১৫০২ সালে)	হুগলি (১৫১৭ সালে)	১৬৬৬ সালে; চট্টগ্রাম	১৯৬১ সালে; গয়া থেকে
ওলন্দাজ/ডাচ	১৬০২ সালে	১৬৩০ সালে	ওলন্দাজ	কালিকট, কেরালা	চুচুড়া ও বাকুড়ায়	১৮০৫ সালে	১৮০৫ সালে
দিনেমার/ ডেনমার্ক/ডেনিশ	১৬১৬ সালে	১৬৭৬ সালে	দিনেমার	ত্রিবাঙ্কুর, তাঞ্জোর জেলা (১৬২০ সালে)	শ্রীরামপুর (১৬৭৬ সালে)	১৮৪৫ সালে	১৮৪৫ সালে
ইংরেজ	১৬০৮ সালে (১৬০০ সালে আকবরের দরবারে প্রথম আসে)	১৬০০ সালে (তবে বাংলায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পর্যায়ক্রমে ১৬৫০, ১৬৫৮)	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	সুরাট, গুজরাট (১৬১২ সালে)	হরিহরপুর (১৬৩৩ সালে)	১৯৪৭ সালে	১৯৪৭ সালে
ফরাসি	১৬৬৪ সালে (মতান্তরে ১৬৬৭ সালে)	১৬৭৪ সালে	ফরাসি	সুরাট (১৬৬৮ সালে)	চন্দননগর (১৬৯০ সালে)	১৭৯৩ সালে	১৯৫৪ সালে

১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক **ভাস্কো দা গামা** ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন ও ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন। **ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম (১৫১৪ সালে) বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে পর্তুগিজরা,** উড়িষ্যার পিপলি নামক স্থানে। বাংলায়ও প্রথম আসে পর্তুগিজরা ১৫১৬ সালে। পর্তুগিজরা ১৫১৮ সালে চট্টগ্রামে আসতে শুরু করে। এ সময়ে চট্টগ্রাম পোর্টো গ্রান্ডে নামে পরিচিতি হয়। ১৫৩৮ সালে শের শাহ্ পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন। **১৬০০ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়।** ১৬১২ সালে ইংরেজরা সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতিক্রমে উপমহাদেশে প্রথম কুঠি স্থাপন করে সুরাটে। সম্রাট শাহজাহানের আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। **সর্বশেষ উপমহাদেশে আগমন করে ফরাসিরা।** ফরাসিরা ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে উপমহাদেশে ফরাসিদের প্রভাব কমে যায়।

ভাস্কো ডা গামা
ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন

ক্যালেন্ডার: ইংরেজ শাসনামল

১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়।	১৮৬২	কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা। ইস্টার্ন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে লাইন স্থাপন (দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া)।
১৭৬৫	বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা।	১৮৭২	প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত।
১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু।	১৮৭৪	আসাম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন।
১৮১৩	ভারতের উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা।	১৮৭৭	সৈয়দ আমির আলীর 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন। রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী ঘোষণা।
১৮১৫	আত্মীয়সভা গঠন- রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন শুরু।	১৮৮৫	দ্যা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল হলেন অক্টাভিয়ান হিউম।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

১৮১৭	রাজা রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্যদের সহায়তায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।	১৯০৫	বঙ্গভঙ্গ।
১৮১৮	বাংলা সংবাদ 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ।	১৯০৬	মুসলিম লীগ গঠন। ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন।
১৮২৯	সতীদাহ প্রথাকে অমানবিক ও সামাজিক অপরাধ ঘোষণা করে আইন প্রণয়ন।	১৯১১	বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৮৪০	ব্যাংক অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা।	১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার লাভ।
১৮৫৩	প্রথম রেলগাড়ি চালু।	১৯১৬	লক্ষ্ণৌ চুক্তি।
১৮৫৭	সিপাহি বিদ্রোহ, 'ব্রিটেনের ক্ষমতা গ্রহন'।	১৯২৩	বেঙ্গল প্যাক্ট।
১৮৫৯	খাজনা আইন চালু।	১৯৩৫	ভারত শাসন আইন পাস।
১৮৬০	ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক বেনামে প্রকাশ।	১৯৩৯	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব পেশ।
১৮৬১	ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট পাস।	১৯৪০	মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব।
১৯৪৭	**ফেব্রুয়ারি ২০-** সর্বশেষ ১৯৪৮ সালের মধ্যে ভারত ত্যাগ করার ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা। **এপ্রিল ২০-** নেহেরুর পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ। **জুলাই ১৯-** ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। **আগস্ট ১৪-** পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ এবং আগস্ট ১৫- ভারতের স্বাধীনতা লাভ।		

ইংরেজ শাসন

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন শুরুর কথা...	
১৬৯০	জব চার্নক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে সুতানটি মৌজায় বাণিজ্যিক বসতি স্থাপনের জন্য বাদশাহী ফরমান লাভ করেন।
১৬৯০	সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-শান কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের মালিকানা মাত্র ১৬হাজার টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন।
১৭০০	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি "ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ" নির্মাণ করেন।
১৭৫৭	৯ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির সাথে সিরাজউদ্দৌলার সন্ধি হয়।
১৭৫৭	২৩জুন, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজগণ জয়লাভ করেন।
১৭৬০	চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলা কোম্পানিকে হস্তান্তরের শর্তে মীর কাসিম নবাব হন।
১৭৬৪	বক্সারের যুদ্ধ। ইংরেজদের উৎখাত করার লক্ষ্যে মীর কাসিমের শেষ চেষ্টা। যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত।
১৭৬৫	এলাহবাদ চুক্তির মাধ্যমে রবার্ট ক্লাইভের দেওয়ানী লাভ।

বাংলার গভর্নরের (রাজ্যপাল) শাসন

লর্ড ক্লাইভ
(১৭৬৫-১৭৬৭)

- **এলাহাবাদ চুক্তি**
  বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর লর্ড ক্লাইভ **১৭৬৫ সালে** দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সাথে এলাহাবাদে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে **বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।**
- **দ্বৈত শাসন**
  ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করে ১৭৬৫ সালে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ। এই শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে নবাবের হাতে নামমাত্র নেজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব ও দেশরক্ষার দায়িত্ব কুক্ষিগত করে।
- বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসেমের পরাজয়ের পর **লর্ড ক্লাইভ বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর** নিযুক্ত হন।
- ১৭৬৭ সালে তিনি দেশে ফিরে যান। ১৭৭৪ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন।

লর্ড কার্টিয়ার
(১৭৬৯-১৭৭২)

লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন নীতি এবং ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে সমগ্র দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। **বাংলা ১১৭৬ সালের (ইংরেজি ১৭৭০ সাল) এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।** এ সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড কার্টিয়ার।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

বাংলার গভর্নর জেনারেল শাসন

ওয়ারেন হেস্টিংস
(১৭৭২-১৭৮৫ খ্রি:)

- ১৭৭২ সালে হেস্টিংস বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত হয়ে প্রথমেই **দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন। উপমহাদেশের প্রথম রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস**। তিনি **'পাঁচশালা বন্দোবস্ত'** প্রবর্তন করেন।
- ১৭৭৩ সালে **রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন** পাশ হওয়ার পর এর মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল পদে উন্নিত হন। তাঁর শাসন আমলে ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে **ভারত শাসন আইন** পাশ হয়। যা ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল।
- **বাংলার শেষ গভর্নর এবং প্রথম গভর্নর জেনারেল**। তিনি **১৭৮০ সালে কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।**

লর্ড কর্নওয়ালিস
(১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রি:)

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন।
- লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় ১৭৯৩ সালে **"দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত"** প্রবর্তন করেন। **১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ তিনি দশশালা বন্দোবস্তকে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" ঘোষণা করেন।** ইতিহাসে এটি **'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'** নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে জমিদারি প্রথার সূত্রপাত হয়। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে বাতিল হয়।
- নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য **'সূর্যাস্ত আইন'** প্রবর্তন করেন।
- কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বিধি বিধান চালু করেন পরবর্তীতে তা **'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'** নামে পরিচিত হয়। ১৭৯৩ সালের মে মাসে তিনি ৪৮টি রেগুলেশন বা আইন নিয়ে ঐতিহাসিক শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন যা "কর্নওয়ালিস কোড" নামে পরিচিত।

লর্ড ওয়েলেসলি
(১৭৯৮-১৮০৫)

- লর্ড ওয়েলেসলি **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি** প্রবর্তন করেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটক এবং অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন।
- মহীশূর শাসনকর্তা বীর টিপু সুলতানকে এ নীতি গ্রহণ করতে বললে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। টিপু সুলতান দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করেন। **অতঃপর ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলি চতুর্থ মহীশূরের যুদ্ধে টিপু সুলতানকে পরাজিত করেন।** এ যুদ্ধে ইংরেজদের নেতৃত্ব দেন লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি।
- **লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।**

লর্ড হেস্টিংস
(১৮১৩-১৮২৩)

- লর্ড হেস্টিংস মারাঠা শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দেশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রায় ২০টি দুর্গ দখল করেন।
- ১৮২০ সালে তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে রায়ত প্রথা চালু করেন।
- এ সময়ে **রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠা করেন।**

মনে রাখা সহজ: **লর্ড কর্নওয়ালিস**

কর্ণাটকের চিরস্থায়ী সূর্যাস্ত দেখতে দশে মিলে ভিড় জমায়

কর্ণাটকের	কর্নওয়ালিস
চিরস্থায়ী	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
সূর্যাস্ত	সূর্যাস্ত আইন
দশে মিলে	দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত
জমায়	জমিদারি প্রথা

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫)	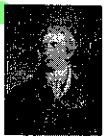 • লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তায় আইন করে **সতীদাহ প্রথা রহিত করেন**। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আইন প্রণয়ন করেন। • ১৮৩৩ সালে চার্টার অ্যাক্ট এর মাধ্যমে বাংলার গভর্নর জেনারেল পদটি আরেকবার পরিবর্তিত হয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল হয় এবং এর মাধ্যমে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে উন্নিত হন। • লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রথম অফিস আদালতে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু করেন।
লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬ খ্রি:)	 • উপমহাদেশের ইংরেজ শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি **স্বত্ব বিলোপ নীতি** প্রয়োগ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান। • ১৮৫০ সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। • **১৮৫৩ সালে তিনি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন।** • **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় তিনি ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন।**

মনে রাখা সহজ: ডালহৌসি

ডালহৌসির **সাদা বিড়াল টাকে ডাকো**

সাদা	স্বত্ব বিলোপ নীতি
বি	বিধবা বিবাহ আইন
ড়াল	রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা
টাকে	টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন
ডাকো	ডাক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা

গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়ের শাসন	
 লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২ খ্রি:)	**ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল** ছিলেন লর্ড ক্যানিং। Government of India Act-1958 পাশ হওয়ার পর ভারতের গভর্নর জেনারেল পদের নাম পরিবর্তন করে ভারতের ভাইসরয় করা হয়। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের শাসনভার রাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট অর্পিত হলে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে **লর্ড ক্যানিংকে ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট** হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। রাণী কর্তৃক প্রথম ভাইসরয় হিসেবে লর্ড ক্যানিংয়ের নিযুক্তির মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। এর মাধ্যমে ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে। তিনি উপমহাদেশে **প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন। ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ সার্ভিস চালু করেন।**
লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-১৮৭২ খ্রি:)	**১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি (Census) হয়।**
লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০ খ্রি:)	লর্ড লিটন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে **অস্ত্র আইন (The Arms Act)** পাস করে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন।
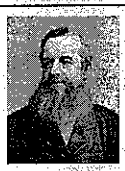 লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪ খ্রি:)	লর্ড রিপন সংবাদপত্র আইন রহিত করেন। তিনি ১৮৮২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য **হান্টার কমিশন** গঠন করেন। লর্ড রিপন শ্রমিক কল্যাণের জন্য **ফ্যাক্টরি আইন** প্রণয়ন করেন। এ আইনের দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করার নিয়ম চালু করা হয়।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রি:)	লর্ড কার্জন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন 'বঙ্গভঙ্গ' তথা বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করার জন্য। লর্ড কার্জন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করেন। কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন।
লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১৯১০ খ্রি:)	লর্ড মিন্টো মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯) এর মাধ্যমে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেন।
লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬ খ্রি:)	হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ 'বঙ্গভঙ্গ রদ' করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১২ সালে বৃটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। • বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১২ সালে নাথান কমিশন গঠন হয়। এর সাথে জড়িত ছিলেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ।
লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-১৯২১ খ্রি:)	মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯) ভারত শাসন আইন নামেও পরিচিত।
লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭ খ্রি:)	• ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। • ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট এটলি। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারতের জন্ম হয়। • ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম গর্ভনর জেনারেল নিযুক্ত হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

মনে রাখা সহজ: লর্ড ক্যানিং

ক্যানিং

ক্যা	কাগজের মুদ্রা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কপ (cop) বা পুলিশ ব্যবস্থা
নিং	নীল কমিশন

ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন

ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে ৩ সদস্য (ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য-ভারত সচিব পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এভি আলেকজান্ডার) বিশিষ্ট ব্রিটিশ মিশন ১৯৪৬ সালে ২৪ মার্চ ভারতে আসেন।

ব্রিটিশ শাসনামলের প্রশাসনিক পদ বিন্যাস

পদ মর্যাদা	সর্বপ্রথম	সর্বশেষ
গভর্নর	লর্ড ক্লাইভ	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস
গভর্নর জেনারেল	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস	লর্ড ক্যানিং
ভাইসরয়	লর্ড ক্যানিং	লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ব্রিটিশ শাসনামলে গৃহীত কতিপয় সংস্কার ও পদক্ষেপ		
ব্যবস্থা	প্রবর্তনকারী	সন
দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা	লর্ড ক্লাইভ	১৭৬৫
দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি	ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২
পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা		১৭৭৪
উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন		
দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা	লর্ড কর্নওয়ালিস	১৭৯০
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা		১৭৯৩
ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা	রাজা রামমোহন রায়	১৮২৮
সতীদাহ প্রথা সংস্কার		১৮২৯
সতীদাহ প্রথা বিলোপ	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯
সিপাহী বিদ্রোহ	লর্ড ক্যানিং	১৮৫৭
প্রথম আদমশুমারি	লর্ড মেয়ো	১৮৭২
ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক সংস্কার	লর্ড কার্জন	
বঙ্গভঙ্গ	লর্ড কার্জন	১৯০৫
মর্লি-মিন্টো সংস্কার	লর্ড মিন্টো (দ্বিতীয়)	১৯০৯
বঙ্গভঙ্গ রদ	লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৯১১
কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর	লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৯১২
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট	লর্ড মিন্টো	
মন্টেগু- চেমসফোর্ড সংস্কার	লর্ড চেমসফোর্ড	১৯১৯
রাওলাট আইন	লর্ড চেমসফোর্ড	১৯১৮
সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব	লর্ড আরউইন	
ভারত শাসন আইন	লর্ড উইলিংডন	১৯৩৫
ক্রিপস মিশন, ভারত ছাড় আন্দোলন	লর্ড লিনলিথগো	
ক্যাবিনেট মিশন	লর্ড ওয়াভেল	১৯৪৬
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ভারত ভাগ	লর্ড মাউন্টব্যাটেন	১৯৪৭

বাংলায় বিদ্রোহ ও সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন

১৫ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের আগ্রাসী মনোভাব বাংলার কৃষক শ্রমিক জনতার মুখের হাসি, আনন্দ-উৎসব কেড়ে নিতে থাকে। ফলে এদেশের সাধারণ মানুষদের বিদ্রোহের পথ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ থাকে না।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

- **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বাঙালীদের প্রথম বিদ্রোহ হলো 'ফকির বিদ্রোহ'। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন স্থানে ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।**
- ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ফকির সন্ন্যাসীরা মীর কাসিমকে সহায়তা করেছিলেন।
- ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন **মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, মুসা শাহ**, চেরাগ আলী প্রমুখ । তবে ফকির মজনু শাহের মৃত্যুর পর এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

চাকমা বিদ্রোহ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা সম্প্রদায় ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তাই চাকমা বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বদেন রাজা জোয়ান বক্স খান। ১৮৮৯ সালে ইংরেজরা চাকমা রাজার সাথে সন্ধি স্থাপন করে।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ও বাঁশেরকেল্লা

তিতুমীর ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। ১৮২২ সালে মক্কায় হজ্ব করতে গেলে তথায় মাওলানা সৈয়দ আহমেদ বেরেলভীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার শিষ্য হন। দেশে ফিরে তিনি **ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করেন**।

তিতুমীর

- ১৮২৫ সালে বারাসাত মহকুমাসহ চব্বিশ পরগণার কিছু অংশ, নদীয়া জেলার কিয়দংশ ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করতে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। এ বিদ্রোহ **বারাসাতের বিদ্রোহ** নামে পরিচিত ।
- **নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সালে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন**। এই কেল্লা বা দুর্গের মূল উপাদান ছিল বাঁশ। একই বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ১৯ নভেম্বর ইংরেজ লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। এই দিন উভয়পক্ষের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইংরেজ কামান ও গোলাগুলিতে বাঁশের কেল্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এ যুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর চল্লিশ সহচর শহীদ হন।
- **তিতুমীরই প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে শহিদ হন**।

ফরায়েজি আন্দোলন

- **ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ** ১৭৮১ সালে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ফরজসমূহ পালনের জন্য তিনি জোর প্রচারণা চালান। তার পরিচালিত এ ধর্মীয় আন্দোলনই **"ফরায়েজি আন্দোলন"** নামে পরিচিত এবং **তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা**।
- ফরায়েজি আন্দোলনের **প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর জেলা**।
- হাজী শরীয়াতুল্লাহ **বাংলাকে "দারুল হারব" বা বিধর্মীর রাজ্য বলে অভিহিত করেন**।

হাজী শরীয়তুল্লাহ

দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসীনুদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। দুদু মিয়ার নেতৃত্বেই ফরায়েজি আন্দোলনকে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। তিনি জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন- **'মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, জমির মালিক আল্লাহ**। সুতরাং জমিদাররা খাজনা আদায়ের অধিকারী নয়।' **"জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী" এটি তাঁর বিখ্যাত উক্তি**। তিনি **পঞ্চায়েত সংগঠন ও স্থানীয় সরকার** প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করায় তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮৬০ সালে মুক্তি পান। দুদু মিয়ার সমাধি ঢাকার বংশালে অবস্থিত।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

- উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অঞ্চলে সাঁওতাল জাতির বসতি ছিল এবং এ অঞ্চলকে এক সময় বলা হত সাঁওতাল পরগনা। ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলে জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে সাঁওতালগণ সিধু ও কানু নামক দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।
- **১৮৫৫ সালের ১৬ জুলাই ইংরেজ সেনাপতি মেজর বারোজের নেতৃত্বে** এক বিরাট বাহিনী সাঁওতালদের আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে সাঁওতাল বাহিনী জয়লাভ করে।
- পরাজিত ইংরেজরা ভীত হয়ে **বড়লাট লর্ড ডালহৌসির নির্দেশে** আরও বড় সৈন্যবহর নিয়ে আক্রমণ করতে আসলে সাঁওতালদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে। ইংরেজরা এভাবে বারবার পরাজিত হয়ে সাঁওতালদের গ্রামে আক্রমণ করে এবং নির্বিচারে মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে। পরবর্তীতে এ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

সিপাহী বিপ্লব- ১৮৫৭

- পলাশীর যুদ্ধের একশত বছর পর ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং এর শাসনামলে ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে সিপাহীদের নেতৃত্বে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।
- ১৮৫৩ সালে **'এনফিল্ড'** নামক একপ্রকার বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। গুজব রটে যে, এর কার্তুজ শুকর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। এতে মুসলমান ও হিন্দু সিপাহীদের মনে ধারণা হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার এই কার্তুজের প্রচলন করে।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
সিপাহী বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটলে তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

- **১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে**। ক্রমেই সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার **সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে এবং হাবিলদার রজব আলী** এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ৮ এপ্রিল মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বিদ্রোহীরা দিল্লি- দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে।
- **১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহটিই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম বিদ্রোহ**। বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটলে **ইংরেজরা সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে রেঙ্গুনে (বর্তমানে মিয়ানমারে) নির্বাসনে পাঠায়**।

বাহাদুর শাহ্ পার্ক

পুরান ঢাকার সদরঘাটের লক্ষ্মীবাজারে ঐতিহাসিক বাহাদুর শাহ্ পার্ক অবস্থিত। ১৮৫৭ সালে ভারতের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নেয়ার ঘোষণাপত্র এখানে পাঠ করা হয়। **মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারতেশ্বরী' ঘোষণা করা হয়**। ১৮৫৭ সালে ইংরেজরা প্রহসনমূলক বিচারে অসংখ্য বিপ্লবী সিপাহীকে ফাঁসি দিয়ে তাদের লাশ এই ময়দানের বিভিন্ন গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষে **১৯৫৭ সালে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ এর নামানুসারে এই পার্কের নামকরণ করা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'**।

নীল বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে **ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে** বস্ত্রশিল্পের উন্নতির কারণে কাপড়ে রং করার জন্য নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে ইংরেজরা এদেশে নীল চাষ শুরু করে। কিন্তু নীলকররা এদেশের চাষীদের বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করত। এতে প্রতিবাদ করলে বা নীল চাষে সম্মত না হলে চাষী ও তার পরিবারের উপর চলত অমানুষিক অত্যাচার। নীল চাষীরা তাই প্রথমে সংঘবদ্ধভাবে নীল চাষে অসম্মতি জানায়।

- **নীল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ সর্দার বিশ্বনাথ**। তিনি ১৮০৮ সালে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।
- তৎকালীন নদীয়া, বর্তমানে বাংলাদেশের **যশোর জেলার চৌগাছায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ** দেখা দেয়। ক্রমেই এ আন্দোলন ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসাত প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।
- ১৮৬০ সালে নীলকরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনী তুলে ধরে **দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পন"** নামক কালজয়ী নাটকটি বেনামে প্রকাশিত হয়।
- **নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৮৬১ সালে নীল কমিশন গঠন করে**। এ কমিশন "বলপূর্বক চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করা যাবে না এবং সেটা করলে আইনত দণ্ডনীয় হবে" মর্মে আইন পাস করলে ১৮৬২ সালে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়।

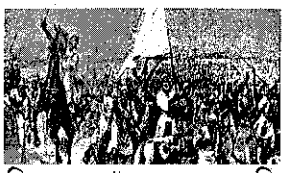

ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংগঠিত হয়

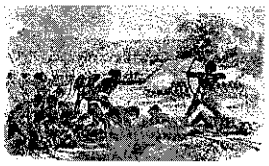

সাঁওতাল বিদ্রোহ

নীল বিদ্রোহ
সর্দার বিশ্বনাথ নীল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবাদ পুরুষ

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের ব্যক্তিগণ

হাজী মুহম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)

১৭৩২ সালে সালে হুগলী জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাজী মুহম্মদ মুহসীন **"দানবীর"** ও **"বাংলার হাতেম তাই"** নামে সুপরিচিত। ১৮০৬ সালে তিনি **"মুহসীন ফান্ড"** নামে তহবিল গঠন করলে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য এই অর্থ লাভ করত। **তিনি হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী ইমামবাড়া নির্মাণ করেন তিনি।** এ ইমামবাড়ায় তাঁর সমাধি রয়েছে।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায় ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারের **সহায়তায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে**। ১৮২৮ সালে তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত **ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন**। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় **১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক 'সতীদাহ প্রথা' রহিত করেন**।

রাজা রামমোহন রায়

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন হিন্দু সমাজে **বিধবা বিবাহের প্রচলন প্রবর্তক**। তার প্রচেষ্টায় **১৮৫৬ সালে সরকার বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করেন**। ১৮৭০ সালে তার ২২ বছরের পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে এক বিধবা ভবসুন্দরী দেবীর সাথে বিয়ে দেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

নওয়াব আব্দুল লতিফ এর প্রচেষ্টায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' এ রূপান্তরিত হয় ১৮৫৫ সালে। তিনি **১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা** করেন। **বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন**।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

সৈয়দ আমীর আলী কলকাতা হাইকোর্টের **প্রথম মুসলিম বিচারপতি** ছিলেন। তিনি **'The Spirit of Islam'** নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮৭৭ সালে **'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'** নামক মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

সৈয়দ আমীর আলী

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)

আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। ভারতের পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়কে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি এ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি ১৮৭৫ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আলিগড় শহরে **'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন**, যা পরবর্তীতে ১৮৮৪ সালে **'আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়'** নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর **ব্রিটিশ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম এর নেতৃত্বে** জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই দিনই বাঙালি **ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে** কংগ্রেস এর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম । তাকে **কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতার** সম্মান দেওয়া হয়।

অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম

নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। **মুসলিম লীগ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ**। নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন **আগা খাঁন**। ১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন **নওয়াব ভিকার-উল-মূলুক**।

বঙ্গভঙ্গ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত ছিল। **১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন এক ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে ভাগ করেন। এ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ নামে পরিচিত**। বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় **'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'** প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় **পশ্চিম বাংলা**, যার রাজধানী ছিল কলকাতা। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন **ব্যামফিল্ড ফুলার**।

- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে 'রাখী বন্ধন' অনুষ্ঠানের সূচনা করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 'আমার সোনার বাংলা' রচিত হয়- বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে।
- 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। বাঙালির ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি এ সময় রচনা করেন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হয়ে যে আন্দোলন শুরু করে তাই স্বদেশী আন্দোলন।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

স্বদেশী আন্দোলন

- ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠে।
- এ আন্দোলনের কর্মসূচি ছিল মূলত বিলাতি পণ্য বয়কট ও স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার।
- স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, পুলিন বিহারী দাস, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা দেশাত্মবোধক গান, রচনা পত্র-পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মুকুন্দ দাস, শ্রীকান্ত সেন প্রমুখ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐসময়েই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত **"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"** রচনা করেন।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি

ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বিহারের মোজাফফরপুরে কলকাতা প্রেসিডেন্সির প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। কিংসফোর্ড গাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু দুজন আরোহী নিহত হয়। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন, অন্যদিকে প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

সূর্যসেন

মাস্টারদা সূর্যসেন

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেন তার দলবল নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। ১৯৩৩ সালে মাস্টারদা সূর্যসেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রামে তাকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং তার মৃত দেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নারীদের মধ্যে প্রথম জীবনদান করেন নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তিনি মাস্টারদা সূর্যসেনের শিষ্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে সূর্যসেনের সাথে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩২ সালে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইউরোপিয়ান ক্লাবে হামলা চালান এবং সেখানে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হন। তিনি নিজের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য তার গলায় লকেটে রাখা সায়ানাইড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে।

খিলাফত আন্দোলন

১৯১৯ সালে মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও খিলাফত রক্ষার জন্য বাংলায় যে আন্দোলন হয়েছিল তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন

- মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী) ১৯২০ সালের ১০ মার্চ অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।
- তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন যুগপৎভাবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় মোস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের ক্ষমতায় আসেন এবং খিলাফতের অবসান ঘটে। ফলে খিলাফত আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি:)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের গুজরাটে। তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের উত্থান ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে 'দ্যা ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন' পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তিনি ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁর উপাধি ছিল মহাত্মা (রবীন্দ্রনাথ এই উপাধি দেন), বাপুজি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ **'The Story of My Experiments with Truth'**.মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনগুলো সত্যাগ্রহ, অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালে তিনি বাংলাদেশের নোয়াখালী ভ্রমণ করেন। নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে 'গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর' স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি দিল্লিতে একটি পথসভা চলাকালে হিন্দু মৌলবাদী নাথুরাম গডসে গুলি করে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করে।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

লক্ষ্মৌ চুক্তি

১৯১৬ সালের ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর লক্ষ্মৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সাথে নিজ নিজ দলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। এ সম্মেলনে উভয় দলের নেতারা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতার এক মূল্যবান চুক্তি প্রণয়ন করেন। **কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গৃহীত এই চুক্তি ঐতিহাসিক লক্ষ্মৌ চুক্তি (Lucknow Pact) নামে অভিহিত।** এ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

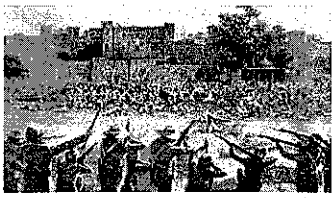

- ব্রিটিশ সরকার **১৯১৯ সালে রাওলাট আইন** প্রবর্তন করে। এই আইনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড ও নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
- এই আইনের প্রতিবাদে **১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসারের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে** দশ হাজার মানুষ সমবেত হয়। এখানে **জেনারেল ডায়ার** সেনাবাহিনীকে গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। ইতিহাসে এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা **জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড** নামে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

স্বরাজদল ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রি:)

চিত্তরঞ্জন দাশ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে **১৯২২ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করে।** ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ দল কেন্দ্রীয় আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। **চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস** কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে ১৯২৩ সালে একটি সমঝোতায় পৌছান। **এ সমঝোতা বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত।**

সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০ খ্রি:)

স্যার জন সাইমন

১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে সাইমন কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন ১৯৩০ সালে রিপোর্ট প্রকাশ করে।

নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮ খ্রি:)

মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৯২৮ সালে একটি রিপোর্ট পেশ করে। নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের দাবি সম্পর্কিত ১৪ দফা উত্থাপন করেন।

আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন

১৯৩০ সালে 'আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন' শুরু হয়। **'পূর্ণ স্বরাজ'** প্রতিষ্ঠার দাবীতে এই আন্দোলন হয়েছিল। ১৯৩২ সালে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

ভারত শাসন আইন

সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে **১৯৩৫ সালে** ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

কৃষক প্রজা পার্টি (১৯৩৬)

জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও মহাজনি শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে **১৯২৯** সালে গঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি'। এই প্রজা সমিতি পরবর্তিতে (১৯৩৬ সালে) 'কৃষক প্রজা পার্টি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন

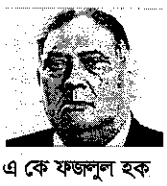

এ কে ফজলুল হক

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। **অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।** এতে **অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন এ কে ফজলুল হক।** ১৯৩৮ সালে তিনি বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন প্রণয়ন করেন এবং **ঋণ সালিশি বোর্ড** প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৮ সালে হক মন্ত্রিসভা **ফ্লাউড কমিশন** গঠন করে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের বিষয়টি তদন্ত করেন। তাঁর সময়ে মুসলিম নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেন। ঢাকায় কৃষি কলেজ এবং বরিশালে চাখার কলেজ স্থাপন হক সাহেবের কৃতিত্ব।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

দ্বি-জাতি তত্ত্ব

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৩৯ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্ব (Two Nations Theory) ঘোষণা করেন। এই তত্ত্বে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান নামে দু'টি দেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

লাহোর প্রস্তাব

দ্বি-জাতি তত্ত্বের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয় ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ সম্মেলনে। **এ সম্মেলনে ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (লাহোর রেজুলেশন) উত্থাপন করেন।** এতে ফজলুল হকের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে পাঞ্জাববাসী তাঁকে **শের-ই-বাঙ্গাল (বাংলার বাঘ)** উপাধি প্রদান করে।

ক্রিপস মিশন

ক্রিপস মিশন **১৯৪২ সালের ২৩ মার্চ ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের** নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে প্রেরিত একটি মিশন। এ মিশনের মাধ্যমে ভারতকে নতুন কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়, যা **'ক্রিপস প্রস্তাব'** নামে পরিচিত।

ভারত ছাড় আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড় আন্দোলন (আগস্ট আন্দোলন) শুরু হয়। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট জাতীয় কংগ্রেসের মুম্বাই অধিবেশনে ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক ময়দানে মহাত্মা গান্ধী এই উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন **'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'**।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

১৩৫০ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাই 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। অনুমান করা হয়, এই দুর্ভিক্ষে বাংলায় **প্রায় ৩০ লক্ষ লোক** মৃত্যুবরণ করেছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি

- পঞ্চাশের মন্বন্তর প্রেক্ষিতে রচিত নাটক- নেমেসিস (রচয়িতা- নুরুল মোমেন)
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে রচিত উপন্যাস- অশনি সংকেত (রচয়িতা- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)
- অশনি সংকেত চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন- সত্যজিৎ রায়।
- পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে ম্যাডোনা-৪৩ ছবিটি এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন-জয়নুল আবেদীন।

তেভাগা আন্দোলন/নাচোল বিদ্রোহ

১৯৪৬ সালে ইলা মিত্রের নেতৃত্বে ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবি করে কৃষকেরা এই আন্দোলনের ডাক দেন। তেভাগা শব্দের অর্থ ফসলের তিন অংশ। বাংলার প্রায় ১৯টি জেলায় **'তেভাগা আন্দোলন' নামক কৃষক আন্দোলন শুরু হয়।** বর্গা চাষিরা এই আন্দোলনে অংশ নেন। এ আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারণ করেছিল রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে। **ইলা মিত্র, হাজী মোহাম্মদ দানেশ প্রমুখ ছিলেন এ আন্দোলনের নেতা। হাজী মোহাম্মদ দানেশ কে এই আন্দোলনের জনক বলা হয়। তেভাগা আন্দোলন ভিত্তিক শওকত আলী রচিত উপন্যাস হচ্ছে নাঢ়াই। ইলা মিত্র কে নিয়ে সেলিনা হোসেনের রচিত উপন্যাস 'কাঁটাতারে প্রজাপতি'।**

ইলা মিত্র

টঙ্ক আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৫০)

টঙ্ক আন্দোলন উত্তর ময়মনসিংহে কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত একটি আন্দোলন। স্থানীয় ভাষায় টঙ্ক বলতে জমিতে উৎপাদিত পণ্যের আকারে প্রদেয় খাজনাকে বোঝায়। এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মণি সিংহ।

মন্ত্রী মিশন

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তাঁর মন্ত্রিসভার **তিন সদস্যকে** ভারতে প্রেরণ করেন। **এটি 'মন্ত্রী মিশন বা ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত।**

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী		
মুখ্যমন্ত্রীর ক্রম	মুখ্যমন্ত্রীর নাম	মেয়াদকাল
প্রথম মুখ্যমন্ত্রী	এ. কে. ফজলুল হক	১৯৩৭-১৯৪১ ও ১৯৪১-১৯৪৩
দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দীন	১৯৪৩-১৯৪৬
তৃতীয় ও শেষ মুখ্যমন্ত্রী	হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী	১৯৪৬-১৯৪৭

ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড ওয়াভেলের স্থলে **লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে পাঠানো হয়**। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। **১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ 'ভারত স্বাধীনতা আইন'** পাস করা হয়, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। এর মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের **১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' এবং ১৫ আগস্ট 'ভারত'** নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও আন্দোলনকারী	
আন্দোলন / বিদ্রোহ	জনক / নেতৃত্বদানকারী
বক্সারের যুদ্ধ	মীর কাসিম
ফকির আন্দোলন	ফকির মজনু শাহ্
চাকমা বিদ্রোহ	রাজা জোয়ান বক্স খান
নারিকেল বাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা, বারাসাত বিদ্রোহ	তিতুমীর
খিলাফত আন্দোলন	মাওলানা মোহাম্মদ আলী মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
আলীগড় আন্দোলন	স্যার সৈয়দ আহমদ খান
তেভাগা আন্দোলন	ইলা মিত্র, হাজী মোহাম্মদ দানেশ
ভারত ছাড় আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন	মহাত্মা গান্ধী
স্বরাজ দল গঠন	চিত্তরঞ্জন দাশ
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন	মাস্টার দা সূর্যসেন
সলঙ্গা বিদ্রোহ	মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ
নব্যবঙ্গীয় শিল্প আন্দোলন	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক নজরে...

০১. বাংলার প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন-
☑ লর্ড ক্লাইভ।

০২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাংলায় ব্রিটিশ গভর্নর ছিলেন-
☑ লর্ড কার্টিয়ার।

০৩. বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন-
☑ ওয়ারেন হেস্টিংস।

০৪. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেছিলেন-
☑ লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ)

০৫. বাংলায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন-
☑ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

০৬. ভারতবর্ষের রেল যোগাযোগে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন-
☑ লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জ।

০৭. কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করেন-
☑ লর্ড কার্জন।

০৮. ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছিল যে পরিকল্পনা মোতাবেক-
☑ ১৯৪৭ এর র‍্যাডক্লিফ কমিশন।

০৯. সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধন করেন কে?
☑ লর্ড বেন্টিঙ্ক।

১০. লর্ড রিপন কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের নাম কী?
☑ হান্টার কমিশন।

১১. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন-
☑ ওয়ারেন হেস্টিংস।

১২. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত করে ভারতকে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আনা হয় কবে?
☑ ১৮৫৮ সালে।

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

১৩. ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় কত সালে?
☑ ১৮৭২ সালে।

১৪. ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন কে?
☑ রামমোহন রায়।

১৫. সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল-
☑ ১৮৫৭ সালে (লর্ড ক্যানিং এর শাসনমলে)।

১৬. ঢাকার সিপাহী বিপ্লব নেতৃত্ব দেন-
☑ সিপাহী রজব আলী।

১৭. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন?
☑ লর্ড কার্জন।

১৮. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় কত সালে?
☑ বাংলা ১১৭৬ সালে।

১৯. উপমহাদেশের সর্বশেষ গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন?
☑ লর্ড ক্যানিং

২০. ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ কে আবিষ্কার করেন?
☑ ভাস্কো দা গামা।

২১. উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন কে?
☑ লর্ড ক্যানিং।

২২. কার শাসনামলে ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয়?
☑ লর্ড মেয়ো।

২৩. ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিক সংঘ কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়?
☑ ২১৮ জন।

২৪. কোন সম্রাট ইংরেজদের বঙ্গদেশে কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেয়?
☑ সম্রাট শাহজাহান।

২৫. কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে-
☑ এলাহাবাদ চুক্তিতে।

২৬. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন-
☑ দ্বিতীয় শাহ আলম।

২৭. ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' পাস হয়-
☑ ১৭৮৪।

২৮. কত সালে উপমহাদেশে রেলপথ চালু হয়?
☑ ১৮৫৩ সালে।

২৯. ভারতবর্ষে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন কে?
☑ লর্ড ক্যানিং।

৩০. বাংলাদেশের পুলিশ আইন প্রণীত হয়-
☑ ১৮৬১ সালে।

৩১. লর্ড লিটন কত সালে 'আর্মস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন?
☑ ১৮৭৮ সালে।

৩২. পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন?
☑ ব্যামফিল্ড ফুলার

৩৩. বঙ্গভঙ্গ রদ (রহিত) হয় কোন সালে?
☑ ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১

৩৪. বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন?
☑ রাজা পঞ্চম জর্জ

৩৫. তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) এর প্রকৃত নাম কী?
☑ সৈয়দ মীর নিসার আলী।

৩৬. বাংলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন কে?
☑ তিতুমীর।

৩৭. তিতুমীর ঐতিহাসিক 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করেছিলেন-
☑ নারিকেল বাড়িয়ায় (১৮৩১ সালে)।

৩৮. বাংলায় ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা-
☑ হাজী শরীয়তুল্লাহ।

৩৯. বাংলাকে 'দারুল হারব' বা বিধর্মীর রাজ্য বলে অভিহিত করেন-
☑ হাজী শরীয়তুল্লাহ।

৪০. 'The Spirit of Islam' গ্রন্থটি কে রচনা করেন-
☑ সৈয়দ আমীর আলী।

৪১. ফকিরদের আন্দেলনের প্রধান নেতা ও সংগঠক কে ছিলেন?
☑ মজনু শাহ।

৪২. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
☑ সৈয়দ আহমদ খান।

৪৩. বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
☑ নওয়াব আবদুল লতিফ।

৪৪. সতীদাহ প্রথা কবে রহিত হয়?
☑ ১৮২৯ সালে।

৪৫. সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে কোন সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য?
☑ রাজা রামমোহন রায়।

৪৬. হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক-
☑ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৪৭. সতীদাহ প্রথা কে বিলোপ করেন?
☑ উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

৪৮. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল-
☑ ফরিদপুর।

৪৯. কত সালে ঢাকায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বেনামে প্রকাশিত হয়-
☑ ১৮৬০ সালে।

৫০. 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
☑ ১৮৮৫ সালে।

৫১. অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
☑ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী।

৫২. মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনগুলো কি কি নামে পরিচিত?
☑ সত্যাগ্রহ, অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলন।

৫৩. ভারত বিভক্তের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন-
☑ এটলি।

৫৪. দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন?
☑ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৫৫. বিখ্যাত লাহোর রেজুলেশন ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সনে কে উত্থাপন করেন?
☑ এ.কে. ফজলুল হক।

৫৬. ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয় কোথায়?
☑ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।

৫৭. যে ইংরেজকে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয় তার নাম-
☑ কিংসফোর্ডকে হত্যাচেষ্টা এবং দুজন নিরীহ মানুষকে হত্যার অভিযোগে।

৫৮. সর্বশেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল?
☑ রেঙ্গুন।

৫৯. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন কে?
☑ অরবিন্দ ঘোষ।

৬০. বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট আন্দোলন কোনটি?
☑ স্বদেশী আন্দোলন।

৬১. কোন সালে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন?
☑ ১৮৭৫ সালে।

৬২. আলিগড় আন্দোলন পরিচালনা করেন কে?
☑ স্যার সৈয়দ আহমদ খান

৬৩. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন কে গঠন করেন?
☑ সৈয়দ আমির আলী।

৬৪. বাংলার হাতেম তাই নামে পরিচিত কে?
☑ হাজী মুহাম্মদ মহসিন।

৬৫. হাজী মুহাম্মদ দানেশ কোন আন্দোলনের নেতা ছিলেন?
☑ তেভাগা আন্দোলন।

৬৬. অবিভক্ত বাংলায় দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
☑ খাজা নাজিমুদ্দিন।

৬৭. কংগ্রেসের কোন নেতা লাহোর প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন?
☑ জওহরলাল নেহেরু।

৬৮. তেভাগা শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?
☑ ফসলের তিন অংশ।

৬৯. আন্দোলনে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলের কৃষকদের নেতৃত্বে কে ছিলেন?
☑ কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র।

৭০. তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?
☑ নাঢ়াই (রচয়িতা-শওকত আলী)।

৭১. যে চাকমা রাজা ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব দিতে অস্বীকৃতি জানায়-
☑ জোয়ান বক্স।

৭২. ফরায়েজি আন্দোলনকে কোন নেতা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন?
☑ দুদু মিয়া।

৭৩. সিপাহি বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?
☑ মঙ্গল পাণ্ডে।

৭৪. সরকারি ভাষা হিসেবে এদেশে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয় কোন সন থেকে?
☑ ১৮৩৫।

৭৫. পূর্ব বাংলার প্রথম সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কোনটি?
☑ ইডেন গার্লস স্কুল।

৭৬. 'এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি সারাসিনস' বইয়ের রচয়িতা কে?
☑ সৈয়দ আমীর আলী।

৭৭. ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল কোনটি?
☑ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস।

৭৮. মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন হয়-
☑ ১৯০৯।

৭৯. চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের নেতা ছিলেন-
☑ সূর্য সেন।

৮০. ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম নারী শহিদ-
☑ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৮১. 'The Stroy of My Experiments with Truth' বইয়ের লেখক-
☑ Mahatma Gandhi.

৮২. মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী-
☑ নাথুরাম গডসে।

৮৩. মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশের কোন জেলা সফর করেছিলেন?
☑ নোয়াখালী।

৮৪. 'গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর' কোন জেলায় অবস্থিত?
☑ নোয়াখালী।

৮৫. 'দেশবন্ধু' উপাধি পেয়েছিলেন কোন রাজনীতিবিদ?
☑ চিত্তরঞ্জন দাশ।

৮৬. 'বেঙ্গল প্যাক্ট' স্বাক্ষরিত হয়?
☑ ১৯২৩ সালে।

৮৭. এ. কে. ফজলুল হককে 'শেরেবাংলা' উপাধি দেয়া হয়-
☑ লাহোরে।

৮৮. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?
☑ এ. কে. ফজলুল হক।

৮৯. নাচোল বিদ্রোহের নেত্রীর নাম কী?
☑ ইলা মিত্র।

৯০. টঙ্ক আন্দোলন কী?
☑ কৃষক আন্দোলন।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. ১৯০৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মূল ভবনে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের কোন দপ্তরটি স্থাপিত ছিল? [BDS: 2024-25]
ক. হাইকোর্ট খ. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গ. সচিবালয় ঘ. গভর্নর হাউজ

০২. ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? [MBBS: 2014-15, 29th BCS]
ক) লর্ড ওয়াভেল খ) লর্ড কার্জন
গ) লর্ড মিন্টো ঘ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন
[শেষ গভর্নর জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এবং শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন]

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন

০৩. ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা কে চালু করেন? [MBBS: 2017-18, 35th BCS]
ক) মি. বার্ড খ) সম্রাট আকবর
গ) লর্ড ক্যানিং ঘ) সম্রাট শাহজাহান

বিসিএস পরীক্ষা

০৪. 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয়- [45th BCS]
ক. ১৯১৭ সালে খ. ১৯২৭ সালে
গ. ১৯৩৭ সালে ঘ. ১৯৪২ সালে

০৫. বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? [44th BCS]
ক. পূর্ববঙ্গ ও বিহার খ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম
গ. পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা ঘ. পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ

০৬. বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল? [42nd BCS]
ক. পূর্ববঙ্গ খ. পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা
গ. পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ঘ. পূর্ববঙ্গ ও আসাম

০৭. বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? [41st BCS]
ক) লর্ড কার্জন খ) রাজা পঞ্চম জর্জ
গ) লর্ড মাউন্ড ব্যাটেন ঘ) লর্ড ওয়াভেল

০৮. ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় কত সালে? [41st BCS]
ক. ১৯১২ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৯১৫ সালে

০৯. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিলেন- [40th BCS]
ক. পর্তুগিজরা খ. ইংরেজরা
গ. ওলন্দাজরা ঘ. ফরাসিরা

১০. বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন? [40th BCS]
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড ওয়াভেল
গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘ) লর্ড লিনলিথগো

১১. বঙ্গভঙ্গ রদ (রহিত) হয় কোন সালে? [39th BCS]
ক) ৫ ডিসেম্বর, ১৯১১ খ) ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১
গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১১ ঘ) ২০ ডিসেম্বর, ১৯১১

১২. বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে? [39th BCS, 36th BCS]
ক) ১৯০৫ খ) ১৯১৬
গ) ১৯২৩ ঘ) ১৯১১

১৩. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন- [29th BCS, 37th BCS]
ক) লর্ড রিপন খ) লর্ড কার্জন
গ) লর্ড মিন্টো ঘ) লর্ড হার্ডিঞ্জ

১৪. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয় কত সালে? [36th, 14thBCS]
ক) বাংলা ১০৭৬ সালে খ) বাংলা ১৩৭৬
গ) বাংলা ১১৭৬ সালে ঘ) বাংলা ১৫৭৬

১৫. বাংলার "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এর সময় কাল? [36th BCS]
ক. ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ খ. ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ
গ. ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ ঘ. ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ

১৬. লর্ড ক্যানিং ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোন ব্যবস্থা চালু করেন? [35th BCS]
ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা খ) সতীদাহ নিবারণ ব্যবস্থা
গ) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ঘ) পুলিশ ব্যবস্থা

১৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কত সনে? [34th BCS]
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৭০
গ) ১৮৫৭ ঘ) ১৭৯৩

১৮. উপমহাদেশে সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন-[29th,16th BCS]
ক) লর্ড মিন্টো খ) লর্ড ক্যানিং
গ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘ) লর্ড কার্জন

১৯. ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন? [29th BCS]
ক. লর্ড ওয়াভেল খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন

২০. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন? [24th BCS (বাতিল)]
ক) ১৬৯০ খ) ১৭৬৫
গ) ১৭৯৩ ঘ) ১৮২৯

২১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করেন কোন ইংরেজ শাসক? [22th BCS]
ক) লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক খ) লর্ড ক্লাইভ
গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস

২২. ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন, তাঁর নাম- [17th BCS]
ক. রাজা ত্রিবিদ রায় খ. রাজা ত্রিভুবন চাকমা
গ. জুম্মা খান ঘ. জোয়ান বকস খাঁ

২৩. পূর্ব বাংলার ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে ছিলেন? [15th BCS]
ক) ফুলার খ) কার্জন
গ) মিন্টো ঘ) হেস্টিংস

উত্তরমালা											
০১. গ	০২. ঘ	০৩. গ	০৪. ঘ	০৫. খ	০৬. ঘ	০৭. খ	০৮. ক	০৯. ক	১০. ক	১১. খ	১২. ঘ
১৩. খ	১৪. গ	১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. খ	২১. গ	২২. ঘ	২৩. ক	

পাকিস্তান শাসনামল

পাকিস্তান শাসনামল

ক্যালেন্ডার: পাকিস্তান শাসনামল

ক্যালেন্ডার: পাকিস্তান শাসনামলের ২৪ বছরের দিনলিপি

১৯৪৭	১৪ আগস্ট: পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন। ১৫ আগস্ট: ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। **০২ সেপ্টেম্বর: তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠা।**
১৯৪৮	২৫ ফেব্রুয়ারি: পাকিস্তানের গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার দাবি তোলেন। ২ মার্চ: সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ২১ মার্চ: রেসকোর্স ময়দানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষণে বলেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ: জিন্নাহ কার্জন হলে আবারো উর্দু ভাষার পক্ষে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে।
১৯৫২	৩১ জানুয়ারি: সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। **২১ ফেব্রুয়ারি: ১৪৪ ধারা ভাঙার অভিযোগে ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজন নিহত হন।** ২২ ফেব্রুয়ারি: ২১ ফেব্রুয়ারির শোক মিছিলে আবারো গুলি চালালে শফিউরসহ কয়েকজন নিহত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি: ঢাকা মেডিকেল চত্বরে শহিদদের স্মরণে একটি অস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।
১৯৫৩	২১ ফেব্রুয়ারি: প্রথম শহিদ দিবস পালনের জন্য প্রভাতফেরিতে হাজারো জনতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। **৪ ডিসেম্বর: যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়।**
১৯৫৪	১১ মার্চ: পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ৩ এপ্রিল: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ৩০ মে: কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেয়।
১৯৫৫	১৭ জুন: পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা দাবি ঘোষণা করেন। ২১-২৩ অক্টোবর: আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। **৩ ডিসেম্বর: বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা।**
১৯৫৬	**২৬ ফেব্রুয়ারি: সাংবিধানিকভাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি প্রদান।** ২৩ মার্চ: পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর।
১৯৫৮	৭ অক্টোবর: মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করে দেশে সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। ২৭ অক্টোবর: আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করে।
১৯৫৯	২৭ অক্টোবর: আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন এবং দেশে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করে।
১৯৬২	৮ জুন: পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান কার্যকর হয়।
১৯৬৩	৫ ডিসেম্বর: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেন।
১৯৬৬	৫ ফেব্রুয়ারি: লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ২৩ মার্চ: ৬ দফার আনুষ্ঠানিক উত্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।
১৯৬৮	৩ জানুয়ারি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়।
১৯৬৯	৪ জানুয়ারি: ছাত্র সংগ্রাম কমিটি ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ৮ জানুয়ারি: 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (DAC) গঠিত হয়। ২০ জানুয়ারি: পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হয়। ২৪ জানুয়ারি: গণঅভ্যুত্থান দিবস, মতিউর রহমান শহিদ হন। ১৫ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার। ২৫ মার্চ: ইয়াহিয়ার কাছে আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর
১৯৭০	১২ নভেম্বর: বাংলাদেশের উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। ৭ ডিসেম্বর: পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর: পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান শাসনামল

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম কথা

স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৩ সালে তার 'Now or Never' গ্রন্থে পাকিস্তান নামটির কথা প্রথম উল্লেখ করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর গভর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	
প্রথম প্রধানমন্ত্রী	লিয়াকত আলী খান
ভাষা আন্দোলনের সময়	খাজা নাজিমউদ্দিন
বাংলাদেশের বিজয় লাভের সময়	নুরুল আমিন

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট	
প্রথম প্রেসিডেন্ট	মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা
পাক-ভারত যুদ্ধ, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের সময়	জেনারেল আইয়ুব খান
বাংলাদেশের বিজয় লাভের সময়	জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী		
ধরন	নাম	দল
প্রথম মুখ্যমন্ত্রী	খাজা নাজিম উদ্দিন	মুসলিম লীগ
ভাষা আন্দোলনের সময়	নুরুল আমিন	মুসলিম লীগ
প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী	শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক	যুক্তফ্রন্ট
শেষ মুখ্যমন্ত্রী	আতাউর রহমান খান	আওয়ামী লীগ

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর	
ধরন	নাম
প্রথম গভর্নর	স্যার ফ্রেডেরিক চালমার্স বার্ন
ভাষা আন্দোলনের সময়	মালিক মোহাম্মাদ ফিরোজ খান নুন
মুক্তিযুদ্ধের সময়	লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান
মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মির নেতৃত্বে ছিলেন	লে. জে. আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী

ভাষা আন্দোলন

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এই সময়ে করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। ১৭ মে চৌধুরী খালেকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। তাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হকসহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান। এ সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি ভাষণে বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।" মূলত এক নতুন জাতীয় চেতনা "বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ" এর ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

১৯৪৭ সাল	
২ সেপ্টেম্বর	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' (Tamaddun Majlish) নামে একটি ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। অধ্যাপক আবুল কাসেম ছিলেন 'তমদ্দুন মজলিস' এর সাধারণ সম্পাদক।
১৫ সেপ্টেম্বর	তমদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু প্রকাশ করে। এ পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিনজন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন এবং আবুল মনসুর আহমদ। বাংলা ভাষা আন্দোলনের একটি মুখপাত্র হিসাবে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিস 'সাপ্তাহিক সৈনিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।
১৯৪৮ সাল	
২৫ ফেব্রুয়ারি	পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং এই অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হয়। অধিবেশন বসলে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু এই প্রস্তাব প্রত্যাখিত হয়।

২ মার্চ	কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে **'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'** গঠিত হয়।
১১ মার্চ	সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। **এটি ছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট**। ঐ দিন ঢাকায় বহু ছাত্র আহত হয়। **এজন্য ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর ১১ মার্চ কে 'ভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হত**।
২১ মার্চ	পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"
২৪ মার্চ	কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।
১৯৪৯ সাল	
পূর্ব বাংলা সরকার বাংলা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির সভাপতি ছিলেন মাওলানা আকরাম খাঁ।	
১৯৫০ সাল	
২৬ জানুয়ারি	পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, "উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে"।
১৯৫২ সাল	
৩১ জানুয়ারি	মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দলের সভায় **'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'** গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। সংগ্রাম পরিষদ **২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস'** পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
২০ ফেব্রুয়ারি	ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নূরুল আমিন সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে।
২১ ফেব্রুয়ারি	**বাংলা ১৩৫৮ সনের ৮ই ফাল্গুন (বৃহস্পতিবার)** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। এ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলিবর্ষণ করলে আবদুস সালাম, আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার প্রমুখ শহিদ হন। নয় বছরের শিশু অহিউল্লাহও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল।
২২ ফেব্রুয়ারি	পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন।
২৩ ফেব্রুয়ারি	**ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে প্রথম শহিদ মিনার শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি**।
২৪ ফেব্রুয়ারি	ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে প্রথম শহিদ মিনার শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন শফিউরের পিতা মৌলভি মাহবুবুর রহমান।
২৬ ফেব্রুয়ারি	প্রথম শহিদ মিনার শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলা হয়।
১৯৫৪ সাল	
৭ মে	পাকিস্তান গণপরিষদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়।
৯ মে	পাকিস্তান গণপরিষদে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে **বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়**।
১৯৫৬ সাল	
২৯ ফেব্রুয়ারি (সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত), ২৩ মার্চ কার্যকর	বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে মর্যাদা দিয়ে সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয় **২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ সালে; যা ২৩ শে মার্চ ১৯৫৬ সালে কার্যকর করা হয়**। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- **১৯৮৭ সালে** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বাংলা ভাষাকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহারের জন্য আইন পাস হয়।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গঠিত সংগ্রাম পরিষদ কমিটি

নাম	সময়	আহ্বায়ক
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১ অক্টোবর, ১৯৪৭	এ এস এম নুরুল হক ভূঁইয়া
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	২ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল আলম
বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা কমিটি	১১ মার্চ, ১৯৫০	আব্দুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বা কমিটি	৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

সূত্র: বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা নবম ও দশম শ্রেণী

[নোট: কোনো তথ্য মতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য হচ্ছে ১লা অক্টোবর, ১৯৪৭ সালে]

পাকিস্তান শাসনামল

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় ক্ষমতাসীনগণ	
পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিম উদ্দিন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নূরুল আমিন
পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর	ফিরোজ খান নূন

ভাষা আন্দোলনে ৮ জন শহিদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	পরিচয়	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
রফিক উদ্দিন আহমেদ	জন্ম: ৩০ অক্টোবর, ১৯২৬, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাস্থ পারিলা গ্রামে। মৃত্যু: ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র (মতান্তরে জগন্নাথ কলেজ)। ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। * শহিদ রফিককে সমাহিত করা হয়- আজিমপুর কবরস্থানে।
আবদুল জব্বার	জন্ম: ১৩ আগস্ট, ১৯১৯, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাস্থ পাঁচুয়া গ্রামে।	ময়মনসিংহের দরিদ্র কৃষক সন্তান। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় শহিদ। শহিদ জব্বারকে সমাহিত করা হয়- আজিমপুর কবরস্থানে পেশা: সাধারণ কর্মজীবী।
আবুল বরকত (আবাই)	জন্ম: ১৬ জুন, ১৯২৭, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে। মৃত্যু: ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ২০০০ সালে মরণোত্তর একুশে পদক পান। * শহিদ বরকতকে সমাহিত করা হয়- আজিমপুর কবরস্থানে। * ভাষা শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা অবস্থিত: ঢাকা জেলার পলাশীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের ভেতরে।
আবদুস সালাম	জন্ম: ২৭ নভেম্বর ১৯২৫, ফেনী জেলার দাগনভুঞা উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামে। মৃত্যু: ৭ এপ্রিল, ১৯৫২	পাকিস্তান সরকারের শুল্ক বিভাগের পিয়ন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান।
শফিউর রহমান	জন্ম: ২৪ জানুয়ারি, ১৯১৮, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (কোন কোন বর্ণনানুযায়ী চব্বিশ পরগণা জেলায়)। মৃত্যু: ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	সিভিল সাপ্লাই অফিসের কেরানি
কিশোর অহিউল্লাহ্	বয়স: ৯ বছর (আনুমানিক) মৃত্যু: ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	সর্বকনিষ্ঠ ভাষা শহিদ পেশা: শিশু শ্রমিক।
আব্দুল আউয়াল	বয়স: ২৬ বছর (আনুমানিক) মৃত্যু: ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	শহিদ রিক্সাচালক আউয়ালের ৬ বছরের মেয়ে বসিরনকে দিয়ে ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'শহিদ মিনারের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পেশা: রিক্সাচালক।
আখতারুজ্জামান	অজ্ঞাতনামা	পরিচয় পাওয়া যায় নি।

ভাষা শহিদদের নামে গ্রাম				
ভাষা শহিদ	গ্রামের নাম		উপজেলা	জেলা
	বর্তমান নাম	পূর্ব নাম		
আবদুল জব্বার	জব্বারনগর	পাচুয়া	গফরগাঁও	ময়মনসিংহ
রফিকউদ্দিন	রফিকনগর	পারিল	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ
আবদুস সালাম	সালামনগর	লক্ষ্মণপুর	দাগনভূঁইয়া	ফেনী

- রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষা শহিদ: ৫ জন।
- ২০০০ সালে প্রথমবারের মত ৬ জন ভাষা শহিদ বরকত, জব্বার, সালাম, রফিক, শফিউর এবং ভাষা সৈনিক গাজীউল হককে ভাষা আন্দোলনে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।
- ভাষা আন্দোলনে ৮জন শহিদের নাম পাওয়া যায়, নাম না জানা অসংখ্য ভাষা শহিদ ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে নারীদের অবদান

- প্রথম নারী ভাষা সৈনিক: কমলা ভট্টাচার্য।
- ১৯৪৮ সালে যশোর ভাষা সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক: হামিদা রহমান।
- তমদ্দুন মজলিসে অবদান রাখা নারী: রহিমা বেগম ও রাহেলা বেগম।
- ১৪৪ ধারা ভঙ্গে অবদান রাখা নারী: রওশন আরা বাচ্চু, মাহবুবা খাতুন, শামসুন্নাহার ও আনোয়ারা খাতুন।
- নারায়ণগঞ্জ আন্দোলনে অগ্নিকন্যা ছিলেন: মমতাজ বেগম (মগনি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)।

একুশের যা কিছু প্রথম		
বিষয়	শিরোনাম	রচয়িতা
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
সংকলন	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
ইতিহাস নিয়ে বই	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস	সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান পরিচালিত
শহিদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে কবিতা	স্মৃতিস্তম্ভ	কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ
গল্প	একুশের গল্প	জহির রায়হান
প্রভাতফেরির গান	মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল	মোশাররফ উদ্দিন আহমদ
গান	ভুলব না, ভুলব না...	আ ন ম গাজীউল হক

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্য		
ধরণ	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
নাটক	কবর	মুনীর চৌধুরী
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
	আর্তনাদ	শওকত ওসমান
	নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি, যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন
সম্পাদিত গ্রন্থ	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
ছোট গল্প	একুশের গল্প	জহির রায়হান
	মৌন নয়	শওকত ওসমান

পাকিস্তান শাসনামল

চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেয়া	জহির রায়হান
	বাঙলা	শহীদুল ইসলাম খোকন
	ফাগুন হাওয়ায়	তৌকীর আহমেদ
কবিতা	কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
	একুশে ফেব্রুয়ারি	আলতাফ মাহমুদ
	বর্ণমালা আমার দু:খিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান
	আমাকে কি মাল্য দেবে দাও	নির্মলেন্দু গুণ
	কোন এক মাকে	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
	শহিদ স্মরণে	মো. মনিরুজ্জামান
	অমর একুশে	হাসান হাফিজুর রহমান
	একুশের কবিতা	আল মাহমুদ
সংকলন	ওরা প্রাণ দিলো	প্রমথ নন্দী

ভাষাভিত্তিক বিখ্যাত গানসমূহ

গানের লাইন	গীতিকার	সুরকার
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...	আবদুল গাফফার চৌধুরী	প্রথম: আব্দুল লতিফ বর্তমান: আলতাফ মাহমুদ
রক্ত আমার আবার প্রলয় দোলা...		
ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না...	গাজীউল হক	নিজামুল হক
মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে...	মোশাররফ হোসেন	আলতাফ মাহমুদ
ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙ্গাতে গেল যারা...	বদরুল হাসান	আলতাফ মাহমুদ
রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলিরে বাঙালি...	শামসুদ্দিন আহম্মেদ	আলতাফ মাহমুদ
কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের ...	নাজিম মাহমুদ	সাধন সরকার
আমাদের চেতনার ঢেউ মাথা কুটল...		
মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা	অতুল প্রসাদ সেন	অতুল প্রসাদ সেন
সালাম সালাম হাজার সালাম.....	ফজলে খোদা	আব্দুল জাব্বার
বাংলার বুকে রক্তে রাঙানো ৮ই ফাল্গুন	আনিসুল হক চৌধুরী	-
বাংলাদেশ আর বাংলা ভাষা যখন একই নামের সুতোয় গাঁথা		-
শহিদ মিনার ভেঙ্গেই আমার ভাইয়ের রক্তে গড়া	আব্দুল গাফফার চৌধুরী	-
ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়.. রফিক, শফিক, বরকত, নামে বাংলা মায়ের দূরন্ত ক'টি ছেলে... ও আমার এই বাংলা ভাষা... দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা মাগো ৮ই ফাল্গুনের কথা আমরা ভুলি নাই তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি	আবদুল লতিফ	আবদুল লতিফ

- কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি- কবিতাটি প্রথম পাঠ করে চৌধুরী হারুনুর রশীদ। এই কবিতা পাঠের তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল এবং স্থান- লালদীঘি ময়দান, চট্টগ্রাম।
- কবর নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (১৯৫৩ সালে)।
- "আরেক ফাল্গুন" উপন্যাসটি বই আকারে মুদ্রিত হয়-১৯৬৯ সালে।
- "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি..." গানটি ১৯৫৪ সালে প্রভাতফেরিতে প্রথম গাওয়া হয়। চলচ্চিত্রের মধ্যে গানটি জহির রায়হানের 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রে প্রথম গাওয়া হয়। "আমার সোনার বাংলা" গানটি প্রথম ব্যবহার করা হয় "জীবন থেকে নেয়া" চলচ্চিত্রে। চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৭০ সালে।
- বিবাহ (নাটক)- মমতাজউদ্দীন আহমদ।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক স্থাপত্য ও স্থপতি

প্রথম শহিদ মিনার

- **প্রথম শহিদ মিনারের নাম "শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ"।** ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরনে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গনে একটি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোরে শহিদ মিনারটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ দিন সকালেই শহিদ শফিউরের পিতা (মৌলভী মাহবুবুর রহমান) শহিদ মিনারটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। স্মৃতিস্তম্ভটির নকশা আঁকেন ডা. বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার। ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলেন।

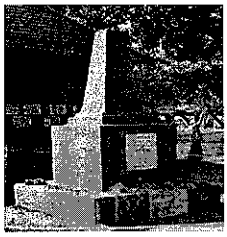

[নোট: ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের এফ ব্লকের সামনে কাদা মাটি দিয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিস্তম্ভটি ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে পুলিশ প্রশাসন ভেঙে ফেলে। এটিকে প্রথম শহিদ মিনারের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছে তবে এটি এখনো কার্যকর হয়নি]

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

- অবস্থান: ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে।
- **স্থপতি: হামিদুর রহমান।** নভেরা আহমেদ কে সাথে নিয়ে তিনি এটি নির্মাণ করেন।
- ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। মূল নকশা পরিবর্তন করে নতুন নকশা দাঁড় করানো হয়- ১৯৬২ সালে।
- ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ বরকতের মা হাসিনা বেগম এর উদ্বোধন করেন।

মোদের গরব

- **অবস্থান: বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন।**
- উদ্বোধন করেন: তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ।
- উদ্বোধন তারিখ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
- স্থপতি: অখিল পাল।
- ভাস্কর্যটি ৫জন ভাষা শহিদদের নিয়ে তৈরি।

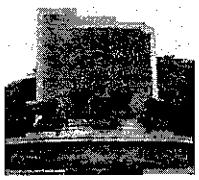

অমর একুশে

- **অবস্থান: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।**
- উদ্বোধন করেন: কাজী সালেহ আহমেদ (তৎকালীন উপাচার্য)।
- স্থপতি: জাহানারা পারভীন।

জননী ও গর্বিত বর্ণমালা

- **অবস্থান: পরিবাগ মোড়, ঢাকা।**
- **উদ্বোধন: ২০১৬**
- **স্থপতি: মৃণাল হক**

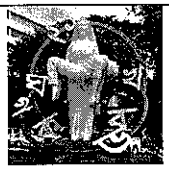

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার

- **অবস্থান: জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।**
- স্থপতি: রবিউল হুসাইন।
- উচ্চতা: ৭১ ফুট ও ব্যাস: ৫২ ফুট।

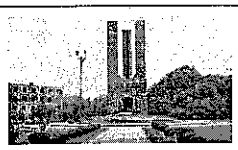

বাংলা একাডেমি

- **সদর দপ্তর: বর্ধমান হাউজ।**
- **প্রতিষ্ঠাকাল: ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫।**
- বাংলা একাডেমির আয়োজিত বই মেলা: অমর একুশে বইমেলা।
- **বাংলা একাডেমির পত্রিকাগুলোর নাম: উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমি পত্রিকা,** বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা **এবং ধান শালিকের দেশ।**
- **রবীন্দ্র ও রোকেয়া চত্বর, নজরুল চত্বর ও নজরুল মঞ্চ অবস্থিত।**

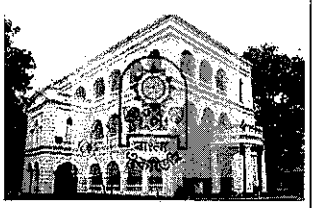

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট:

- **অবস্থান: ঢাকার সেগুনবাগিচা।**
- উদ্বোধন: ২০১০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

- **জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত স্মৃতির মিনার ভাস্কর্যটির স্থপতি- হামিদুজ্জামান।**
- **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ মিনারটির স্থপতি- শিল্পী মুর্তজা বশীর।**

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

- **১৭ নভেম্বর ১৯৯৯, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) এর নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশন এবং ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে ভাষা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সালে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে সর্বপ্রথম দিবসটি পালিত হয়। UNESCO ২০০৩ সালে 'একুশে পদক' লাভ করে।**

- **কানাডা ভিত্তিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World' এর প্রচেষ্টায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়।**
- **২০০২ সালে আফ্রিকার দেশ সিয়েরালিয়ন বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে।**
- **বর্তমানে বিশ্বের ৩টি দেশের সরকারি ভাষা বাংলা- বাংলাদেশ, ভারত ও সিয়েরা লিওন।**
- **২০০৮ সালের ৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ৬৩তম সম্মেলনে ২১শে ফেব্রুয়ারি কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।**
- **২০২৩ সালের ৩০ মার্চ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য কানাডার পার্লামেন্টে বিল পাস হয়।**

বহির্বিশ্বে প্রথম শহিদ মিনার

- বায়ান্নর ভাষা শহিদদের স্মরণে বহির্বিশ্বে প্রথম 'শহিদ মিনার' নির্মিত হয় ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের এডিনবার্গের ওল্ডহ্যামে এবং ১৯৯৯ সালে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে।
- **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাপানের টোকিওতে ২০০৫ সালে 'শহিদ মিনার' নির্মিত হয়।**
- **মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয় ওমানে।**

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। **অতঃপর, ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর চারটি দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।**

দলের প্রধান	দল
হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী	আওয়ামী মুসলিম লীগ
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক	কৃষক শ্রমিক পার্টি
মাওলানা আতাহার আলী	নেজাম-ই-ইসলামী পার্টি
হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মাহমুদ আলী সিলেটী	বামপন্থী বা গণতন্ত্রী দল

পাকিস্তান শাসনামল

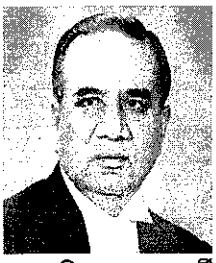
হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী

মাওলানা ভাসানী

এ. কে. ফজলুল হক

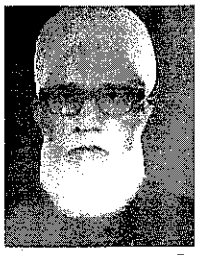
মাওলানা আতাহার আলী

হাজী মোহাম্মদ দানেশ

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এর প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ২১ দফার খসড়া প্রণয়ন করেন আবুল মনসুর আহমদ। ২১ দফাতে ভাষা সংক্রান্ত দফা ছিলো ৫টি (১, ১০, ১৬, ১৭ ও ১৮)।

২১ দফা কর্মসূচীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফা

- ১ম দফা- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
- ২য় দফা- বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ এবং খাজনা হ্রাস ও সার্টিফিকেট মারফত খাজনা আদায় রহিত করা হবে।
- ৩য় দফা- পাট ব্যবসা জাতীয়করণ এবং তা পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনা এবং মুসলিম লীগ শাসনামলের পাট কেলেঙ্কারির তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তি বিধান করা।
- ৯ম দফা- দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।
- ১১তম দফা- ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল এবং উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করা।
- ১৬তম দফা- বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধান মন্ত্রীর অবস্থান করা এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা।
- ১৭তম দফা- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহিদ মিনার নির্মাণ করা এবং শহিদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
- ১৮তম দফা- একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা।
- ১৯তম দফা- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে আনয়ন, দেশরক্ষার ক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট সরকার

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিলো নৌকা এবং মুসলিম লীগের প্রতীক ছিলো হারিকেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩ টি এবং অমুসলিম ৭২টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসন সহ সর্বমোট ২৩৬টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন এ.কে.ফজলুল হক। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন (২৩৭)	যুক্তফ্রন্ট	২২৩
	মুসলিম লীগ	৯
	খেলাফত রব্বানী/ নেজামে ইসলাম	১
	নির্দলীয়/গণতন্ত্রী দল	৪

পাকিস্তান শাসনামল

অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত (৭২)	তফসিলি ফেডারেশন	২৭ (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন)
	কংগ্রেস	২৪
	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	২
	খ্রিষ্টান সম্প্রদায়	১
	নির্দলীয়	১
মোট		৩০৯

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা	
নাম	পদবি
শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
আবু হোসেন সরকার	বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।
আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী	বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ মন্ত্রী।
সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া)	শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প মন্ত্রী।
শেখ মুজিবুর রহমান	কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী।

নির্বাচন পরবর্তী পাকিস্তান

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র বা সংবিধান কার্যকর হয়। এ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে পাকিস্তান 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। এর মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের নাম পূর্বপাকিস্তান করা হয়। পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয় ইস্কান্দার মির্জা, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক হন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর।

কোয়ালিশন সরকার

১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে (কেন্দ্রীয়) আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

কাগমারী সম্মেলন (১৯৫৭)

১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের মূল আলোচনা হয় ৭ ফেব্রুয়ারি। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রধান অতিথি ছিলেন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী। উক্ত অনুষ্ঠানে মাওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে "আস্‌সালামু আলাইকুম" জানিয়ে দেন।

কাগমারী সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

২৫ জুলাই ১৯৫৭ সালে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে বামপন্থী নেতাকর্মী সমন্বয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে নতুন দল গঠিত হয়।

সামরিক শাসন ও ক্ষমতা দখল

আইয়ুব খান

- ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন (মার্শাল ল) জারি করেন। তিনি সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। মেজর ওমরাও পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন।
- মাত্র ২০ দিনের মাথায় ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।
- নির্বাচনের জন্য ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান প্রথম "মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ" জারি করেন। তিনি ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।
- আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করেন।
- ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আইয়ুব খান COP (Combined Opposition Party) এর প্রার্থী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে পরাজিত করেন।

পাকিস্তান শাসনামল

বাষট্টির (১৯৬২) শিক্ষা আন্দোলন

- ১৯৬২ সালে শরিফ শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে **'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন'** হয়েছিলো। এ আন্দোলনে **১৭ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে গোলাম মোস্তফা, বাবুল ও ওয়াজিউল্লাহ সহ কয়েকজন নিহত হয়**। এজন্য **শিক্ষা দিবস পালিত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর**। এটাই ছিল স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান।
- সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে 'National Democratic Front' গঠিত হয় ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ সালে। ছাত্র সমাজের শিক্ষা আন্দোলনের দাবি ছিলো ২২ দফা। সরকার হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন কমিশন 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন' গঠনের নির্দেশ প্রদান করে ১৯৬২ সালে।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিন ব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। সমাপ্ত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫। যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত ট্যাঙ্ক- শেরম্যান।

তাসখন্দ চুক্তি		
স্বাক্ষর : ১০ জানুয়ারি, ১৯৬৬		স্থান : তাসখন্দ, উজবেকিস্তান
স্বাক্ষরকারী	ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী।	পাকিস্তানের পক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
মধ্যস্থতাকারী	সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কেসিগিন।	
ফলাফল	১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা।	

ছয় দফা আন্দোলন

- **১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি পেশ করেন**। পরবর্তীতে **২৩ মার্চ, ১৯৬৬ এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা ঘোষণা করা হয়**। ছয় দফা কর্মসূচি ঐতিহাসিক **'লাহোর প্রস্তাব'** এর ভিত্তিতে রচিত। ছয় দফা দাবির **প্রথম দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন**। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির **'মুক্তির সনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা'** হিসেবে পরিচিত।
- শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। এই সময়ে পুলিশের গুলিতে মনু মিয়া, মুজিবুল্লাহ, শফিক, শামসুল হক সহ ১১ জন শহিদ হন। এজন্য ৭ জুন কে 'ছয় দফা দিবস' বলা হয়।
- **১৯৬৬ সালের ৬ দফার ৩টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল।**

৬ দফা

১। **প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা** কায়েম করতে হবে।

২। **কেন্দ্রীয় সরকারের বা** কেন্দ্রের কাছে থাকবে শুধু পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের ক্ষমতা।

৩। **মুদ্রা বা অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা:** পাকিস্তানের দুটি অঞ্চলের জন্য পৃথকভাবে অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

৪। **রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা:** অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে।

৫। **বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা:** পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পৃথক হিসাব রাখা হবে এবং কেন্দ্র একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে।

৬। **আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা:** নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ প্যারামিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে পারবে।

পাকিস্তান শাসনামল

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ১৯৬৬ সালে ৬দফা ঘোষণা করা হয় ৩ বার (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২৩ মার্চ)।
- ৬ দফার মুখপাত্র বলা হয় দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা কে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালের ০৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে তাঁকে সহ মোট ৩৫ জনকে আসামি করে এক রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে। মামলার প্রধান আসামি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইয়ুব খানের শাসনামলের এ মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলার শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। আমির হোসেন এ মামলার খবর ফাঁস করে দেন। এ মামলার বিচারকার্যের জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমানের নেতৃত্বে ঢাকায় একটি বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে এ মামলার বিচারকার্য শুরু হয়।

- শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে আগরতলা মামলা পরিচালনা করেন স্যার টমাস উইলিয়ামস।
- আগরতলা মামলার স্মৃতি বিজড়িত স্থান বিজয় কেতন, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর (ঢাকা সেনানিবাস)।

মামলার উল্লেখযোগ্য আসামী	
১নং আসামী	শেখ মুজিবুর রহমান
২নং আসামী	লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)
১৭নং আসামী	বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)
১৮নং আসামী	ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ঢাকা) মৃত্যু- ৪ জুলাই, ২০২০
৩৫নং আসামী	লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ (ময়মনসিংহ)

- সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী থাকা অবস্থায় হত্যা করা হয়। তাঁর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের নামকরণ করা হয়।

৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ও ১১ দফা	
৪ জানুয়ারি	১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Student Action Committee-SAC) গঠিত হয়। এ সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছাত্রদের ১১ দফার ১ম দফা ছিল, '৬২ এর শিক্ষানীতি বাতিল। আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচিও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৮ জানুয়ারি	অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণ ঢাকায় মিলিত হয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (Democratic Action Committee) নামক মোর্চা গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফার ভিত্তিতে ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হলে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণ-অভ্যুত্থান হয়।
২০ জানুয়ারি	এই দিন আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান আসাদ শহিদ হন। ২০ জানুয়ারি "শহিদ আসাদ দিবস" হিসেবে পালিত হয়। নরসিংদীর ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদ নিহত হলে নরসিংদীরই কবি শামসুর রাহমান আসাদের স্মৃতি স্মরণে লিখেন "আসাদের শার্ট" কবিতাটি। ঢাকার আসাদগেট ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থান এর স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়। আসাদ গেটের পূর্ব নাম- আইয়ুব গেট। এটি ঢাকায় লালমাটিয়ার নিকটে অবস্থিত একটি তোরণ এবং স্থান।
২৪ জানুয়ারি	নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ২৪ জানুয়ারি "গণঅভ্যুত্থান দিবস" হিসেবে পালিত হয়।
২৫ জানুয়ারি	গণঅভ্যুত্থানে একমাত্র নারী হিসেবে শহিদ হন শহিদ আনোয়ারা বেগম। শহিদ আনোয়ারা দিবস- ২৫ জানুয়ারি।
১৫ ফেব্রুয়ারি	বিচারাধীন থাকা অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭নং আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে।
১৮ ফেব্রুয়ারি	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি- 'আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত এর পর কোন গুলি হলে তা ছাত্রদের গায়ে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে।' তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী। স্ফুলিঙ্গ ('৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ভাস্কর্য) স্থপতি- কনক কুমার পাঠক অবস্থান- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিকৃতি- ড. শামসুজ্জোহা
২২ ফেব্রুয়ারি	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দিবস ২২ ফেব্রুয়ারি।

পাকিস্তান শাসনামল

- গণঅভ্যুত্থানকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর ছিলেন-মোনায়েম খান।
- গণঅভ্যুত্থানের স্লোগান ছিল- তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; জাগো জাগো বাঙালী জাগো; পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা।
- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত।
- আহমদ ছফা রচিত 'ওঙ্কার' ৬৯ এর স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকার বিরোধী গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস।
  (বি:দ্র: এটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস নয়)

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহিদ কিশোর মতিউর রহমানের নামে বঙ্গভবনের সামনে একটি শিশু পার্ক নির্মিত হয় যার নাম করণ করা হয় "মতিউর রহমান শিশুপার্ক"

৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে রশীদ তালুকদারের তোলা ছবি

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচন: ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দেন। আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান উক্ত পদে আসীন হন। পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় পরিষদ বা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সালে। তবে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে প্রাদেশিক পরিষদের কিছু আসনে (৯টি) ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে নির্বাচন হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার।

১৯৭০ সালের আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ৬ দফা; প্রতীক ছিল নৌকা। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের-১৬৯ আসনের মধ্যে- ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে- ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন আসন লাভ করেনি। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল PPP (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে লাভ করে ৮৮টি আসন।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল			
	জাতীয় পরিষদ নির্বাচন	**পূর্ব পাকিস্তান**	**পশ্চিম পাকিস্তান**
প্রথম জাতীয় পরিষদ নির্বাচন-৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০	নির্বাচিত আসন - ৩০০টি	১৬২	১৩৮
	সংরক্ষিত আসন-১৩টি	৭	৬
	মোট আসন সংখ্যা ৩১৩টি	১৬৯	১৪৪
	আওয়ামী লীগ নির্বাচিত আসন পায় ১৬০টি	পাকিস্তান পিপলস পার্টি সর্বমোট আসন পায়- ৮৮টি (৮৩+৫)	
	আওয়ামী লীগ সংরক্ষিত আসন পায় -৭টি		
	আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে-১৬৭টি আসন		

- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি সাধারণ আসন, ১০টি মহিলা আসনে সর্বমোট ২৯৮টি আসনে জয় লাভ করে।
- নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন নিয়ে, জয় লাভ করে শপথ নেন, ৩ জানুয়ারি, ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দানে।
- আওয়ামী লীগ হেরে যায় দুটি আসনে- ময়মনসিংহ ৮ আসনে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপির) নুরুল আমিন। চট্টগ্রাম ১০ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (রাঙামাটি)।

'৭০ এর নির্বাচনের বিখ্যাত সেই কথাগুলো...	
The First and probably the last general election of undivided Pakistan	ব্রিটিশ দৈনিক

পাকিস্তান শাসনামল

এক নজরে...

০১. বাংলা ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোন সংগঠন?
☑ তমদ্দুন মজলিস।

০২. 'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যে পুস্তিকা প্রকাশ করে তার নাম কি?
☑ 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা- না উর্দু?' (প্রকাশকাল ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।

০৩. তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু গ্রন্থের লেখক কে?
☑ এ পুস্তিকাটির লেখক ছিলেন ৩ জন। তাঁরা হলেন-অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড.কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমদ।

০৪. বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট হয় কবে?
☑ ১১ মার্চ, ১৯৪৮।

০৫. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কবে?
☑ ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২।

০৬. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা কোন তারিখ ও কী বার ছিল?
☑ ৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার।

০৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলায় কার সভাপতিত্বে ছাত্র যুবক সমাবেশ হয়?
☑ ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।

০৮. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব প্রথম কবে, কোথায় গৃহীত হয়?
☑ ডিসেম্বর, ১৯৪৭; করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে।

০৯. পকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি জানান কে?
☑ কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)।

১০. 'State Language of Pakistan is going to be Urdu & no other Language.' (উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।)- কে, কবে, কোথায় এ ঘোষণা দেন?
☑ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ২৪ মার্চ, ১৯৪৮ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে।

১১. গণপরিষদে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা দেন কে?
☑ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ (১২ আগস্ট, ১৯৫৫)।

১২. ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়?
☑ বাংলা একাডেমি।

১৩. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার গভর্নর (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন কে?
☑ নুরুল আমিন।

১৪. পাকিস্তানের গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি বা মর্যাদা দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে কবে?
☑ ৭ মে, ১৯৫৪। [সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র; প্রথম খণ্ড (পৃষ্ঠা ৩৯৫)]

১৫. পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়-
☑ ৯ মে, ১৯৫৪।

১৬. সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে-
☑ ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ (কার্যকর ২৩ মার্চ, ১৯৫৬)।

১৭. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়?
☑ ২১৪ (১) অনুচ্ছেদ।

১৮. সংবিধানের ২১৪ (১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কী বলা হয়েছিল?
☑ The State Language of Pakistan shall be Urdu & Bengali [পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু এবং বাংলা]।

১৯. ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা দিবস হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো (১৯৪৮-৫২)?
☑ ১১ই মার্চ।

২০. সর্বদলীয় 'কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর আহ্বায়ক কে ছিলেন?
☑ কাজী গোলাম মাহবুব।

২১. ভাষা আন্দোলনের সময় কত শতাংশ মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ছিল?
☑ ৫৬%।

২২. প্রথম তৈরি "শহিদ মিনার" কে উন্মোচন করেন?
☑ মাহবুবুর রহমান (শহিদ শফিউর রহমানের পিতা)।

২৩. প্রথম শহিদ মিনার পুলিশ ভেঙে দেয় কবে?
☑ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

২৪. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের অবস্থান কোথায়?
☑ ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ।

২৫. 'অমর একুশে'র ভাস্কর কে?
☑ শিল্পী জাহানারা পারভীন।

২৬. দেশের সর্বোচ্চ শহিদ মিনার- এর স্থাপতি কে?
☑ রবিউল হুসাইন।

২৭. সরকারি অর্থায়নে দেশের বাইরে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়-
☑ টোকিও, জাপান (২০০৫)।

২৮. দেশের বাইরে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়-
☑ ওল্ডহ্যাম, যুক্তরাজ্যে (৫ অক্টোবর, ১৯৯৭)।

২৯. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়?
☑ ওমান; উদ্বোধন ২০০৫ সালে।

৩০. 'মোদের গরব'- এর অবস্থান কোথায়?
☑ বাংলা একাডেমি চত্বর।

৩১. 'কবর' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় কবে?
☑ ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩ (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে)।

৩২. 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা; খোকা তুই কবে আসবি'- অপেক্ষামাণ মায়ের আকুতিপূর্ণ এই পঙ্‌ক্তি রচয়িতা কে?
☑ '৫২ এর ভাষা আন্দোলন নিয়ে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

৩৩. একুশের ওপর সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেন কে?
☑ মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী।

৩৪. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানটির রচয়িতা কে?
☑ আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

৩৫. ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ শহিদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে রচিত প্রথম কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ'-এর রচয়িতা কে?
☑ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ।

৩৬. 'মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা'- গানের রচয়িতা কে?
☑ অতুল প্রসাদ সেন।

পাকিস্তান শাসনামল

৩৭. ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র কী কী?
☑ জীবন থেকে নেয়া, বাঙলা ও ফাগুন হাওয়ায়।.

৩৮. একুশের প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'- এর রচয়িতা কে?
☑ জহির রায়হান।

৩৯. একুশের প্রথম নাটক 'কবর'- এর রচয়িতা কে?
☑ মুনীর চৌধুরী (রচনাকাল ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৩)।

৪০. 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটি প্রথম পাঠ করেন কে?
☑ চৌধুরী হারুনুর রশীদ।

৪১. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি কোন চলচ্চিত্রে প্রথম গাওয়া হয়?
☑ জীবন থেকে নেয়া।

৪২. দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা- গানটির রচয়িতা কে?
☑ আব্দুল লতিফ।

৪৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি- গানটি প্রথম কত সালে গাওয়া হয়?
☑ ১৯৫৪ সালে।

৪৪. মুনির চৌধুরীর কবর নাটকের বিষয়বস্তু কি ছিল?
☑ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন।

৪৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMI)- এর অবস্থান কোথায়?
☑ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৪৬. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয় কবে?
☑ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

৪৭. বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম?
☑ মোদের গরব।

৪৮. অমর একুশে ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
☑ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৪৯. বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে প্রথম শহিদ মিনার কবে নির্মাণ করা হয়?
☑ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

৫০. প্রথম শহিদ মিনারের নাম কি?
☑ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ।

৫১. প্রথম শহিদ মিনারের নকশা করেন কে?
☑ ডা. বদরুল আলম।

৫২. ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে-
☑ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।

৫৩. UNESCO কত সালে একুশে পদক লাভ করে?
☑ ২০০৩ সালে।

৫৪. ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলার ভাষার অবস্থান কত?
☑ ৭ম।

৫৫. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কী ছিল?
☑ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

৫৬. পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল পদ কে গ্রহণ করেন?
☑ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৫৭. দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে নিযুক্ত হন?
☑ খাজা নাজিম উদ্দিন।

৫৮. স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন-
☑ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৫৯. পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন-
☑ গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কুমিল্লার বিবাড়িয়া)।

৬০. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মান রক্ষা করেন শহীদ জব্বার, রফিক, বরকত, সালাম। ঐ দিনটি ছিল-
☑ বাংলা ১৩৫৮ সালের ফাল্গুন মাসের ৮ তারিখ (বৃহস্পতিবার)।

৬১. ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হত। দিনটি ছিল-
☑ ১১ মার্চ।

৬২. 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' কত তারিখে গঠিত হয়?
☑ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে।

৬৩. পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন-
☑ ইস্কান্দার মীর্জা (১৯৫৮)।

৬৪. সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কার্যকর হয় কবে?
☑ ২৩ মার্চ, ১৯৫৬।

৬৫. প্রথম শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরি করা হয় ১৯৫২ সালের কোন তারিখে?
☑ ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি

৬৬. ভাষা আন্দোলন প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ "একুশে ফ্রেব্রুয়ারি" গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন?
☑ হাসান হাফিজুর রহমান

৬৭. ভাষা প্রচলন আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় কবে?
☑ ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ (কার্যকর ৮ মার্চ ১৯৮৭)।

৬৮. ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানের একজন নেতা ঘোষণা করেন "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" - কে এই নেতা?
☑ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

৬৯. তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা আন্দোলন হয় কত সালে?
☑ ১৯৬২

৭০. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
☑ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

৭১. ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কে ছিলেন?
☑ ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।

৭২. ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান কোনটি?
☑ ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক রচিত 'ভুলবনা, ভুলবনা একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলবনা'।

পাকিস্তান শাসনামল

৭৩. খাজা নাজিম উদ্দিনের সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কয়দফা চুক্তি হয়?
☑ ৮ দফা।

৭৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন?
☑ আব্দুল মতিন।

৭৫. ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ কে ছিলেন?
☑ রফিক উদ্দিন আহমদ।

৭৬. ভাষা আন্দোলনে শহিদ শফিউর রহমান (শফিক) শহিদ হন কবে?
☑ ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।

৭৭. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
☑ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন।

৭৮. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
☑ লিয়াকত আলী খান।

৭৯. কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের স্থপতি কে?
☑ হামিদুর রহমান।

৮০. ভাষা আন্দোলন জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
☑ বর্ধমান হাউজ, বাংলা একাডেমি।

৮১. যুক্তফ্রন্ট কবে গঠিত হয়?
☑ ১৯৫৩ সালে ৪ ডিসেম্বর।

৮২. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কি ছিল?
☑ নৌকা।

৮৩. মুসলিম লীগের প্রতীক কি ছিল?
☑ হারিকেন।

৮৪. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার কি ছিল?
☑ একুশ (২১) দফা।

৮৫. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের একুশ দফা রচনা করেন কে?
☑ আবুল মনসুর আহমেদ।

৮৬. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের একুশ দফার প্রথম দফা কি?
☑ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান (১ম দফা)।

৮৭. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু কোন দায়িত্ব পালন করেন?
☑ কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।

৮৮. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
☑ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক।

৮৯. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া হয় কেন?
☑ এ. কে. ফজলুল হক দেশদ্রোহীর অপরাধ করেছেন। এ অভিযোগে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হয়।

৯০. যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন ক্ষমতায় ছিল?
☑ ৫৬ দিন।

৯১. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে?
☑ ২২৩ টি (সংরক্ষিত ১৩টি সহ মোট ২৩৬টি)।

৯২. তাসখন্দ চুক্তি কবে, কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
☑ ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬; তাসখন্দ, উজবেকিস্তান।

৯৩. পাক-ভারত যুদ্ধ কবে শুরু হয়?
☑ ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

৯৪. কাগমারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
☑ টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে।

৯৫. কাগমারী সম্মেলনের প্রধান অতিথি কে ছিলেন?
☑ হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী।

৯৬. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বিল গণপরিষদে উপস্থাপিত হয় কবে?
☑ ১৯৫৬ সালে।

৯৭. পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রনীত হয় কত সালে?
☑ ১৯৬২ সালে।

৯৮. কাগমারী সম্মেলনে সভাপতি কে ছিলেন?
☑ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

৯৯. ঐতিহাসিক "ছয় দফা কর্মসূচি" কী?
☑ পাকিস্তানের শাসনামলে বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ছয়টি দাবি, যা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ।

১০০. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফার ৫০ বছর' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় কবে?
☑ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬।

১০১. 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফার ৫০ বছর' বইয়ের লেখক কে?
☑ অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ।

১০২. ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহিদ কে?
☑ মনু মিয়া (জন্মস্থান: বিয়ানীবাজার, সিলেট)। মনু মিয়ার পুরো নাম ফখরুল মৌল খান।

১০৩. ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কী?
☑ জয় বাংলা।

১০৪. জয় বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
☑ ফখরুল আলম।

১০৫. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব কে, কবে ও কোথায় উত্থাপন করেন?
☑ এ কে ফজলুল হক; ২৩ মার্চ, ১৯৪০; লাহোর, পাকিস্তান।

১০৬. লাহোর প্রস্তাবটি গৃহীত হয় কবে?
☑ ২৪ মার্চ, ১৯৪০।

১০৭. ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়?
☑ ম্যাগনাকার্টা সনদ।

১০৮. ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের বাইবেল নামে খ্যাত কোনটি?
☑ ম্যাগনাকার্টা সনদ।

১০৯. ছয় দফা দিবসে পুলিশের গুলিতে কতজন শহিদ হন?
☑ ১১ জন।

১১০. 'সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ' কবে গঠিত হয়?
☑ ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ [বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম ও দশম শ্রেণি]।

পাকিস্তান শাসনামল

১১১. 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গণঅভ্যুত্থানে কত দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে?
☑ এগার দফা।

১১২. 'এগার দফা' কখন ঘোষণা হয়?
☑ ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯।

১১৩. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান কীসের ভিত্তিতে হয়?
☑ আওয়ামী লীগের ছয় দফা, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগার দফা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের আট দফার ভিত্তিতে।

১১৪. আসাদুজ্জামান আসাদ কবে শহিদ হন?
☑ ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।

১১৫. আইয়ুব খান কবে, কার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন?
☑ ২৫ মার্চ ১৯৬৯; মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান।

১১৬. 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে?
☑ এগারো দফা।

১১৭. গণঅভ্যুত্থান দিবস কবে?
☑ ২৪ জানুয়ারি।

১১৮. আসাদ গেটের পটভূমির সাথে জড়িত কোন সাল?
☑ ১৯৬৯ সাল।

১১৯. বাংলাদেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী কে?
☑ ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)।

১২০. ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা কোন বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষক ছিলেন?
☑ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক।

১২১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাস কোন পটভূমিতে রচিত?
☑ ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানের।

১২২. শহিদ জোহা দিবস কবে?
☑ ১৮ ফেব্রুয়ারি।

১২৩. গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ কিসের ভিত্তিতে গঠিত হয়?
☑ ৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে।

১২৪. শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করেন কে?
☑ তোফায়েল আহমেদ (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯)।

১২৫. পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নামকরণ কে করেন?
☑ শেখ মুজিবুর রহমান।

১২৬. কবে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নাম করণ করা হয়?
☑ ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯।

১২৭. গণঅভ্যুত্থানকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর কে ছিলেন?
☑ মোনায়েম খান।

১২৮. মতিউর রহমান কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন?
☑ ঢাকা বকশি বাজারের নবকুমার ইনস্টিটিউট।

১২৯. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস-
☑ চিলে কোঠার সেপাই।

১৩০. প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
☑ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার (পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি)।

১৩১. পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল কতটি?
☑ ৩১০টি (এর মধ্যে সংরক্ষিত ১০টি)।

১৩২. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল কত?
☑ ৩১৩টি

১৩৩. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের আসন কতটি ছিল?
☑ ১৬৯টি (এর মধ্যে সংরক্ষিত ছিল ৭টি)।

১৩৪. নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
☑ আওয়ামী লীগ।

১৩৫. পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
☑ ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে।

১৩৬. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে?
☑ ২৯৮টি (সংরক্ষিত ১০টি আসন সহ)।

১৩৭. কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফা রচিত হয়?
☑ লাহোর প্রস্তাব।

১৩৮. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতজনকে আসামি করা হয়েছিল?
☑ ৩৫ জনকে।

১৩৯. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলে খ্যাত কোনটি?
☑ ছয়দফা প্রস্তাব।

১৪০. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কেন প্রত্যাহার করা হয়েছিল?
☑ প্রচণ্ড গণআন্দোলনের জন্য।

১৪১. "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"-এই মামলা থেকে যে তারিখে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়-
☑ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

১৪২. পূর্ব বাংলার নামকরণ পূর্ব পাকিস্তান হয়-
☑ ২৩ মার্চ, ১৯৫৬।

১৪৩. পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্র চালু করেছিলেন কে?
☑ জেনারেল আইয়ুব খান।

১৪৪. ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন?
☑ এ.কে. ফজলুল হক।

১৪৫. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয় লাভ করে?
☑ ২৩৬টি আসনে।

১৪৬. ১৯৭০ সনে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
☑ আওয়ামী লীগ।

১৪৭. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে কত দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে?
☑ ২১ দফা।

১৪৮. তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা আন্দোলন হয় কত সালে?
☑ ১৯৬২।

১৪৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
☑ মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

১৫০. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের কয় দফা দাবী ছিল?
☑ ১১ দফা।

পাকিস্তান শাসনামল

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. ইউনেস্কো কোন তারিখে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়? [MBBS: 2020-21]
ক. ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ. ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯
গ. ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ ঘ. ২৬ মার্চ ১৯৯৭

০২. 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' এই মামলা থেকে ১৯৬৯ সালে নিচের কোন তারিখে পাকিস্তানি সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়? [MBBS: 2009-10]
ক) ২২ এপ্রিল খ) ২২ জানুয়ারি
গ) ২২ মার্চ ঘ) ২২ ফেব্রুয়ারি

০৩. ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় নিম্নের কাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জেলখানায় পাকিস্তানিরা হত্যা করে? [BDS: 2009-10]
ক) হাবিলদার মুজিবুর রহমান খ) ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক
গ) সার্জেন্ট জহুরুল হক ঘ) কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন

বিসিএস পরীক্ষা

০৪. ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবিতে কোন দুটি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব ছিল? [46th BCS]
ক. অর্থ ও পররাষ্ট্র খ. বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা
গ. স্বরষ্ট্র পরিকল্পনা ঘ. প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র

০৫. ১৯৫৮ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয়লাভ করেছিল? [46th BCS]
ক. ২১৯ খ. ২২১ গ. ২২৩ ঘ. ২২৫

০৬. 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়- [45th BCS]
ক. ১৯৪৮ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৫২ সালে ঘ. ১৯৫৪ সালে

০৭. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন- [45th BCS]
ক. ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ খ. ২৩ মার্চ ১৯৬৬
গ. ২৬ মার্চ ১৯৬৬ ঘ. ৩১ মার্চ ১৯৬৬

০৮. 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক- [45th BCS]
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. শামছুল হক
গ. আতাউর রহমান খান ঘ. আবুল হাশিম

০৯. 'তমদ্দুন মজলিশ' কে প্রতিষ্ঠা করেন? [44th BCS]
ক. হাজী শরিয়তউল্লাহ
খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
গ. আবুল কাশেম
ঘ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১০. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি' আমি কি ভুলিতে পারি'- গানটি কে রচনা করেন? [44th BCS]
ক. মুনির চৌধুরী খ. জহির রায়হান
গ. আবদুল গাফফার চৌধুরী ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম

১১. কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? [44th BCS]
ক. লাইবেরিয়া খ. নামিবিয়া
গ. হাইতি ঘ. সিয়েরা লিওন

১২. UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [44th BCS]
ক. ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯ খ. ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯
গ. ১৯ নভেম্বর ২০০১ ঘ. ২০ নভেম্বর ২০০১

১৩. বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল? [44th BCS]
ক. ২১ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৫৪ খ. ২২ মার্চ ১৯৫৮
গ. ২০ এপ্রিল ১৯৬২ ঘ. ২৩ মার্চ ১৯৬৬

১৪. মুজিবনগর সরকারের ত্রান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [44th BCS]
ক. তাজউদ্দিন আহমেদ খ. এ এইচ এম কামরুজ্জামান
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ. এম মনসুর আলী

১৫. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল? [43rd BCS]
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি

১৬. ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো? [42nd BCS]
ক. ১৫ই জানুয়ারি খ. ২১শে ফেব্রুয়ারি
গ. ১১ই মার্চ ঘ. ২৩ শে এপ্রিল

১৭. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [42nd BCS]
ক. তমদ্দুন মজলিশ খ. ভাষা পরিষদ
গ. মাতৃভাষা পরিষদ ঘ. আমরা বাঙালি

১৮. কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে? [41st BCS, DU (B): 2015-16]
ক. রুয়ান্ডা খ. সিয়েরালিয়ন
গ. সুদান ঘ. লাইবেরিয়া

১৯. ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা কবিতা কোনটি? [41st BCS]
ক. হুলিয়া খ. তোমাকে অভিবাদন প্রিয়া
গ. সোনালি কাবিন ঘ. স্মৃতিস্তম্ভ

২০. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [41st, 13th BCS]
ক. খাজা নাজিম উদ্দিন খ. নুরুল আমিন
গ. লিয়াকত আলী খান ঘ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

২১. ঐতিহাসিক 'ছয়দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না–[41st BCS]
ক. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ. বিচার ব্যবস্থা

২২. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়– [41st BCS]
ক. রোজ গার্ডেনে খ. সিরাজগঞ্জে
গ. সন্তোষে ঘ. সুনামগঞ্জে

পাকিস্তান শাসনামল

২৩. শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামি সংখ্যা ছিল কত জন? [40th BCS]
ক. ৩৪ জন খ. ৩৫ জন গ. ৩৬ জন ঘ. ৩২ জন

২৪. ২১ শে ফেব্রুয়ারির বিখ্যাত গানটির সুরকার কে? [40th BCS]
ক. সুবির শাহা খ. সুধিন দাশ
গ. আলতাফ মাহমুদ ঘ. আলতাফ মামুন

২৫. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল? [38th BCS]
ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব খ) সামাজিক চেতনা
গ) অসাম্প্রদায়িকতা ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ

২৬. ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না- [38th BCS]
ক) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

২৭. ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের-[38th BCS]
ক) ফেব্রুয়ারি মাসে খ) মে মাসে
গ) জুলাই মাসে ঘ) আগস্ট মাসে

২৮. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল- [37th BCS]
ক) ধানের শীষ খ) নৌকা
গ) লাঙল ঘ) বাই সাইকেল

২৯. ঐতিহাসিক ৬ দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়? [37th BCS]
ক) বিল অব রাইটস খ) ম্যাগনাকার্টা
গ) পিটিশন অব রাইটস ঘ) মুখ্য আইন

৩০. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়-[36th BCS]
ক) ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ খ) ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
গ) ২৯ জানুয়ারি, ১৯৪৮ ঘ) ৫ জানুয়ারি, ১৯৪৭

৩১. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদে কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়? [36th BCS]
ক) ৯ মে, ১৯৫৪ খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

৩২. ছয় দফা দাবি পেশ করা হয়- [36th, 40thBCS]
ক) ১৯৭০ সালে খ) ১৯৬৬ সালে
গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৯৬৯ সালে

৩৩. পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি কে উত্থাপন করেন? [35th , 34th , 24th BCS]
ক) আব্দুল মতিন খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৩৪. ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক কোনটি? [34th BCS]
ক) কবর খ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ) জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন ঘ) ওরা কদম আলী

৩৫. "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো, একুশে ফেব্রুয়ারি"-এ গানটির প্রথম সুরকার কে? [34th BCS]
ক) আব্দুল গাফফার চৌধুরী খ) আসাদ চৌধুরী
গ) আলতাফ মাহমুদ ঘ) আবদুল লতিফ

৩৬. নিচের কোন সংস্থাটি ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? [34th BCS]
ক) UNDP খ) UNESCO
গ) UNICEF ঘ) UNCTAD

৩৭. ভাষা আন্দোলন বিষয়ক উপন্যাস কোনটি? [32nd BCS]
ক) আরেক ফাল্গুন খ) জীবন ঘষে আগুন
গ) নন্দিত নরকে ঘ) পিঙ্গল আকাশ

৩৮. ছয় দফা দাবী কোথায় উত্থাপিত হয়? [30th BCS, 22nd BCS]
ক) ঢাকা খ) লাহোর
গ) দিল্লি ঘ) চট্টগ্রাম

৩৯. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কি ছিল? [21st BCS]
ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
গ) পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি স্বত্বের উচ্ছেদ সাধন

৪০. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তখনকার বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা দাবি পেশ করেন। ঐ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [18th BCS]
ক. ঢাকায় খ. নারায়ণগঞ্জে
গ. লাহোর ঘ. করাচীতে

৪১. ১৯৫২ সালের তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কীসের জন্ম দিয়েছিল? [14th BCS]
ক) এক রাজনৈতিক মতবাদের
খ) এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
গ) এক নতুন জাতীয় চেতনার
ঘ) এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার

৪২. পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন কবে প্রণীত হয়? [13th BCS]
ক. ১৯৫০ খ. ১৯৪৮
গ. ১৯৪৭ ঘ. ১৯৫৪

উত্তরমালা											
০১. খ	০২. ঘ	০৩. গ	০৪. ঘ	০৫. গ	০৬. গ	০৭. খ	০৮. খ	০৯. গ	১০. গ	১১. ঘ	১২. খ
১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. গ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. ক	২১. ঘ	২২. গ	২৩. খ	২৪. গ
২৫. ঘ	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. খ	২৯. খ	৩০. ক	৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. খ
৩৭. ক	৩৮. খ	৩৯. খ	৪০. গ	৪১. গ	৪২. ক						

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

ক্যালেন্ডার: ১৯৭১	
অগ্নিঝরা মার্চের উত্তাল কিছু দিন	**১ মার্চ:** জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত। বাঙালি প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে।
	২ মার্চ-২৫ মার্চ: অসহযোগ আন্দোলন: ১৯৭১ সালের ২-২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন হলো অসহযোগ আন্দোলন।
	২ মার্চ: স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় লাখ লাখ ছাত্র-জনতার সামনে **বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর ভিপি ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব। পরবর্তীতে তাই এই দিনটিকে 'পতাকা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।** এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। 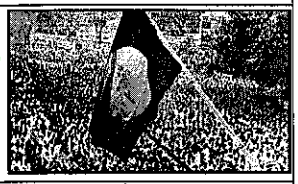
	৩ মার্চ: স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা: ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। **'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'-গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়** (স্বাধীনতার ইশতেহার)। এদিন পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। ৩রা মার্চ সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। হরতালের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান **শঙ্কু সমজদার।** তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ। **স্বাধীনতার ইশতেহারে ৩টি লক্ষ্য** ১. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। ২. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক শ্রমিক রাজনীতি কায়েম করতে হবে। ৩. স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।
	৪ মার্চ: শিল্পীদের বেতার-টিভি বর্জনের ঘোষণা।
	৬ মার্চ: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, লে. জে. টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন সংসদের অধিবেশন ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।
	৭ মার্চ: ঐতিহাসিক ভাষণ।
	৯ মার্চ: মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জনসভা করেন।
	১১ মার্চ: স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা। কবি আহসান হাবীব, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রমুখ সরকারের খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের খেতাব বর্জন করেন।
	১২ মার্চ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে আয়োজিত এক সভায় পটুয়া কামরুল হাসানের আহ্বানে শাপলাকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	১৫ মার্চ: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন।
	১৬ মার্চ: শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আলোচনা শুরু। বিভিন্ন মিছিলে সামরিক বাহিনীর হামলা।
	১৯ মার্চ: সশস্ত্র প্রতিরোধ: ১৯ মার্চ, ১৯৭১ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের জনতা।
	২১ মার্চ: মাওলানা ভাসানী এক জনসভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে দেয়ার দাবি জানান।
	২৩ মার্চ: পাকিস্তান দিবসে সারাদেশে কালো পতাকা এবং শেখ মুজিবের বাড়িতে শিবনারায়ণ দাশের ডিজাইন করা স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ কারণে পরবর্তীতে ২৩ মার্চ কে পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।
	২৫ মার্চ: অপারেশন সার্চ লাইট।
	২৬ মার্চ: মহান স্বাধীনতার ঘোষণা।
এপ্রিল	**৪ এপ্রিল:** হবিগঞ্জে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ গঠন হয়।
	৬ এপ্রিল: পাকিস্তানের কলকাতাস্থ হাইকমিশন অফিস প্রধান জনাব এম. হোসেন আলী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।
	১০ এপ্রিল: মুজিবনগর সরকার গঠন।
	১৭ এপ্রিল: মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ।
	১৮ এপ্রিল: কলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনে বাংলাদেশের বাহিরে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

জুলাই	**২৯ জুলাই:** প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ ঃ ২৯ জুলাই ১৯৭১ বিমান মল্লিকের ডিজাইন করা বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাক টিকিট প্রেস রিলিজের মাধ্যমে একযোগে মুজিবনগর, কলকাতার বাংলাদেশ মিশন ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।
আগস্ট	**১ আগস্ট: দ্যা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ:** একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১ আগস্ট ১৯৭১ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। পণ্ডিত রবিশংকর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বজনমত গড়ে তোলা এবং শরণার্থীদের আর্থিক সহায়তা দেয়ার জন্য তার ঘনিষ্ট বন্ধু বিশ্বখ্যাত ব্যান্ড বিটলসের শিল্পী জর্জ হ্যারিসনকে নিয়ে এ অবিস্মরণীয় কনাসার্টের আয়োজন করেছিলেন।
	১৫ আগস্ট: অপারেশন জ্যাকপট।
নভেম্বর	**২১ নভেম্বর:** সশস্ত্র বাহিনী গঠন।
ডিসেম্বর	**৬ ডিসেম্বর: যশোর জেলা প্রথম শত্রুমুক্ত হয়।**
	৬ ডিসেম্বর: ভুটান ও ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দান।
	১৪ ডিসেম্বর: শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যা।
	১৬ ডিসেম্বর: মহান বিজয় লাভ।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতার ইশতেহার

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার গঠনের পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিব ঐ দিনই (১ মার্চ) দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের আহবান জানান। শেখ মুজিবের আহবানে **১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'অসহযোগ আন্দোলন' পরিচালিত হয়।** **'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'** ছিলো এই সময়কার অসহযোগ আন্দোলনের স্লোগান।

প্রথম শহিদ	**শঙ্কু সমজদার** (ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল, বয়স ছিল ১২ বছর, উল্লেখ্য ঐদিন বিকেলে রংপুরে আরও দুজন ও ঢাকার মৌচাকে ফারুক ইকবাল শহিদ হন।
প্রথম নারী শহিদ	**মহিলা কবি মেহেরুন্নেসা** (রাণু) ২৭ মার্চ, ১৯৭১। **২৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করায় সপরিবারে হত্যা করা হয়।**
সর্বশেষ শহিদ	তসলিম উদ্দিন (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে বুড়িগঙ্গা হয়ে বাসায় ফেরার পথে নৌকা ডুবিতে মারা যায়)

- **বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার পটুয়া কামরুল হাসান।**

৭ই মার্চের ভাষণ

- স্থান: রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- সময়: ৭ মার্চ ১৯৭১, রোজ: রবিবার বিকাল ৩টা ২০ মিনিট
- ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল: স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রাম।
- ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল: অসহযোগ আন্দোলন।
- **সংবিধানের যে তফসিলে ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভূক্ত: ৫ম তফসিল।**
- মোট সময়: ১৮ মিনিট (২৩ মিনিটের ভাষণটি রেকর্ড করা হয়েছিল ১৮ মিনিট)
- **৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু বা দাবি ছিল চারটি।**

ক) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার	খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া
গ) গণহত্যার তদন্ত করা	ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

- **ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ৭ মার্চের ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য/Memory of the World Register) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।** ইউনেস্কোর এ যাবৎ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ- ৭ মার্চের ভাষণ (৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণ ৪৮ তম)।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

অপারেশন সার্চলাইট

পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। অপারেশন সার্চলাইট এর পূর্বনাম ছিল "অপারেশন ব্লিটজ" বা "অপারেশন ব্লিজ"। ১৮ মার্চ, ১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চ লাইটের

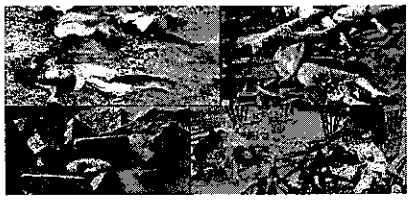

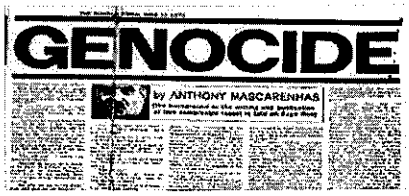

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা অভিযান 'অপারেশন সার্চলাইট'

নীলনকশা তৈরি করেন গর্ভনর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান। অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী, ঢাকা শহরের গণহত্যার মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে। ঢাকার বাহিরে এ অপারেশনের দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। সার্বিকভাবে এ পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করেন গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান। ঢাকার পিলখানায়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ইপিআর সহ সারাদেশের সামরিক ও আধাসামরিক সৈনিকদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী পোড়া মাটি নীতি বা Scorched Earth গ্রহণ করেছিল সেজন্য বেলুচিস্তানের কসাই খ্যাত টিক্কা খান বলেছিলেন "পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ চাইনা, মাটি চাই।" এই রাত (২৫ শে মার্চ রাত, ১৯৭১) বাংলাদেশের ইতিহাসে "কালোরাত্রি" হিসেবে স্বীকৃত। এ দিবসটি এখন 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃত। ওয়াশিংটন পোস্টের বিখ্যাত সাংবাদিক সাইমন ড্রিং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাংলায় পাকিস্তানিদের বর্বরতার রিপোর্ট বহিঃবিশ্বে প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে সারা বিশ্ব এই গণহত্যা সম্পর্কে অবগত হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

- ২৬ মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এর পর তিনি ২৭ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আবারও স্বাধীনতা ঘোষণা দেন।
- পৃথিবীর দুটি দেশে যুদ্ধের আগেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল- একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক স্থাপন করা হয়- চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।
- এ বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে। এটির নাম প্রথমে ছিলো- স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র। পরবর্তীতে ২৮ মার্চ, ১৯৭১ সালে মেজর জিয়াউর রহমানের অনুরোধে 'বিপ্লবী' শব্দটি বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয়- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। বর্তমান নাম- বাংলাদেশ বেতার (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।
- ৩০ মার্চ পাকিস্তান বিমানবাহিনী এটি ধ্বংস করে দিলে পরে ৩ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা থেকে এবং পরে ২৫ মে, ১৯৭১ সালে কলকাতায় স্থানন্তর করা হয়। স্বাধীনতার পর ঢাকা স্থানান্তরিত হয় ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- 'চরমপত্র' সিরিজের পরিকল্পনা করেন- আব্দুল মান্নান। আঞ্চলিক ঢাকাইয়া ভাষায় হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মকভাবে এটি পাঠ করতেন- এম আর আখতার মুকুল।
- জল্লাদের দরবারে অনুষ্ঠানে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতীকী চরিত্র- কেপ্পা ফতেহ খান।
- প্রথম নারী শিল্পী নমীতা ঘোষ।
- প্রথম পত্রিকা পাঠ করেন- বেলাল মোহাম্মদ।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে মুক্তিযুদ্ধের দ্বাদশ সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করা হতো।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ		
অনুষ্ঠানের নাম	অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তু	নেপথ্যের কুশলীবৃন্দ
চরমপত্র	রম্যকথিকা	পরিকল্পনা: আবদুল মান্নান কথক: এম আর আখতার মুকুল
ইসলামের দৃষ্টিতে	ধর্মীয় কথিকা	কথক: সৈয়দ আলি আহসান
জল্লাদের দরবার	জীবন্তিকা (নাটিকা)	লেখক: কল্যাণ মিত্র কণ্ঠ: রাজু আহমেদ এবং নারায়ণ ঘোষ
দৃষ্টিপাতকথিকা		কথক: ডঃ মাজহারুল ইসলাম
বিশ্বজনমত	সংবাদ ভিত্তিক কথিকা	কথক: সাদেকীন
বাংলার মুখ	জীবন্তিকা	
প্রতিনিধির কণ্ঠ	অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের ভাষণ	
পিন্ডির প্রলাপ	রম্যকথিকা	কথক: আবু তোয়াব খান
দর্পণ	কথিকা	কথক: আশরাফুল আলম
প্রতিধ্বনি	কথিকা	কথক: শহীদুল ইসলাম
কাঠগড়ার আসামি	কথিকা	কথক: মুস্তাফিজুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত গান			
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী
জয় বাঙলা, বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	শাহনাজ বেগম
আমার সোনার বাংলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কোরাস (সমবেত)
কারার ঐ লৌহকপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	কোরাস
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
মাগো ভাবনা কেন	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	হেমন্ত মুখোপধ্যায়	হেমন্ত মুখোপধ্যায়
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	কোরাস
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	কোরাস
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান	কোরাস
নোঙ্গর তোল তোল	নঈম গহর	সমর দাস	কোরাস

স্বাধীন বাংলা বেতারের কার্যক্রম

- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ৩টি পর্ব- সূচনা, অন্তর্বর্তীকালীন ও স্থিতি।
- পর্যায়ক্রমে তিনটি স্থান থেকে প্রচার- কালুরঘাট (চট্টগ্রাম), আগরতলা (ভারত) এবং বালিগঞ্জ, কলকাতা (ভারত)।

পর্ব	স্থান	সময়
সূচনা	কালুরঘাট, চট্টগ্রাম	২৬-৩০ মার্চ ১৯৭১
অন্তর্বর্তীকালীন	আগরতলা, ত্রিপুরা	৩ এপ্রিল- ২৫ মে ১৯৭১
স্থিতি	বালিগঞ্জ, কলকাতা	২৫ মে ১৯৭১- ২ জানুয়ারি ১৯৭২

প্রবাসী সরকার

১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত সাংসদগণ আগরতলায় একত্রিত হয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। এই সরকারই স্বাধীন সার্বভৌম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'। ঐ দিনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জারি করা হয়, তবে এটি কার্যকর ধরা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে। মুজিবনগর সরকারের সদস্য ছিল ০৬ জন। বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমান মেহেরপুর জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার এক আম বাগানে। এজন্য প্রতিবছর ১৭ এপ্রিল 'মুজিবনগর দিবস' হিসেবে পালিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আব্দুল মান্নান এবং শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম কে গার্ড অব অনার দেন- এসডিপিও মাহাবুব উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ ও আনসারের একটি দল

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

এই সরকারের প্রধান ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধেরও সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তাঁর নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর । এ সরকার 'প্রবাসী সরকার' ও 'অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার' নামেও পরিচিত। কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড (বর্তমানে শেক্সপীয়ার সরণি) থেকে প্রবাসী সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় পরিচালিত হত। এখানেই ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ বাংলাদেশ বাহিনী গঠন করা হয়।

১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানে-

- কুরআন তেলাওয়াত করেন- বাকের আলী (মুজিব নগর)
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী।
- জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন- সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ সেন্টু ও তার দল।
- বাংলাদেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
- দপ্তর বণ্টন- ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১।
- মুজিবনগর সরকারের রাজধানী ছিল- বৈদ্যনাথ তলা (বর্তমান- মুজিবনগর)
- মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন- বেগম নাজিরা ইসলাম।
- মুজিবনগর সরকার বিলুপ্ত হয়- ১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে।
- ১৯৮৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি মেহেরপুরকে জেলাতে রূপান্তর করা হয়। এজন্য বর্তমানে মুজিবনগর মেহেরপুর জেলার অন্তর্গত।

- মুক্তিবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও প্রধান সেনাপতি- কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী (মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী)।
- চিফ অফ স্টাফ- লে. কর্নেল আব্দুর রব।
- বিমান বাহিনীর প্রধান ও উপ সেনা প্রধান- গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

১০ এপ্রিল	১৭ এপ্রিল
স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।	মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।	স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত বা অনুমোদন হয়।
আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি।	স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ।
স্বাধীনতার ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে জারি হয়, তবে কার্যকর ধরা হয় ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সাল থেকে।	তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন মুজিবনগর।
১৯৭০ সালে নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের (MNA) ও প্রাদেশিক পরিষদের (MPA) একত্রিত হয়ে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন।	তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগরকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী এর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম তফসিলে [১৫০ (২)] অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম তফসীলে [১৫০(২)] অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সরকারের অধীনে মন্ত্রণালয় ছিল ১২টি ও মন্ত্রী ছিলেন ৬ জন।

মুজিবনগর সরকারের (প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার) দপ্তর বণ্টন

নাম	পদবি	ছবি	মন্ত্রণালয়
শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক		-
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি		অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী		প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার এবং টেলিযোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজকল্যাণ, সংস্থাপন এবং প্রশাসন। তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন।
ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	মন্ত্রী		অর্থ, বাণিজ্য এবং শিল্প, পরিবহন।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	মন্ত্রী		পররাষ্ট্র, আইন এবং সংসদ বিষয়ক।
এ এইচ এম কামারুজ্জামান	মন্ত্রী		স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন, কৃষি।

সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন

১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুজিবনগর সরকার। এ সরকারকে দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদানের জন্য ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। ৫টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত এ উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ।

নাম	পরিচিতি
মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (প্রধান)	সভাপতি, ন্যাপ (ভাসানী)
মণি সিং	সভাপতি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি
অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ	সভাপতি, ন্যাপ (মোজাফ্ফর)
মনোরঞ্জন ধর	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস
তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী (পদাধিকার বলে)
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্রমন্ত্রী (পদাধিকার বলে)
ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এ এইচ এম কামারুজ্জামান	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও সচিবালয়

কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নম্বর বাড়িটি ছিল প্রথমে প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তর। পরে ১৯৭১ সালের ২৫ মে এই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অস্থায়ী স্টুডিও। থিয়েটার রোডের (বর্তমান শেক্সপীয়ার সরণি) ৮নং বাড়িতে তখন অস্থায়ী সরকারের সদর দপ্তর স্থানান্তর করা হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পদ			
পদ	নাম	পদ	নাম
মুখ্য সচিব	রুহুল কুদ্দুস	ক্যাবিনেট সচিব (মন্ত্রিপরিষদ)	হোসেন তওফিক ইমাম
অর্থসচিব	খন্দকার আসাদুজ্জামান	প্রতিরক্ষা সচিব	আবদুস সামাদ
পররাষ্ট্র সচিব	চাষী মাহাবুবুল আলম	বহির্বিশ্বের বিশেষ দূত	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
পুলিশ প্রধান ও স্বরাষ্ট্র সচিব	আবদুল খালেক	পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান	ড. মোজাফফর আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

কূটনৈতিক মিশন

- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করাই ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম) বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে।
- **কলকাতায় প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়।** ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাস্থ বাংলাদেশ মিশনে এম হোসেন আলী মুজিব নগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে **বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি হাইকমিশনার হিসেবে প্রথম বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।**
- কূটনীতিক হিসেবে নয়াদিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের কূটনীতিকদ্বয় কে.এম. শাহাবুদ্দীন এবং আমজাদুল হক ৬ এপ্রিল, ১৯৭১ বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন খোলা হয় এম আর সিদ্দিকী এর অধীনে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসে মিশন গঠন

শহর	দেশ	মিশন প্রধানের নাম	তারিখ
কলকাতা	ভারত	এম হোসেন আলী	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
দিল্লি	ভারত	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	-
লন্ডন	যুক্তরাজ্য	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	-
ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	এম. আর. সিদ্দিকী	৪ আগস্ট, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

তেলিয়াপাড়া বাংলোয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বৈঠক

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল মুক্তিবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা চা বাগানে পরিবৃত আধা-পাহাড়ি এলাকা তৎকালীন সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জের মাধবপুর) তেলিয়াপাড়ায় অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সদরদপ্তরে একত্রিত হন। চা বাগান ব্যবস্থাপকের বাংলোয় দেশকে স্বাধীন করার জন্য ঐতিহাসিক এক শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় চারজন সিনিয়র কমান্ডারকে চারটি অঞ্চলে অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়।

তেলিয়াপাড়ায় অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বৈঠক

এই চারটি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন:

অঞ্চল	অধিনায়ক
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল	মেজর জিয়াউর রহমান
কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চল	মেজর খালেদ মোশাররফ
সিলেট ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চল	মেজর কে এম শফিউল্লাহ
কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী

তেলিয়াপাড়া চা বাগান ম্যানেজার বাংলোটিকে ৩ নম্বর সেক্টর কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বৈঠক শেষে এম.এ. জি ওসমানী নিজের পিস্তলের ফাঁকা গুলি ছুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ওসমানী ও রবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধের নকশা প্রণয়ন এবং যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার শপথ করানো হয়। শপথবাক্য পাঠ করান এম.এ.জি ওসমানী। **৪ঠা এপ্রিল, ঐতিহাসিক তেলিয়াপাড়া দিবস হিসাবে পালন করা হয়।**

তেলিয়াপাড়া স্মৃতিসৌধ

এ স্মৃতিসৌধ হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে অবস্থিত। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এ স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ। **বুলেটের আকৃতিতে তৈরি এই সৌধের সামনে দু'টি ফলকে অঙ্কিত রয়েছে 'শামসুর রাহমান' এর বিখ্যাত "স্বাধীনতা তুমি" কবিতা।** চারপাশের চা-বাগানের সবুজের বেষ্টনীতে স্মৃতিসৌধসহ রয়েছে একটি লেক।

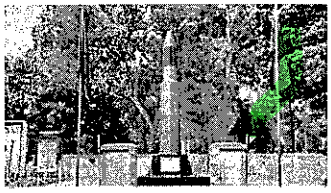
তেলিয়াপাড়া স্মৃতিসৌধ

মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণকারী নেতৃবৃন্দ

প্রধান সেনাপতি	কর্নেল এম এ জি ওসমানী
সেনাবাহিনী প্রধান বা চিফ অব স্টাফ	কর্নেল আব্দুর রব
বিমানবাহিনী প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিকেল সার্ভিস	মেজর ডা. শামসুল আলম

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের যত বাহিনী

ক) **নিয়মিত বাহিনী বা মুক্তিবাহিনী**

- ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। সরকারিভাবে এদের নামকরণ করা হয় এম এফ (মুক্তিফৌজ)। **মুক্তিফৌজ গঠন করা হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। মুক্তিফৌজকে মুক্তিবাহিনী নামকরণ করা হয় ১১ এপ্রিল, ১৯৭১। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে মুক্তিবাহিনী বা মুক্তিফৌজের আনুষ্ঠানিক নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ বাহিনী।**

- কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে বাংলাদেশ বাহিনীর সদরদপ্তর স্থাপিত হয়। ১২ এপ্রিল থেকে এই সদরদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম.এ রব এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকারকে যথাক্রমে চীফ অব স্টাফ এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করা হয়।
- **১০-১৫ জুলাই, ১৯৭১ প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুদ্ধাঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী অপারেশন চালানোর সুবিধার্থে দেশকে ১১টি সেক্টর এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করেন।**

খ) অনিয়মিত বাহিনী

এ বাহিনীতে ছিল ছাত্র ও যুবকেরা। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য এদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। এই বাহিনীর সরকারি নাম ছিল 'গণবাহিনী' বা এফ. এফ. (ফ্রিডম ফাইটার্স বা মুক্তিযোদ্ধা)।

- মুক্তিবাহিনী- বাঙ্গালী যুবকদের নিয়ে গঠিত বাহিনী।
- **১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী তেলিয়াপাড়া দলিলের মাধ্যমে রণকৌশল প্রণয়ন করে।**

যৌথবাহিনী

২১ নভেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথবাহিনী গঠিত হয়। স্থল, নৌ ও আকাশপথে যৌথভাবে আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করাই ছিল যৌথবাহিনী গঠনের মূল উদ্দেশ্য। **যৌথবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।**

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

২১ নভেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী'। সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আক্রমণের সূচনা করে এ বাহিনী।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ব্যাটেলিয়ানের সদস্যরাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। তাদেরকে নিয়ে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পথচলা শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনীর অধীনে ব্রিগেড আকারে ৩টি ফোর্স গঠিত হয়।

ব্রিগেড ফোর্স

ফোর্স	গঠনের তারিখ	অধিনায়ক	সদর দপ্তর	অন্তর্ভুক্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
জেড ফোর্স	০৭ জুলাই, ১৯৭১	মেজর জিয়াউর রহমান	তেলঢালা, তুরা	১, ৩, ৮
এস ফোর্স	০১ অক্টোবর, ১৯৭১	মেজর কে.এম.শফিউল্লাহ	হাজামারা	২, ১১
কে ফোর্স	১৪ অক্টোবর, ১৯৭১	মেজর খালেদ মোশাররফ	আগরতলা, ত্রিপুরা	৪, ৯, ১০

মেজর জিয়াউর রহমান

মেজর কে.এম.শফিউল্লাহ

মেজর খালেদ মোশাররফ

২১ অক্টোবর, ১৯৭১ খালেদ মোশাররফ গুরুতরভাবে আহত হলে 'কে ফোর্সের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেজর খালেক চৌধুরী।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ভারত থেকে উপহার পাওয়া 'পদ্মা' ও 'পলাশ' নামের দুটি ছোট টহল গানবোট এবং বাঙালি অফিসার ও নাবিকদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এই বাহিনী ১০নং সেক্টরের অধীনে ছিলো।

- ১০ নং সেক্টরের অধীনে নৌ কমান্ডো ছিল- ১৪৮ জন। তবে **এই সেক্টরে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিলো না।**
- বাংলাদেশ নৌ বাহিনী 'অপারেশন জ্যাকপট' পরিচালনা করে একদিনে পাক বাহিনীর চট্টগ্রাম বন্দরে ১০টি এবং মংলা বন্দরে ৫০টি জাহাজ ধ্বংস করে।

অপারেশন জ্যাকপট

- ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নৌ-শক্তি ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সাপ্লাই লাইন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং চাঁদপুর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরসমূহে অবস্থিত পাকিস্তানি বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজে আক্রমণ করা হয়, এটি 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে পরিচিত।
- অপারেশ জ্যাকপট ১০নং সেক্টর (নৌবাহিনী সেক্টর) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই অভিযানে প্রায় অর্ধশতাধিক পাকিস্তানি জাহাজ ধ্বংস হয়।
- অপারেশন জ্যাকপট পরিচালনায় 'আকাশবাণী' (রেডিও স্টেশন) কলকাতা থেকে ২টি গানের মাধ্যমে নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রথম গান পঙ্কজ মল্লিকের 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' ও দ্বিতীয় গানটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'আমার পুতুল যাবে শ্বশুর বাড়ি'।
- অপারেশন হট প্যান্টস ১৬ আগস্ট, ১৯৭১ থেকে পরবর্তী সময়ে নৌবাহিনীর অভিযানসমূহের সাংকেতিক নাম।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

ভারত সরকার থেকে পাওয়া আমেরিকার তৈরি ১টি পুরনো ডাকোটা ডিসি-৩ বিমান, কানাডার তৈরি একটি অটার বিমান এবং ফ্রান্সের তৈরি ১টি অ্যালুয়েট-৩ হেলিকপ্টার নিয়ে **১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।** সশস্ত্র বাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর গুপ্তনাম দেয়া হয় **'কিলো ফ্লাইট'**।

অ্যালুয়েট-৩

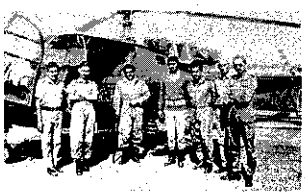

মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধরা

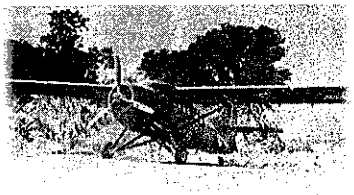

মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমান

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে পাক-হানাদার বাহিনী ঢাকার পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করে। এই বাহিনীর সদস্যরা এ আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অনেক অবদান রাখে।

বাংলাদেশ পুলিশ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে প্রথম সরাসরি প্রতিরোধ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে অবস্থিত পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা, এটি ছিল অপারেশন সার্চলাইটে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ। ঝিনাইদহের তৎকালীন সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার মাহবুব উদ্দিন আহমদ বীরবিক্রম, ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার-প্রদান করেন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মেহেরপুরের আম্রকাননে (মুজিবনগরে) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণকালে আনসার প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর সাথে ১২ জন বীর আনসার সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৯ জন কর্মকর্তা, ৩ জন কর্মচারী ও ৬৫৮ জন আনসার সদস্য শহিদ হন।

মুজিব ব্যাটারি

স্বাধীনতা যুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুসারে ১৯৭১ সালের ২২ জুলাই ভারতের কোনাবনে গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম আর্টিলারি ইউনিট বা ভারী অস্ত্র সংবলিত গোলন্দাজ ইউনিট। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ ইউনিট মুজিব ব্যাটারি। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ৮০জন বাঙালি সৈন্য নিয়ে ত্রিপুরায় খালেদ মোশাররফ গঠন করেন মুজিব ব্যাটারী।

আঞ্চলিক বা স্থানীয় বাহিনী	
মুক্তিযুদ্ধে বাহিনী	অঞ্চল/এলাকা
কাদেরিয়া বাহিনী (নেতা- বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম)	টাঙ্গাইল
হেমায়েত বাহিনী (নেতা- হেমায়েত উদ্দিন, বীর বিক্রম)	ফরিদপুর
আফসার ব্যাটালিয়ন (নেতা- মেজর আফসার উদ্দিন আহমেদ)	ময়মনসিংহ
আকবর বাহিনী (নেতা- আকবর হোসেন মিয়া)	মাগুরা
বাতেন বাহিনী (নেতা- আব্দুল বাতেন)	টাঙ্গাইল
হালিম বাহিনী (নেতা- আব্দুল হালিম)	মানিকগঞ্জ

ক্র্যাক প্লাটুন

- Crack Platoon স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে ঢাকা শহরের গেরিলা আক্রমণ পরিচালনাকারী একদল তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত দল। **এ দলটি মুক্তিযুদ্ধে বিচ্ছুবাহিনী নামেও পরিচিত**। এ গেরিলা দলটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে **Hit and Run** পদ্ধতিতে অসংখ্য আক্রমণ পরিচালনা করে।
- **এ বাহিনীর সদস্যরা ভারতের মেলাঘরে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরের তারা ৮২টি অপারেশন পরিচালনা করে।** তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- একাত্তরের ৯ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় অদম্য সাহসী ১৭ জন তরুণ মেজর খালেদ মোশাররফের নির্দেশেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড হামলা করে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেন। **ক্র্যাক প্লাটুন গেরিলা বাহিনী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ২নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ এবং এ টি এম হায়দার।**
- ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সদস্য বদিউল আলম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। হুমায়ুন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' চলচ্চিত্রে বদিউল আলমের বীরত্বগাথা তুলে ধরা হয়েছে। **ক্র্যাক প্লাটুনের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শহিদ আজাদ ও তাঁর মা'কে নিয়ে কথা সাহিত্যিক আনিসুল হক লিখেন "মা" উপন্যাস।**

ছবি: ক্র্যাক প্লাটুনের তরুণ বীর মুক্তিযোদ্ধারা

ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সদস্য	
পপস্ট্রাট আজম খান	ক্রিকেটার শহিদ জুয়েল
অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ	সুরকার আলতাফ মাহমুদ
শহিদ শাফী ইমাম রুমী	মোহাম্মদ বদিউল আলম
মাগফার আহমেদ চৌধুরী আজাদ	চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধের ১১ সেক্টর পরিচিতি

সম্প্রতি মারা যান মুক্তিযুদ্ধের দুই বীর সেনানী ৪নং সেক্টর কমান্ডার সি আর (চিত্তরঞ্জন) দত্ত এবং ৮নং সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী। তাদের মৃত্যুর স্মরণে মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো এ আয়োজনে।

১০-১৫ জুলাই ১৯৭১ প্রবাসী সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুদ্ধাঞ্চলের অধিনায়কদের সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম এ জি ওসমানী পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর হচ্ছে ৬৪টি।

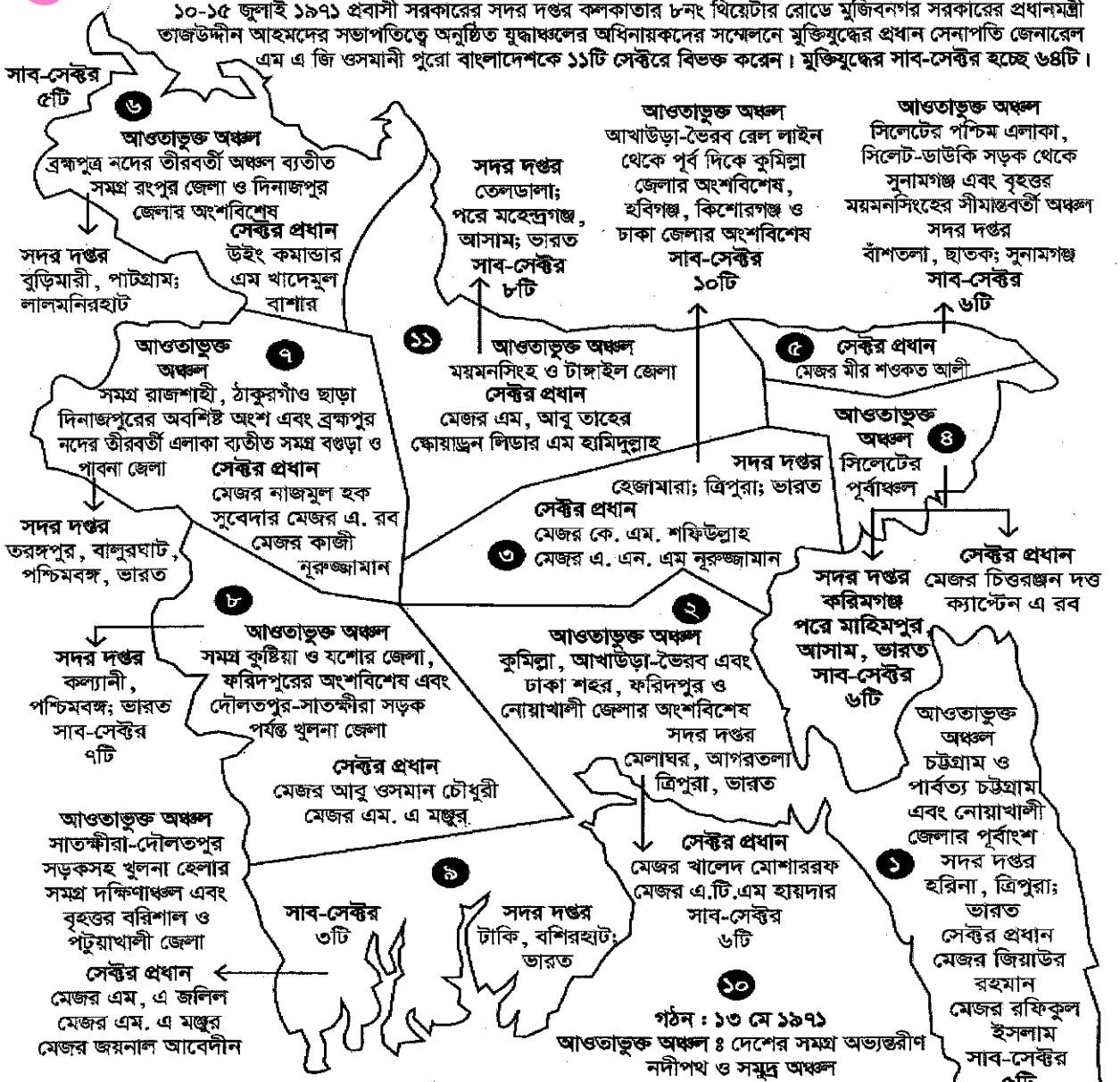

সদর দপ্তর ঃ পলাশী, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিমবঙ্গ; ভারত ◈ **সেক্টর প্রধান ঃ** নিযুক্ত করা হয়নি **সাব-সেক্টর ঃ** নেই

১০নং সেক্টর

- ৮ জন বাঙালি সাব-মেরিনারের একান্ত আগ্রহ ও ভারতীয় নৌবাহিনীর সহযোগিতায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত হয় ১০নং সেক্টর।
- ১০ নং সেক্টরকে বিভক্ত করা হয় ৪টি ভাগে– অপারেশন জ্যাকপট, অঞ্চলভিত্তিক নৌ-কমান্ডো অপারেশন, নৌ-কমান্ডো কর্তৃক ধ্বংসকৃত কতিপয় জাহাজের তালিকা এবং দেশে-বিদেশে নৌ-কমান্ডো অভিযানের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী এ সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করতেন।
- যেখানে নৌ-কমান্ডো অভিযান পরিচালিত হতো, কমান্ডোরা সেই সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর ও সেক্টর কমান্ডারগণ

সেক্টর	দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার		তথ্য
১ নং সেক্টর	মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-১০ জুন)	মেজর রফিকুল ইসলাম (১১ জুন-১৬ ডিসেম্বর)	✦ **সদর দপ্তর:** হরিণা, ত্রিপুরা ✦ **এলাকা:** চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফেনী এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা।
২ নং সেক্টর	মেজর কে এম খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল- অক্টোবর)	মেজর এটিএম হায়দার (অক্টোবর-১৬ ডিসেম্বর)	✦ **সদর দপ্তর:** মেলাঘর, ত্রিপুরা ✦ **এলাকা:** কুমিল্লা, আখাউড়া-ভৈরব, ঢাকা শহর, ফরিদপুর ও নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ।
৩ নং সেক্টর	মেজর কে এম শফিউল্লাহ (এপ্রিল- ৩০ সেপ্টেম্বর)	**মেজর এ এন এম নুরুজ্জামান (১ অক্টোবর- ১৬ ডিসেম্বর)**	✦ **সদর দপ্তর:** কলাগাছি, ত্রিপুরা ✦ **এলাকা:** আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
৪ নং সেক্টর	মেজর সি.আর. (চিত্তরঞ্জন) দত্ত (মে- ডিসেম্বর)	ক্যাপ্টেন আব্দুল রব	✦ **সদর দপ্তর:** করিমগঞ্জ/ নাছিমপুর আসাম ✦ **এলাকা:** সিলেটের পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক।
৫ নং সেক্টর	মেজর মীর শওকত আলী (আগস্ট- ১৬ ডিসেম্বর)		✦ **সদর দপ্তর:** বাঁশতলা, সুনামগঞ্জ ✦ **এলাকা:** সিলেট জেলার অংশবিশেষ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল।
৬ নং সেক্টর	**উইং কমান্ডার এম কে বাশার (জুন- ১৬ ডিসেম্বর)**		✦ **সদর দপ্তর:** বুড়িমারী, পাটগ্রাম ✦ **এলাকা:** ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ।
৭ নং সেক্টর	মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল- ২৮ সেপ্টেম্বর)	মেজর কাজী নুরুজ্জামান (১ অক্টোবর- ১৬ ডিসেম্বর)	✦ **সদর দপ্তর:** তরঙ্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ ✦ **এলাকা:** সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া ও পাবনা জেলা।

৮ নং সেক্টর	 মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল- ১৫ আগস্ট)	 মেজর এম এ মঞ্জুর (১৮ আগস্ট- ১৬ ডিসেম্বর)	✦ **সদর দপ্তর:** বেনাপোল কল্যাণী, ভারত ✦ **এলাকা:** সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, ফরিদপুরের অংশবিশেষ এবং দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা।
৯ নং সেক্টর	 মেজর এম আবদুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর)	মেজর জয়নাল আবেদীন মেজর এম এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	✦ **সদর দপ্তর:** হাসানাবাদ, ভারত ✦ **এলাকা:** সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা
১০ নং সেক্টর	পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর আটজন বাঙালি কর্মকর্তা। নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিলো না মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত নৌ- কমান্ডোর যখন যে সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন, তখন সেসব সেক্টর কমান্ডারদের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছেন। কর্নেল (অব) এম এ জি ওসমানি কর্তৃক সরাসরি বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করা হত।		অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
১১ নং সেক্টর	মেজর জিয়াউর রহমান (১০ জুন- ১২ আগস্ট)		✦ **সদর দপ্তর:** মহেন্দ্রগঞ্জ, আসাম ✦ **এলাকা:** ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।
	 স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ (১৫ নভেম্বর- ১৬ ডিসেম্বর)	 মেজর এম আবু তাহের (১২ আগস্ট-১৪ নভেম্বর)	

সেক্টর কমান্ডারদের সংখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে জ্ঞানকোষের অষ্টম খণ্ডের ২১৮-২৩৩ পৃষ্ঠায় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তালিকা অনুযায়ী সেক্টর কমান্ডারদের সংখ্যা হলো ১৬ জন। এই সংখ্যাই নির্ভুল ও সঠিক হিসেবে স্বীকৃত।

- মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল- ১ নং সেক্টরে (সবচেয়ে বড় সেক্টর)।
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা ছিল- ২ নং সেক্টরে।**
- ক্র্যাক প্লাটুন - ২ নং সেক্টর।
- নারী বীর প্রতীক ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম- ২নং সেক্টর।
- একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীক ডব্লিউ. এইচ. ওডারল্যান্ড- ২নং সেক্টর।
- কাঁকন বিবি- ৫নং সেক্টর।
- **সবচেয়ে ছোট সেক্টর ৫নং সেক্টর।**
- একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রম ইউকে চিং মারমা- ৬নং সেক্টর।
- একমাত্র সেক্টর মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় যার সদরদপ্তর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিল- ৬নং।
- **প্রথম স্বাধীন সেক্টর ৮নং সেক্টর।**
- মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর ছিল- ৮ নং সেক্টরে।
- মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা ছিল- ৮ নং সেক্টরে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সুন্দরবন ছিল- ৯ নং সেক্টরে।
- **নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না- ১০ নং সেক্টরে (নৌ সেক্টর)।**

মনে রাখা সহজ

জিয়ার খাশ দশ বানুর ও জন শূন্যতা

- জিয়ার ⟶ জিয়াউর রহমান, রফিকুল ইসলাম (সেক্টর ১)
- খা ⟶ খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দার (সেক্টর ২)
- শ ⟶ কে এম শফিউল্লাহ, এ এন নুরুজ্জামান (সেক্টর ৩)
- দ ⟶ সি আর দত্ত (সেক্টর ৪)
- শ ⟶ শওকত আলী (সেক্টর ৫)
- বা ⟶ এম কে বাশার (সেক্টর ৬)
- নুর ⟶ কাজী নুরুজ্জামান (সেক্টর ৭)
- ও ⟶ আবু ওসমান চৌধুরী (সেক্টর ৭)
- জন ⟶ আব্দুল জলিল (সেক্টর ৯)
- শূন্য ⟶ কোনো সেক্টর কমান্ডার ছিলো না (সেক্টর ১০)
- তা ⟶ আবু তাহের (সেক্টর ১১)

- ১০ নং সেক্টর ১নং সেক্টরের অধীনে ছিল।
- তারামন বিবি যুদ্ধে অংশ নেয় - ১১ নং সেক্টরে।
- সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক শহিদুল ইসলাম লালু- ১১ নং সেক্টর।
- যে সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়- মেজর নাজমুল হক।
- **মুক্তিযুদ্ধের দ্বাদশ সেক্টর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে।**
- **১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সকল সেক্টর বিলুপ্ত করা হয়।**

৭১-এ মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ

ক্যালেন্ডার: ডিসেম্বরের দিনগুলো...	
৪ ডিসেম্বর	যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়।
৫ ডিসেম্বর	বাংলাদেশের আকাশ শত্রুমুক্ত হয়।
৬ ডিসেম্বর	প্রথম জেলা হিসাবে যশোর হানাদার মুক্ত হয়। ভুটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
৭-৯ ডিসেম্বর	কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং নোয়াখালী শহর মিত্রবাহিনীর দখলে আসে।
১০ ডিসেম্বর	হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে ঢাকাস্থ কূটনীতিক ও বিদেশী নাগরিকদের সেখানে আশ্রয় দেয়া হয়।
১৪ ডিসেম্বর	'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালিত হয়। এইদিন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।
১৬ ডিসেম্বর	বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

- **১২ মার্চ, ১৯৭২: ভারতের সৈন্যরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যায়।**

শত্রুমুক্ত জেলা

- স্বাধীনতাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জেলা ছিল- ১৯টি– বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙামাটি, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও সিলেট।
- **স্বাধীনতাকালীন সময়ের ১৯টি জেলার মধ্যে প্রথম শত্রুমুক্ত হয়- যশোর জেলা (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।**

বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড

১৯৭১ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ইতিহাসে এটি বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড নামে পরিচিত। হত্যার পর রায়ের বাজার ও মিরপুর বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হয়েছিলো বাংলার সূর্যসন্তানদের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ।

বাংলাপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা							
শিক্ষাবিদ	ঢাবি শিক্ষক	সাংবাদিক	চিকিৎসক	আইনজীবী	সাহিত্যিক ও শিল্পী	প্রকৌশলী	অন্যান্য
৯৯১ জন	১৯ জন	১৩ জন	৪৯ জন	৪২ জন	৯ জন	৫ জন	২ জন

শহিদ বুদ্ধিজীবী

জহির রায়হান (চলচ্চিত্রকার ও লেখক) শহীদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই। বিখ্যাত চলচ্চিত্র জীবন থেকে নেওয়া, কাচের দেয়াল, বেহুলা, সঙ্গম, Stop Genocide এর পরিচালক।

মুনীর চৌধুরী (শিক্ষক ও সাহিত্যিক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক। ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত বিখ্যাত কবর নাটকের রচয়িতা।

শহীদুল্লাহ কায়সার (সাংবাদিক ও সাহিত্যিক) 'সংশপ্তক', 'সারেং বৌ' উপন্যাস রচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

আলতাফ মাহমুদ
(শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার);
"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি" গানটির সুরকার

সেলিনা পারভীন (সাংবাদিক)
মুক্তিযুদ্ধে নিহত একমাত্র নারী সাংবাদিক-
শিলালিপি পত্রিকা

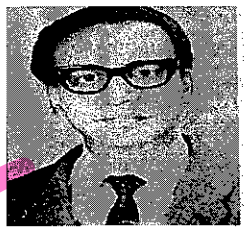

আনোয়ার পাশা (কবি/কথা সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক এবং 'রাইফেল, রোটি, আওরাত' উপন্যাসের রচয়িতা।

গোবিন্দ চন্দ্র দেব
ঢাবির দর্শন বিভাগের শিক্ষক ও দার্শনিক

ডা. আলীম চৌধুরী
চিকিৎসক (চক্ষু বিশেষজ্ঞ)

ডা. ফজলে রাব্বি
চিকিৎসক (হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ)

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
রাজনীতিবিদ ও ভাষা সৈনিক ছিলেন।
বাংলা ভাষার প্রস্তাবক

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (শিক্ষাবিদ)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক

সিরাজুল হক খান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

মোফাজ্জল হায়দার
শিক্ষাবিদ ও লেখক

গিয়াসউদ্দীন আহমেদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক

- ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার ৫টি সড়কের নাম করণ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায় অবস্থিত। স্মৃতিসৌধটির নকশা করেছেন স্থপতি ফরিদ ইউ আহমেদ ও জামি আল শাফি।

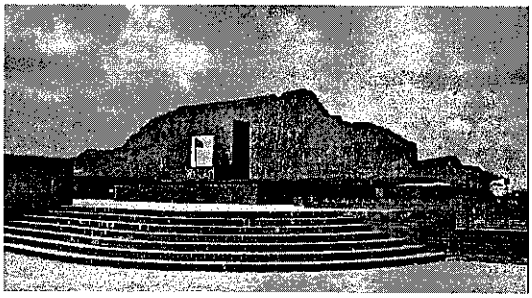

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

গণহত্যা	
চুকনগর হত্যাকাণ্ড	খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার অন্তর্গত আটলিয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম চুকনগর। ২০ মে গণহত্যায় প্রায় ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষ নিহত হয়। **১৯৭১ সালে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা হয় চুকনগর, খুলনায়।** এখানে **গণহত্যা জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।**
শাঁখারীবাজার হত্যাকাণ্ড	পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারে ২৬শে মার্চ বিকালে প্রায় দেড়শত মানুষকে হত্যা করা হয়।
কালিগঞ্জ হত্যাকাণ্ড	নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার ছোট একটি বাজার কালিগঞ্জ। প্রায় ৪ শতাধিক মানুষ হত্যার শিকার হয়।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর (রোজ বৃহস্পতিবার) পাক হানাদার বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে **(বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)** বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় **প্রধান সেনাপতি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার** নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এজন্য **১৬** ডিসেম্বর মহান 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালিত হয়। **মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।** বিকেল ৪টা ৩১ মিনিট পাকিস্তানী **সেনাবাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য** সেদিন যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, যা ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পন অনুষ্ঠান। ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন না মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আতাউল গণি ওসমানী।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ

- পাকিস্তানের পক্ষে দলিল স্বাক্ষর করেন- ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী।
- বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন- যৌথ বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা।
- আত্মসমর্পণকারী প্রথম পাকিস্তানী- মেজর জেনারেল জামসেদ।
- আত্মসমর্পণ দলিল তৈরি করেন- রাফায়েল জ্যাকব।
- আত্মসমর্পণের শিরোনাম ছিল- Instrument of Surrender.
- ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করে- কাদেরিয়া বাহিনী।

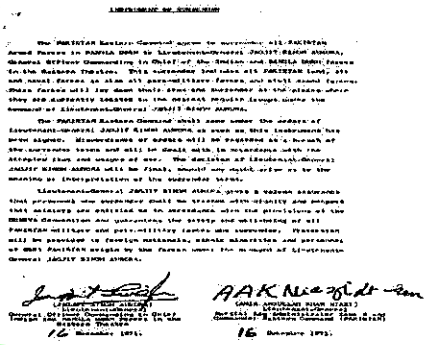

মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র মহিলা কমান্ডার ছিলেন- আশালতা বৈদ্য (কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ)। তিনি ছিলেন হেমায়েত বাহিনীর মহিলা কমান্ডারের প্রধান।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের সর্বশেষ রণাঙ্গন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হলেও আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের ৪৬ দিন পর সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে **৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২ মুক্ত হয় রাজধানীর উপকণ্ঠ মিরপুর এলাকা**। সারাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে গেলেও ভারতীয় মিত্র বাহিনী বা ঢাকার মুক্তিযোদ্ধারাও কৌশলগত কারণে আক্রমণ চালায়নি মিরপুর এলাকায় ঘাপটি মেরে থাকা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের মিত্রদের উপর। ৩১ জানুয়ারি এস ফোর্স ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহায়তায় আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয় পাকিস্তান সেনাদের। তাই মিরপুরবাসী প্রতিবছর ৩১ জানুয়ারি 'মিরপুর মুক্ত দিবস' হিসেবে পালন করে।

অপারেশন ক্লোজডোর

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে মানুষের কাছে যে অবৈধ অস্ত্র ছিল তা জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হয় তা অপারেশন ক্লোজডোর নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধকালীন আলোচিত অপারেশনসমূহ	
অপারেশন সার্চলাইট	২৫ মার্চ, ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালির উপর পরিচালিত নৃশংস অভিযান।
অপারেশন বিগবার্ড	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করার ঘটনাটি অপারেশন বিগবার্ড নামে পরিচিত।
অপারেশন জ্যাকপট	১৫ আগস্ট, ১৯৭১ সালে ১০ নং নৌ সেক্টর কর্তৃক চট্টগ্রাম বন্দরে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন চেঙ্গিস খান	৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পাকিস্তান ভারতের ওপর যে বিমান হামলা করে তার সাংকেতিক নাম ছিল "অপারেশন চেঙ্গিস খান"। পাকিস্তান অতর্কিতভাবে ভারতের বিমানঘাঁটি অমৃতসর, পাঠানকোট, আগ্রা ও শ্রীনগরের ওপর বিমান হামলা চালায়।
অপারেশন ক্লোজডোর	১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে মানুষের কাছে যে অবৈধ অস্ত্র ছিল তা জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হয় তা অপারেশন ক্লোজডোর নামে পরিচিত।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আলোচিত অপারেশনসমূহ	
অপারেশন মান্না	১৯৭১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় ব্রিটিশ রাজকীয় নৌ-বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ত্রাণ তৎপরতা কার্যক্রম।
অপারেশন সি এঞ্জেল	১৯৯১ সালে উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় মার্কিন টাস্কফোর্স কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ ত্রাণ ও পুনর্বাসন অভিযান।
অপারেশন স্ট্রাইকিং ফোর্স	২০০২ সালে সারা দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিচালিত বিশেষ অভিযান।
অপারেশন ক্লিন হার্ট	বাংলাদেশে যৌথ বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান। এর স্থায়িত্বকাল ১৬ অক্টোবর, ২০০২ সাল থেকে ৯ জানুয়ারি, ২০০৩ পর্যন্ত।
অপারেশন নবযাত্রা	বাংলাদেশে নির্ভুল ভোটার আইডি কার্ড প্রস্তুতের কার্যক্রমের সাংকেতিক নাম।
অপারেশন ডাল-ভাত	বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্যের ঊর্ধ্বমূল্যের প্রেক্ষিতে বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) কর্তৃক প্রদত্ত তুলনামূলক সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সাংকেতিক নাম।
অপারেশন রেবেল হান্ট	২০০৯ সালে পিলখানায় বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) বিদ্রোহের অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার বিশেষ অভিযান।
অপারেশন থান্ডার বোল্ট	২০১৬ সালের ২ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় জিম্মিদের উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর পরিচালিত অভিযান।
অপারেশন ডেভিল হান্ট	২০২৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য পরিচালিত অভিযান।

মুক্তিযুদ্ধের সম্মানসূচক খেতাব

মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে বীরত্বসূচক চার ধরনের খেতাব দেওয়া হয়। বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বমোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৭৬ জন। যথা- (মর্যাদার ক্রমানুসারে) ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন বীরউত্তম, ১৭৫ জন বীরবিক্রম এবং ৪২৬ জন বীরপ্রতীক। পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্যদের হত্যা মামলায় আত্মস্বীকৃত খুনী মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত লে: কর্নেল শরীফুল হক ডালিম (বীর উত্তম, গেজেট নং ২৫), লে: কর্নেল এস.এইচ.এম.এইচ এম বি নূর চৌধুরী (বীর বিক্রম, গেজেট নং ৯০), লে: এ.এম রাশেদ চৌধুরী (বীর প্রতীক, গেজেট নং ২৬৭), নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দীন খান (বীর প্রতীক, গেজেট নং ৩২৯) চার জনের খেতাব ৬ জুন ২০২১ সালে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ৭২তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাতিল করা হয়। চার জনের খেতাব বাতিল হওয়ার পর বর্তমানে খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা		বাহিনীভিত্তিক বীরশ্রেষ্ঠদের সংখ্যা		বাহিনীভিত্তিক খেতাবপ্রাপ্তদের সংখ্যা	
খেতাব	সংখ্যা	বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ	মুক্তিযোদ্ধা	বাহিনীর নাম	সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন	**সেনাবাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ**	**৩ জন**	সেনাবাহিনী	২৮৮ জন
বীর উত্তম	৬৭ জন	নৌবাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ	১ জন	নৌবাহিনী	২৪ জন
বীর বিক্রম	১৭৪ জন	বিমানবাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ	১ জন	বিমানবাহিনী	২১ জন
বীর প্রতীক	৪২৪ জন	ই পি আর (বর্তমান-বিজিবি)-এর বীরশ্রেষ্ঠ	২ জন	বাংলাদেশ রাইফেলস	১৪৯ জন
মোট	**৬৭২ জন**	সর্বমোট	৭ জন	পুলিশ	৫ জন
				মুজাহিদ/আনসার	১৪ জন
				গণবাহিনী	১৭৫ জন

খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে দুইজন মহিলা। পাঁচজন অবাঙ্গালি বীরত্বসূচক খেতাব পান যাদের মধ্যে একজন বিদেশি। মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক- ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড (বীরপ্রতীক)। মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র আদিবাসী বীর বিক্রম ইউ কে চিং মারমা।

- **মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র সাহিত্যিক- আব্দুস সাত্তার (বীরপ্রতীক)।**
- **সেনাবাহিনী থেকে বীর উত্তম খেতাব পান ৪৯ জন।**
- **একমাত্র বেসামরিক বীরউত্তম পদকপ্রাপ্ত হলেন বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী।**
- **দুজন মহিলা বীরপ্রতীক পদক লাভ করেছেন-প্রথমে ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম এবং পরে তারামন বিবি।**
- ১৯৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতীয়ভাবে বীরত্বসূচক খেতাব প্রাপ্তদের পদক ও রিবন প্রদান করা হয়। ২০০১ সালের ৭ মার্চ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক পুরস্কার এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- **প্রথম বীর উত্তম খেতাব পান- লে. কর্নেল আব্দুর রব (চিফ অব স্টাফ)**
- **প্রথম বীর বিক্রম খেতাব পান- মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।**
- প্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান- মোহাম্মদ আব্দুল মতিন।
- বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত ৬৭+১ জন (সম্প্রতি শেখ মুজিব পরিবারের জন্য আত্মত্যাগে বীর উত্তম খেতাব পান- ব্রিগেডিয়ার জামিল ২০১০ সালে) জীবিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব- বীর উত্তম।
- **বীরউত্তম খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র হিন্দু ব্যক্তি-চিত্তরঞ্জন দত্ত; ৪ নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন।**
- দুটি খেতাবের অধিকারী মুক্তিযোদ্ধা- আফতাব আলী (বীরউত্তম ও বীরপ্রতীক), আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী (বীরউত্তম ও বীরবিক্রম), আবদুল মালেক চৌধুরী (বীরবিক্রম ও বীর প্রতীক) ও গোলাম মোস্তফা (বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক)।

৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

<table>
<tr><td rowspan="6">
ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ</td><td>জন্ম</td><td>১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়</td><td rowspan="6">বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহিদ</td></tr>
<tr><td>কর্মস্থল</td><td>ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)</td></tr>
<tr><td>পদবী</td><td>ল্যান্স নায়েক</td></tr>
<tr><td>সেক্টর</td><td>১ নং</td></tr>
<tr><td>মৃত্যু</td><td>৮ এপ্রিল, ১৯৭১</td></tr>
<tr><td>সমাধি</td><td>রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে</td></tr>
<tr><td rowspan="6">
সিপাহী মোস্তফা কামাল</td><td>জন্ম</td><td>১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>কর্মস্থল</td><td>সেনাবাহিনী</td></tr>
<tr><td>পদবী</td><td>সিপাহী</td></tr>
<tr><td>সেক্টর</td><td>২ নং</td></tr>
<tr><td>মৃত্যু</td><td>১৮ এপ্রিল, ১৯৭১</td></tr>
<tr><td>সমাধি</td><td>ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে</td></tr>
</table>

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

জন্ম	১৯৪১ খ্রি: ঢাকায়, পৈত্রিক নিবাস: রায়পুরা, নরসিংদী
কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
পদবী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্মনাম 'ব্লু বার্ড- ১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ২৫ জুন, ২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান কে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র "অস্তিত্বে আমার দেশ"

ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলায়
কর্মস্থল	ই.পি. আর. (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)
পদবী	ল্যান্স নায়েক
সেক্টর	৮ নং
মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
সমাধি	যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।

সিপাহী হামিদুর রহমান

জন্ম	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খোর্দ খালিশপুর গ্রামে
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
পদবী	সিপাহী
সেক্টর	৪ নং
মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১
সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমের ছড়া গ্রামে তাঁর সমাধি ছিল। তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে পুনরায় সমাহিত করা হয়।

সর্বকনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ

স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন

জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
কর্মস্থল	নৌবাহিনী
পদবী	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
সেক্টর	২ নং, ১০ নং
মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.
সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে।

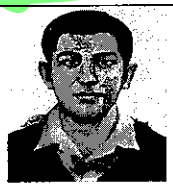

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায় ।
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
পদবী	ক্যাপ্টেন
সেক্টর	৭ নং
মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ ।
সমাধি	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে।

মনে রাখা সহজ: সেক্টর অনুযায়ী বীরশ্রেষ্ঠ

আর হাজারো মোম এর নূর জ্বলবেনা [১৪৭১০২০৮]

আর	হা	জা	রো	মো	ম	নূর
১নং	৪নং	৭নং	১০নং	২নং	০	৮নং
আব্দুর রউফ	হামিদুর রহমান	মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	রুহুল আমিন	মোস্তফা কামাল	মতিউর রহমান	নূর মোহাম্মদ

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মনে রাখা সহজ: বীরশ্রেষ্ঠের সমাধীস্থান

মতি-হামির-বুদ্ধিতে রউফ রাঙামাটি রুহুল রুপসা, শেখ শার্শা, মোস্তফার আখাউড়ায় জাহাঙ্গীর নবাব

মতি-হামির বুদ্ধিতে	মতিউর রহমান- হামিদুর রহমান মিরপুরের বুদ্ধিজীবী সমাধি সৌধে
রউফ	মুন্সি আব্দুর রউফ- রাঙামাটি
রুহুল	রুহুল আমিন- রূপসা (খুলনা)
শেখ	নুর মোহাম্মদ শেখ- শার্শা (যশোর)
মোস্তফা	মোস্তফা কামাল- আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
জাহাঙ্গীর নবাব	মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর- সোনা মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম ও ইউনিয়ন

পূর্বনাম	বর্তমান নাম	অবস্থান
রামনগর	মতিউর নগর	রায়পুরা, নরসিংদী
খোর্দ খালিশপুর	হামিদ নগর	মহেশপুর, ঝিনাইদহ
মৌটুপী	মোস্তফা কামাল নগর	আলিনগর, ভোলা
বাগপাচড়া	রুহুল আমিন নগর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
সালামতপুর	রউফ নগর	মধুখালী, ফরিদপুর
মহিষখোলা	নূর মোহাম্মদ নগর	সদর, নড়াইল

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তাঁর দাদার নামে হওয়ায় তাঁর ইউনিয়ন আগরপুর বদলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান

মুক্তিযুদ্ধে নারী

মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **দুইজন মহিলাকে বীরত্বসূচক 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করা হয়। যথা- ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম (২ নং সেক্টর) এবং তারামন বিবি (১১ নং সেক্টর)**। সিতারা বেগমের নিজ জেলা কিশোরগঞ্জ। সিতারা বেগমের বড় ভাই এ.টি.এম হায়দার ছিলেন ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার। তারামন বিবির নিজ জেলা কুড়িগ্রাম। তারামন বিবিকে বীরপ্রতীক খেতাব প্রদান করা হয় ১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বরে। আনিসুল হক তারামন বিবিকে নিয়ে "বীর প্রতীকের খোঁজে ও করিমন বেওয়া" নামক দুইটি বই লিখেন। তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অস্ত্র চালনা শেখান-মুহিব হালদার।

সিতারা বেগম

তারামন বিবি

মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর-কাঁকন বিবি **(খাসিয়া সম্প্রদায়ে জন্ম)** আসল নাম কাঁকন হেইঞ্জিতা। কাঁকন বিবি **"মুক্তি বেটি"** নামে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বিপক্ষে মুক্তিবাহিনীর **হয়ে ৫নং সেক্টরের** গুপ্তচরের কাজ করেন। মুক্তিযুদ্ধ অসামান্য অবদানের জন্য তাকে ১৯৯৬ সালে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা আর গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। তিনি ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে মারা যান। সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবিকে গুপ্তচর নিয়োগ করেন- রহমান আলী।

কাঁকন বিবি

মুক্তিযুদ্ধে শিশু

বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম লালু (১১ নং সেক্টর)। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসীম সাহসী এই কিশোর মুক্তিযোদ্ধার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তাকে আদর করে সবাই **"বীরবিচ্ছু"** নামে ডাকতো।

শহিদুল ইসলাম লালু

মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

ইউ কে চিং মারমা মুক্তিযুদ্ধে বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ইপিআর এর সদস্য হিসেবে ৬ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

ইউ কে চিং মারমা

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধে খেতাব বর্জনকারী একমাত্র ব্যক্তি	দেওয়ান মাহবুবুর রব সাদী ৪নং সেক্টরের জালালপুর সাব সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন। চরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও শুধু সামরিক বাহিনীর সৈনিক না হওয়ার কারণে কাউকে বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি দেওয়া হবে না এই কষ্ট থেকে তিনি বীর প্রতীক (খেতাব নং ৩৫১) উপাধি বর্জন করেন।	দেওয়ান মাহবুবুর রব সাদী

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত অর্জন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে **অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল**। পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল এটি। বর্তমানে ফিলিস্তিন ফুটবল দল এ ধরনের তহবিল সংগ্রহ ও জনমত গঠন করছে। **৩৪ জন খেলোয়াড়, সাথে ম্যানেজার এবং কোচসহ সর্বমোট ৩৬ জন নিয়ে গড়া ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু, সহঃ অধিনায়ক ছিলেন প্রতাপ শঙ্কর হাজরা এবং গোলরক্ষক ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) নুর নবী**। ব্যবস্থাপক ছিলেন তানভীর মাজহারুল ইসলাম (পরবর্তীতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তা) এবং প্রশিক্ষক ছিলেন ননী বসাক। এই দলটি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ১৬টি ম্যাচ খেলে। এর মধ্যে ১২টিতে জয়, ৩টিতে পরাজয় এবং ১টি ম্যাচে ড্র হয়। এ সকল ম্যাচ খেলে ৩.৫ লাখ রুপি (৫ লাখ টাকা) অর্থ জোগাড়ে সমর্থ হয়। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের পরে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যরা দেশে ফেরেন। যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের ফুটবলকে চাঙ্গা করতে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল কাজ করেন। **বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ জানুয়ারি ২০০৯ সালে এবং ২০১৮ সালে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করে। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্যদের কে ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।**

বীরাঙ্গনা

মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয় প্রায় তিন লক্ষ নারী। তাঁদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সম্মান জানান। ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকার এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। বীরাঙ্গনাদের মধ্যে **ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী** প্রথম প্রকাশ্যে একাত্তরের নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন। ২০১৬ সালে তাঁকে (বীরাঙ্গনা) মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গেজেটেড বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৩৮ জন।

জানা আছে কি?
কাঁকন বিবি আলোচিত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হলেও তিনি খেতাবপ্রাপ্ত নন।

শব্দসৈনিক

মুক্তিযুদ্ধে শব্দসৈনিকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের অবদানের কথা স্মরণ করে গেজেট ভুক্ত করা হয়েছে এমন শব্দসৈনিক মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২৫৩ জন।

বাংলাদেশ ফিল্ড হসপিটাল

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলার মেলাঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী সরকারের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে অস্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা "বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল" নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন ক্যাপ্টেন আখতার আহমেদ। হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হয় মেলাঘরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর দেহরক্ষী হাবুল বেনার্জীর আনারস বাগানে। ৪৮০ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালের অন্যতম ডাক্তার ছিলেন ডাক্তার এম এ মবিন, ডাক্তার নাজিম উদ্দীন এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী। কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন বীর প্রতীক ডাক্তার সিতারা বেগম।

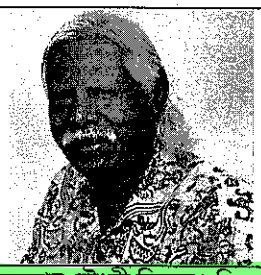	
ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন "বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল" এর অন্যতম ডাক্তার	মুক্তিযুদ্ধকালীন "বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল" কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতেন ডাঃ সিতারা বেগম

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুদ্রা ও ডাকটিকিট

- মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই প্রথম মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাক টিকিট প্রবর্তন করে। এ ডাকটিকিটটির ডিজাইনার ছিলেন বিমানমল্লিক। ৮ প্রকার ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা মূল্যের। এই প্রথম ৮টি ডাকটিকিট একযোগে মুজিবনগর, কলকাতা ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিট (২০ পয়সা) প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে। এ ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন বিপি চিতনিশ। এ ডাকটিকিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ছবি ছিল।

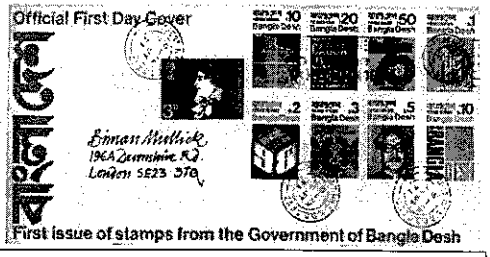

মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকিট, ডিজাইনার বিমান মল্লিক

- ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা দিবসে নিতুন কুণ্ডু কর্তৃক ডিজাইনকৃত ৩ ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ৭৫ পয়সা, ৬০ পয়সা ও ২০ পয়সা। যেখানে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি আকা ছিলো। এর ডিজাইনার ছিলেন কে জি মোস্তফা।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ডাকটিকিটগুলো ছাপানো হয়- ইংল্যান্ডের 'ফরম্যাট ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস' থেকে। ডাক বিভাগের প্রথম পোস্ট মাস্টার ছিলেন মওদুদ আহমেদ।
- স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্বরূপ ১৯৭৩ সালে ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছিল।

তারিখ	ডিজাইনার	বিশেষত্ব
২৯ জুলাই, ১৯৭১	বিমান মল্লিক	মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকিট। ৮ প্রকার ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২	বিপি চিতনিশ	স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিট (২০ পয়সা)। এ ডাকটিকিটে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের ছবি ছিল।
১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবস	নিতুন কুণ্ডু	এ ডাকটিকিটে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি ছিল।
১৯৭২ সালের বিজয় দিবস	কে জি মোস্তফা	৩ ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়।

গণমাধ্যমের ভূমিকা

'Daily Telegraph' পত্রিকার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে প্রথম পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার খবর প্রচার করেন ব্রিটিশ সাংবাদিক **সাইমন ড্রিং**। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন মর্নিং নিউজ এর সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তথ্য প্রচার করেন। এছাড়াও 'আকাশবাণী কলকাতা' থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা'তেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংবাদ পাঠ করা হত।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদক	মুখপাত্র
জয়বাংলা (সাপ্তাহিক পত্রিকা)	১১ মে, ১৯৭০	মতিন আহমদ চৌধুরী ও আব্দুল গাফফার চৌধুরী	বাংলাদেশ সরকারের মুখপাত্র
বঙ্গবাণী			স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপাত্র
অগ্রদূত (হাতে লেখা)	৩১ আগস্ট, ১৯৭১	আজিজুল হক	
স্বদেশ			জাতীয়বাদী বাংলার সাপ্তাহিক মুখপাত্র
জন্মভূমি	জানুয়ারি, ১৯৭১	মোস্তফা আল্লামা	
স্বাধীনতা বাংলা			স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপাত্র
বিপ্লবী বাংলাদেশ	৪ আগস্ট, ১৯৭১	নূরুল আলম ফরিদ	বরিশাল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ	৩১ অক্টোবর, ১৯৭১	মিজানুর রহমান	সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
রণাঙ্গন	১১ জুলাই, ১৯৭১	রণদূত (ছদ্মনাম)	মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপাত্র
অভিযান		সিকান্দার আবু জাফর	
দাবানল		মো. জিনাত আলী	মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী জনতার সাপ্তাহিক মুখপাত্র
বঙ্গবাসী		কে এম হোসেন	
মুক্তিযুদ্ধ			পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপাত্র
মুক্ত বাংলা			বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে সিলেট জেলার নির্ভীক স্বাধীন সাপ্তাহিক মুখপাত্র
সাপ্তাহিক বাংলা			গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কণ্ঠস্বর

বিদেশ থেকে বাঙালি কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত পত্রিকা	
পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান
পরিক্রমা	বাংলাদেশ স্টিয়ারিং কমিটির জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক ১১ নং গোরিং স্ট্রিট লন্ডন হতে প্রকাশিত একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা।
বাংলাদেশ পত্র	যুক্তরাষ্ট্র।
Bangladesh Today	লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিক লন্ডন, যুক্তরাজ্য।
বাংলাদেশ	এই নামে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং কানাডার বাংলাদেশ সমিতি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো, যুক্তরাষ্ট্র।
শিখা	নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
বাংলাদেশ	টরেন্টো, কানাডা।
স্ফুলিঙ্গ	কুইবেক, কানাডা।
বাংলাদেশ নিউজ লেটার	পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র।
Bangladesh West	বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য থেকে প্রকাশিত।
Coast News Bulletin	ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।

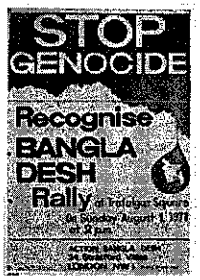

লন্ডনে বাঙালিদের বিক্ষোভে প্রচারপত্র বিলি

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান	
ব্যক্তির নাম	অবদান
সাইমন ড্রিং (বৃটিশ সাংবাদিক)	'Daily Telegraph' পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার খবর প্রচার করেন। ২০১২ সালে সাইমন ড্রিং কে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা দেন।
এলেন গিনসবার্গ (মার্কিন কবি)	মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর কবিতা **'September on Jessore Road'.**
জর্জ হ্যারিসন (মার্কিন গায়ক)	**'Concert for Bangladesh' এর প্রধান শিল্পী।**
পণ্ডিত রবিশঙ্কর (সেতার বাদক)	মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যুদ্ধাহতদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন স্কয়ারে 'Concert for Bangladesh' আয়োজন করেন।
মাদার মারিও ভেরোনেজি (ইতালির নাগরিক)	মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে নিহত প্রথম বিদেশি নাগরিক।
তাহিরা মাযহার (পাক-সাংবাদিক)	বাঙালি নারীদের উপর পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতার চিত্র প্রকাশ করেন।
ডব্লিউ. এস. ওডারল্যান্ড (নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলীয়ান নাগরিক)	মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে ১ ও ২নং সেক্টরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি হিসেবে খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বীরপ্রতীক। ঢাকার গুলশানে উইলিয়াম এ.এস ওডারল্যান্ড এর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়।
এডওয়ার্ড এম কেনেডি (মার্কিন সিনেটর)	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের পরম বন্ধু বলে খ্যাত। মার্কিন সিনেট অধিবেশনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়া ও পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করার তীব্র বিরোধীতা করেন। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে মার্কিন সিনেটে ৯ মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিবরণ তুলে ধরেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননায় ভূষিত করে।
এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস	মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বৃটেনের দ্যা সানডে টাইমস পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নির্মম গণহত্যার খবর সংগ্রহ করে ১৩ জুন, ১৯৭১ সালে দ্যা সানডে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ করেন।
উইলিয়াম মার্ক টালি	বিবিসি'র সাংবাদিক মার্ক টালি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা চালান।
দেব দুলাল বন্দ্যোপধায়	কলকাতার আকাশবাণী থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা'-তে মুক্তিযুদ্ধের খবর পাঠ করতেন।
জুলিয়ান ফ্রান্সিস	মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু নামে খ্যাত জুলিয়ান ফ্রান্সিস কে ২০১২ সালের মার্চে "ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ" সম্মাননা দেওয়া হয়।

সিডনি শনবার্গ	১৯৭১ সালে মার্কিন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ২৮ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমসে 'In Dacca Troops use Artillery to halt revolt' নামে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তিনি পাক সামরিক অভিযানকে 'পাইকারি হত্যাকাণ্ড' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
ইয়েভগান তুসোস্কার	একজন রাশিয়ান কবি মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন।
আন্দ্রে মালরো	ফরাসি ঔপনাসিক ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
জ্যঁ ইউজিন পল ক্যুয়ে	১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিমান হাইজ্যাক করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশি শরণার্থীদের ঔষধ সরবরাহের চেষ্টাকারী ফরাসি নাগরিক।

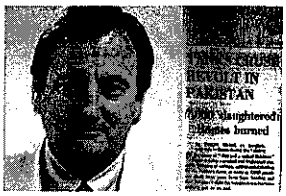

সাইমন ড্রিং

ডব্লিউ. এস. ওডারল্যান্ড

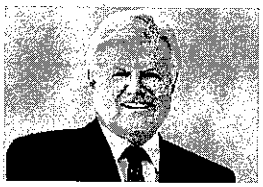
এডওয়ার্ড এম কেনেডি

মুজিব-কেনেডি বৈঠক

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরি এবং শরণার্থীদের সাহায্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত ভারতীয় **সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর এর অনুরোধে লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী দ্য বিটলস** ব্যান্ডের জনপ্রিয় গায়ক জর্জ হ্যারিসন **'The Concert for Bangladesh'** নামক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তিনি এ অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন।

জর্জ হ্যারিসন পণ্ডিত রবিশঙ্কর

অনুষ্ঠানস্থল

১ আগস্ট ১৯৭১ রবিবার **যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয় 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'**। প্রচলিতভাবে এটি 'দ্য গার্ডেন' বা MSG নামে পরিচিত। এটি ৪ পেনসিলভেনিয়া প্লাজা, নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। এটা নিউইয়র্ক শহরের একটি বিখ্যাত ক্রীড়া কেন্দ্র। টিকেট বিক্রির দিক থেকে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজনস্থল।

অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও আয়োজকগণ

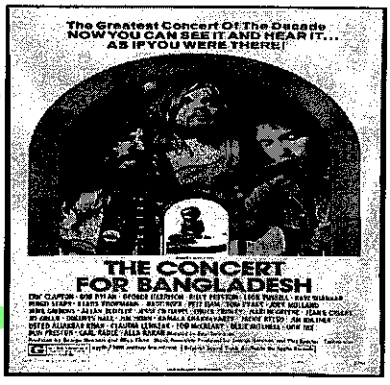

দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন-

- জর্জ হ্যারিসন (আত্মজীবনী- I am Mine); কনসার্টে পরিবেশন করেছিলেন বিখ্যাত গান- Bangladesh Bangladesh.
- পণ্ডিত রবি শঙ্কর (পৈতৃক নিবাস- বাংলাদেশের নড়াইলে); কনসার্টে পরিবেশন করেছিলেন বিখ্যাত গান-'বাংলা ধুন'।
- বিখ্যাত নারী শিল্পী- জোয়ান বয়েস কনসার্টে পরিবেশন করেছিলেন বিখ্যাত গান- When the sun sinks in the west, Die a million people of the Bangladesh.
- আমেরিকার প্রতিবাদী শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার বব ডিলান (২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত)।
- কিংবদন্তি সারোদবাদক ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, বিখ্যাত তবলাবাদক আল্লা রাখা খান।
- অন্যান্য শিল্পীরা হলেন- লিওন রাসেল, বিলি প্রেস্টন, এরিক ক্ল্যাপটন, ব্যাড ফিঙ্গার ও রিঙ্গো রকস্টার।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর প্রযোজনা করেন জর্জ হ্যারিসন ও অ্যালেন ক্লেইন।
- কনসার্ট ফর বাংলাদেশ-এর পরিচালক ছিলেন- সল সুইমার।

প্রাপ্ত অর্থ ও তহবিল

'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' হতে প্রায় ২,৪৩,৪১৮.৫০ মার্কিন ডলার সংগ্রহীত হয়, যার পুরোটাই ইউনিসেফের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের জন্য দিয়ে দেয়া হয়। সিডি ও ডিভিডি হতে প্রাপ্ত অর্থও ইউনিসেফের ফান্ডে জমা দেয়া হয়।

সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

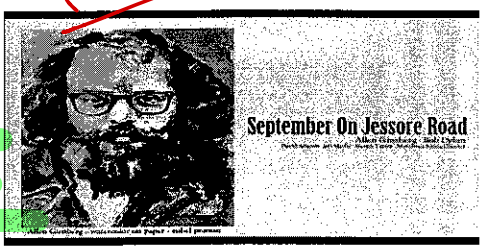

মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গ ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় আগমন করেন। তিনি কলকাতা- বেনাপোল সড়ক "যশোর রোড" এর উপর আশ্রয় নেয়া অসহায় উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কাছ থেকে দেখেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তাঁর বিখ্যাত কবিতা " সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড" ১৫২ লাইনের দীর্ঘ এ কবিতাটি রচিত হয় ১৪-১৬ নভেম্বর, ১৯৭১। কবিতাটি গানে রুপান্তর করেন বব ডিলান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেন- খান মোহাম্মদ ফারাবী। ১৯৭১ সালে কবিতাটি 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। **বাংলাদেশ সরকার মার্কিন কবি অ্যালেন গিনসবার্গকে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা দেয়।**

বিদেশি গণমাধ্যম		
সংবাদপত্র	দেশ	বিশেষ তথ্য
ডেইলি টেলিগ্রাফ	লন্ডন	সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর ৩০ মার্চ সংবাদের শিরোনাম ছিলো: 'ট্যাংক দিয়ে পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমন করা হচ্ছে: ৭০০০ নিহত শতবাড়ি ভস্মীভূত'।
সানডে টাইমস		পাকিস্তান সংবাদদাতা অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস 'Genocide' শিরোনামে একটি ফিচার ছাপান।
ওয়াশিংটন পোস্ট	যুক্তরাষ্ট্র	সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপ ও গণহত্যার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করে।
আকাশবাণী	ভারত	সাংবাদিক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ পরিক্রমা পাঠ করে মুক্তিযুদ্ধের খবর জানাতেন।
বার্তা সংস্থা 'তাস'	সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৯৭১ সালে ১ অক্টোবর তাদের নিজস্ব এক সংবাদ প্রতিবেদনে গণহত্যা ধ্বংস নির্যাতন ও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান সরকারের কঠোর সমালোচনা করে।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননাঃ (মর্যাদার ক্রমানুসারে)

১) বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা- ১ জন (ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী)।
২) বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা- ১৫ জন।
৩) মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা- ৩১২ জন ও ১০টি সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তিসমূহ

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভারত ও রাশিয়া আমাদের পাশে থেকে মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করলেও আমেরিকা ও চীন ছিল পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর পক্ষে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো প্রদান করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।

মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণ করেছিল- ৭ম নৌবহর (এন্টারপ্রাইজ); প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদরদপ্তর- ইউকোসুক (7th US Fleet Yokosuka)। সপ্তম নৌবহরে গঠিত হয় 'টাস্কফোর্স-৭৪'। 'টাস্কফোর্স-৭৪' নেতৃত্বে ছিল জাহাজ USS Enterprise- ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে। **বাংলাদেশের যুদ্ধ বিরতির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ প্রস্তাব উত্থাপন করেন- ৪, ৭ ও ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১; এই প্রস্তাবে ভেটো প্রদান করে- সোভিয়েত ইউনিয়ন।** বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করে- চীন। **যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বাংলাদেশের রক্তপাত বন্ধের জন্য এ্যাডওয়ার্ড কেনেডি ও ফ্রেড হ্যারিস নামক দুজন সিনেটর আহ্বান জানান। মার্কিন নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে বলেছিলেন 'তলা বিহীন ঝুড়ি'।**

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী রাষ্ট্র
ভারত
সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)
যুক্তরাজ্য
মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী রাষ্ট্র
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
চীন

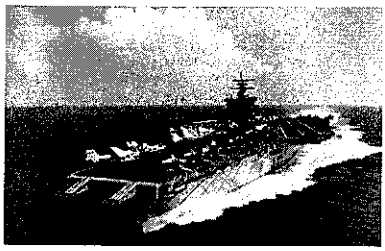

USS Enterprise

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রিলের শুরুতেই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চিঠি দেন। মুক্তিবাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশের বিপক্ষে যে কোন পদক্ষেপকে নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দানের মাধ্যমে ঠেকিয়ে রাখে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

দেশ/সংস্থা	পদ	পদকর্তা
জাতিসংঘ	মহাসচিব	উথান্ট
ভারত	প্রেসিডেন্ট	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি
	প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
	পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
সোভিয়েত ইউনিয়ন	প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
	প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
	নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
যুক্তরাজ্য	প্রধানমন্ত্রী	অ্যাডওয়ার্ড হিথ
	রাণী	দ্বিতীয় এলিজাবেথ
চীন	প্রেসিডেন্ট	দোং বিয়ু
মিশর	প্রেসিডেন্ট	আনোয়ার সাদাত

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ

স্বীকৃতি প্রদানকারী	দেশ	তারিখ
প্রথম দেশ	ভূটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
দ্বিতীয় দেশ	ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
প্রথম আরব/প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ	মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম অনারব মুসলিম দেশ	সেনেগাল	০১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম আফ্রিকান দেশ	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম ইউরোপ/ প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ	পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ	বার্বাডোস	২০ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ	টোঙ্গা	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
প্রথম দক্ষিণ আমেরিকান দেশ	ভেনিজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
পঞ্চশক্তির দেশগুলোর মধ্যে স্বীকৃতি দানকারী দেশ	সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি দানকারী দেশ	কুয়েত	৪ নভেম্বর, ১৯৭৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র		৪ এপ্রিল, ১৯৭২
যুক্তরাজ্য		৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ফ্রান্স		১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

রাশিয়া	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
সর্বশেষ স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ চীন (১৫০তম)	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫

- **বাংলাদেশকে স্বীকৃতিতে প্রথম:** ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভূটান ও ভারত উভয় দেশই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তবে ভারতের কয়েক ঘন্টা পূর্বে ভূটান স্বীকৃতি দিয়ে তারবার্তা পাঠায়।
- প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পূর্ব জার্মানি তবে অপশনে পূর্ব জার্মানি না থাকলে পোল্যান্ড উত্তর করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধে যা কিছু প্রথম

শহিদ বুদ্ধিজীবী	ড.মুহম্মদ শামসুজ্জোহা স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবী।
জাতীয় পতাকার নকশাকার	শিবনারায়ণ দাস বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার নকশাকার।
পতাকা উত্তোলন	২ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর ভিপি ছাত্রনেতা আ স ম আব্দুর রব।
সশস্ত্র প্রতিরোধ	১৯ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের বীর জনতা।
প্রথম আনুগত্য প্রকাশকারী কূটনীতিবিদ	বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী প্রথম কূটনীতিবিদ কেএম শাহাবউদ্দিন আহমেদ (ভারতের দিল্লিতে তৎকালীন পাকিস্তান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি) ও আমজাদুল হক (ভারতের দিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশনের অ্যাসিস্টেন্ট সহকারী প্রেস অ্যাটাশে)।
প্রথম হাইকমিশনার বা রাষ্ট্রদূত	এম হোসেন আলী (তৎকালীন কলকাতায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার)।
হানাদার মুক্ত জেলা	যশোর (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
ডাক টিকিট	২৬ জুলাই ১৯৭১ সালে লন্ডনের হাউজ অব কমন্সে বিমান মল্লিকের নকশা করা ৮টি ডাক টিকিট ও খাম প্রদর্শন করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ২৯ জুলাই বাংলাদেশের ৮টি ডাক টিকেট প্রেস রিলিজের মাধ্যমে একযোগে মুজিবনগর, কলকাতার বাংলাদেশ মিশন এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।
প্রথম স্বীকৃতি	ভুটান
প্রথম প্রামাণ্যচিত্র	'Stop Genocide'(পরিচালক-জহির রায়হান)
প্রথম উপন্যাস	রাইফেল রোটি আওরাত (লেখক-আনোয়ার পাশা)
প্রথম চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন (পরিচালক- চাষী নজরুল ইসলাম)
প্রথম নাটক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (রচয়িতা-সৈয়দ শামসুল হক)
প্রথম কবিতা	স্বাধীনতা তুমি (কবি-শামসুর রাহমান)
প্রথম গল্প সংকলন	বাংলাদেশ কথা কয় (আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী)
প্রথম ভাস্কর্য	জাগ্রত চৌরঙ্গী (অবস্থান- গাজীপুর চৌরাস্তা সংলগ্ন)
প্রথম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	বেসরকারি উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর নির্মিত হয় ঢাকার সেগুনবাগিচায়। ১৬ এপ্রিল ২০১৭ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটি ঢাকার আগারগাঁওয়ে স্থানান্তর করা হয়।
প্রথম ভূ-গর্ভস্থ জাদুঘর	ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপিত স্বাধীনতা জাদুঘর।
প্রথম শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালা ভবন (কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং শহিদ মিনারের পাশে)।

প্রথম শহিদ যারা

ক্যাটাগরি	নাম	শহিদ হন	ক্যাটাগরি	নাম	শহিদ হন
ভাষা আন্দোলন	রফিকউদ্দিন আহমদ	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২	বুদ্ধিজীবী	সৈয়দ শামসুজ্জোহা	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
ছয় দফা আন্দোলন	মনু মিয়া	৭ জুন ১৯৬৬	মুক্তিযুদ্ধে প্রথম	শঙ্কু সমজদার	৩ মার্চ, ১৯৭১
'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান	আসাদ	২০ জানুয়ারি ১৯৬৯	বীরশ্রেষ্ঠ	ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ	৮ এপ্রিল ১৯৭১
'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান (নারী)	আনোয়ারা বেগম	২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯	সেক্টর কমান্ডার	মেজর নাজমুল হক	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

ঐতিহাসিক দিনগুলোর তারিখ ও বার

প্রেক্ষাপট	খ্রিস্টাব্দ বা সাল	বঙ্গাব্দ বা সন	বার
অমর একুশে	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২	৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮	বৃহস্পতিবার
শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ	৭ মার্চ, ১৯৭১	২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭	রবিবার
কালরাত্রি	২৫ মার্চ, ১৯৭১	১১ চৈত্র, ১৩৭৭	বৃহস্পতিবার
স্বাধীনতার ঘোষণা	২৬ মার্চ, ১৯৭১	১২ চৈত্র, ১৩৭৭	শুক্রবার
মুজিবনগর সরকার গঠন	১০ এপ্রিল, ১৯৭১	২৭ চৈত্র, ১৩৭৭	শনিবার
মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ	১৭ এপ্রিল, ১৯৭১	৩ বৈশাখ, ১৩৭৮	শনিবার
বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ড	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১	২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮	মঙ্গলবার
বিজয় লাভ	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮	বৃহস্পতিবার
প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন	২ মার্চ, ১৯৭১		মঙ্গলবার
শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১০ জানুয়ারি, ১৯৭২	২৫ পৌষ, ১৩৭৮	সোমবার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ

ধরন	গ্রন্থ	রচয়িতা
নাটক	**পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (প্রথম নাটক)**	**সৈয়দ শামসুল হক**
	কী চাহ শঙ্খচীল, বকুলপুরের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, বর্ণচোর, **এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম**	মমতাজ উদ্দীন আহমেদ
	নরকে লাল গোলাপ	**আলাউদ্দিন আল আজাদ**
	তরঙ্গভঙ্গ	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
	যে অরন্যে আলো নেই	**নীলিমা ইব্রাহীম**
	কিংশুক যে মরুতে	মোহাম্মদ এহসানুল্লাহ
	তোমরাই, দ্যাশের মানুষ, বিবিসাব	আব্দুল্লাহ আল মামুন
উপন্যাস	**রাইফেল রোটি আওরাত (মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস)**	**আনোয়ার পাশা**
	নিষিদ্ধ লোবান, নীলদংশন, বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ	সৈয়দ শামসুল হক
	জাহান্নাম হইতে বিদায়, জলাংগী, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
	যাত্রা	শওকত আলী
	আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, জোছনা ও জননীর গল্প, সূর্যের দিন	হুমায়ূন আহমেদ
	উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
	খাঁচায়	রশীদ হায়দার
	হাঙর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ	**সেলিনা হোসেন**
	কালো ঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন
	ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
	আমার বন্ধু রাশেদ (শিশুতোষ)	মুহম্মদ জাফর ইকবাল
	খেলাঘর, অশরীরী, মাটির জাহাজ, জীবন আমার বোন	মাহমুদুল হক
	অদ্ভুত আঁধার এক	শামসুর রাহমান
	জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা	শহিদুল জহির
	দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দীন
	অলাতচক্র	আহমদ ছফা
	বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ	সরদার জয়েন উদ্দীন
	মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আমজাদ হোসেন

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

প্রবন্ধ	লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
	আমি বীরাঙ্গনা বলছি	ড. নীলিমা ইব্রাহিম
	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক
স্মৃতিকথা	স্মৃতির শহর	শামসুর রাহমান
	আমি বিজয় দেখেছি, জয় বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ একাত্তর	এম আর আখতার মুকুল
	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
	ফেরারী ডায়েরি	আলাউদ্দিন আল আজাদ
সম্পাদিত গ্রন্থ	বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র	হাসান হাফিজুর রহমান
অন্যান্য গ্রন্থ	মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল	ড. কামাল হোসেন
	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু	আবুল মনসুর আহমদ
	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
	আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিনা হোসেন
	১৯৭১: ভেতরে বাইরে	এ কে খন্দকার
	আমার একাত্তর	আনিসুজ্জামান
	একটি জাতির জন্ম	মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান
	অসমাপ্ত বিপ্লব: তাহেরের শেষকথা	লরেন্স লিফশুলৎস
	যুদ্ধ ও নারী	ডা. এম এ হাসান
	হৃদয়ে বাংলাদেশ	পান্না কায়সার
	ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল	হুমায়ুন আজাদ
	বীরাঙ্গনা-১৯৭১	মুনতাসীর মামুন
	দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা	নূরুল কাদির
	কালো ইলিশ	বশির আল হেলাল
	স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	মেজর (অব:) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
	পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন	যতীন সরকার
	রাজপুত্র	দাউদ হায়দার
গল্প	জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান
	রেইনকোট, অপঘাত	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
	জলেশ্বরীর গল্পগুলো	সৈয়দ শামসুল হক
	নামহীন গোত্রহীন	হাসান আজিজুল হক
	সময়ের প্রয়োজনে	জহির রায়হান
	মুক্তিযুদ্ধের গল্প (গল্পসংকলন)	রাবেয়া খাতুন
কবিতা	স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা, সন্ত্রাসবন্দী বুলেটবিদ্ধ দিন-রাত্রি, রক্তসেচ, বন্দী শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
	দগ্ধ গ্রাম ও মুক্তিযোদ্ধা	কবি জসিম উদ্‌দীন
	এর নাম স্বাধীনতা	আসাদ চৌধুরী
	স্বাধীনতার প্রতি, তোমার অভাবে এই স্বাধীনতা	মহাদেব সাহা
	প্রথম শহিদ বাংলাদেশের মেয়ে, আজকের বাংলাদেশ	বেগম সুফিয়া কামাল
	শহিদ স্মরণে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
	গেরিলা	হাসান হাফিজুর রহমান
	স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো	নির্মলেন্দু গুণ
গ্রন্থ	A Golden Age, The Good Muslim, The bones of Grace	তাহমিমা আনাম
	A Search for Identity	মেজর আবদুল জলিল
	Making of a nation Bangladesh	নুরুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বিদেশিদের লেখা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই	
গ্রন্থের নাম	লেখক
Witness to Surrender	সিদ্দিক সালিক
দ্য বিট্রেয়াল অফ ইস্ট পাকিস্তান	লে.জে.এ খান নিয়াজী
দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ	আর্চার কে ব্লাড
দ্য রেইপ অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড	এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস
Surrender At Dacca: Birth of a Nation	লে. জে. জেএফআর জেকব
Massacre	Robert Payne.
The Discovery of Bangladesh	Stephen M. Gill
The Blood Telegram	গ্যারি জে. ব্যাস
একটি কালো মেয়ের কথা, ১৯৭১	**তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**
The Liberation of Bangladesh	মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং

একাত্তরের....এ নামে রচিত গ্রন্থ	
গ্রন্থের নাম	**লেখক**
একাত্তরের চিঠি (পত্র সংকলন)	সংকলনে গ্রামীণফোন ও প্রথম আলো
একাত্তরের দিনগুলি	**জাহানারা ইমাম**
একাত্তরের ডায়েরি	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের রণাঙ্গন	শামসুল হুদা চৌধুরী
একাত্তরের অগ্নিকন্যা	তুষার আব্দুল্লাহ
একাত্তরের গণহত্যা	বশির আল হেলাল
একাত্তরের গান	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান		
গান	কথা	সুর
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	**খান আতাউর রহমান**	**খান আতাউর রহমান**
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
ধনধান্য পুষ্পে ভরা	দ্বিজেন্দ্রলাল (ডিএল) রায়	দ্বিজেন্দ্রলাল (ডিএল) রায়
সালাম সালাম হাজার সালাম	**ফজলে খোদা**	**আবদুল জব্বার**
একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর	ফরিদা পারভীন
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
পদ্মা মেঘনা যমুনা	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
সব কটা জানালা খুলে দাও না	**নজরুল ইসলাম বাবু**	**আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল**
ভয় কি মরণে	মুকুন্দ দাস	মুকুন্দ দাস
জন্ম আমার ধন্য হল	নয়ীম গহর	আজাদ রহমান
সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা	আবদুল লতিফ	আবদুল লতিফ
ও আমার বাংলা মা তোর	আবদুল ওমরাহ, মোঃ ফখরুদ্দিন	আলাউদ্দিন আলী
বিচারপতি তোমার বিচার	সলিল চৌধুরী	সলিল চৌধুরী
চাষাদের মুটেদের মজুরের	আলী মহসীন রাজা	খাদেমুল ইসলাম বসুনিয়া

[বি.দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখ্যযোগ্য কিছু গান স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র পাঠেই আলোচনা করা হয়েছে।]

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের ধরন	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	Stop Genocide (1971)	জহির রায়হান
পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র	ওরা ১১ জন (১৯৭২)	চাষী নজরুল ইসলাম
স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আগামী (১৯৮৪)	মোরশেদুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক
Stop Genocide (1971), A State is Born	জহির রায়হান
মুক্তির গান (বাংলা), মুক্তি কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
১৯৭১	তানভীর মোকাম্মেল
নাইন মানথস টু ফ্রিডম	এস সুকুদেব
লিবারেশন ফাইটার্স, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে, ডায়েরিজ অব বাংলাদেশ	আলমগীর কবীর
ইনোসেন্ট মিলিয়নস	বাবুল চৌধুরী
ডেড লাইন বাংলাদেশ	ব্রেন টাগ
লুট এন্ড লাস্ট	এইচ.এস.আদভানী
কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার	রবার্ট রজার্স

বি.দ্র.: জহির রায়হান 'Let there be Light' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে তা শেষ করতে পারে নি।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
ধূসর যাত্রা	আবু সায়ীদ
স্মৃতি ৭১	তানভীর মোকাম্মেল
একজন মুক্তিযোদ্ধা	দিলদার হোসেন
নীল দংশন	সুমন আহমেদ
প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিখ্যাত চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড		এখনও অনেক রাত	
বাঘা বাঙ্গালী	আনন্দ	রুপালী সৈকত	আলমগীর কবির
কার হাসি কে হাসে		ধীরে বহে মেঘনা	
আগুনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ	নদীর নাম মধুমতী	তানভীর মোকাম্মেল
শ্যামল ছায়া		জীবনঢুলী	
একাত্তরের যীশু	নাসির উদ্দিন ইফসুফ বাচ্চু	খেলাঘর	মোরশেদুল ইসলাম
গেরিলা		অনিল বাগচীর একদিন	
ধ্রুবতারা	চাষী নজরুল ইসলাম	অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাস দত্ত

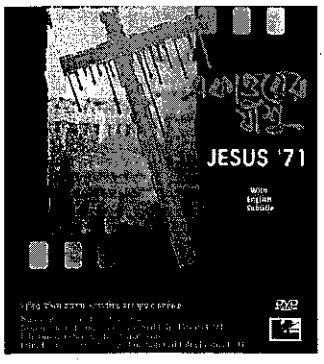

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ	জয়বাংলা	ফখরুল আলম
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী
চিৎকার	মতিন রহমান	আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা
বাঁধনহারা	এ.জে.মিন্টু	বাংলার ২৪ বছর	মোহাম্মদ আলী
৭১ এর মা জননী	শাহ আলম কিরণ	হৃদয়ে ৭১	সাদেক সিদ্দিকী
সূচনা	মোরশেদুল ইসলাম	আবর্তন	আবু সায়ীদ
বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব	ধূসর যাত্রা	
একাত্তরের মিছিল	কবীর সারওয়ার	চাক্কি	এনায়েত করিম বাবুল
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম	দূরন্ত	খান আখতার হোসেন
এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান	রিফিউজি- ৭১	বিনয় রায়
লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ
একসাগর রক্তের বিনিময়ে		সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম

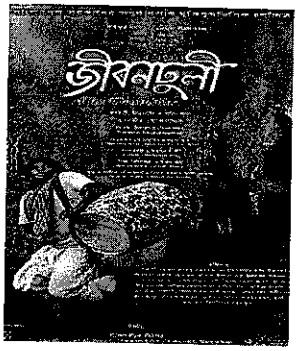

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান	স্থপতি
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	মেহেরপুর	তানভীর কবির
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার	মঈনুল হোসেন
অপরাজেয় বাংলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
জয় বাংলা জয় তারুণ্য	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আলাউদ্দিন বুলবুল
স্বাধীনতা	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা	হামিদুজ্জামান খান
সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
কিংবদন্তি	মিরপুর, ঢাকা	হামিদুজ্জামান খান
স্বাধীনতার সংগ্রাম	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শামীম শিকদার
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন, টিএসসি সড়ক দ্বীপ	শামীম শিকদার
বিজয়োল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন	শামীম শিকদার
স্মৃতির জানালায় '৭১	সূর্যসেন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আবদুল মোতালেব
বিজয় '৭১	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্যামল চৌধুরী
'৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	ভাস্কর রাশা
সাবাশ বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুণ্ডু
স্মারক ভাস্কর্য	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	মর্তুজা বশীর
স্মরণ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ সাইফুল হক
মুক্ত বাংলা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	রশিদ আহমেদ
চেতনা-৭১	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	মোবারক হোসেন নৃপাল
রক্ত সোপান	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর	-
চেতনা-৭১	কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স	মোহাম্মদ মঈনুল
জাগ্রত চৌরঙ্গী (প্রথম)	জয়দেবপুর চৌরাস্তা	আব্দুর রাজ্জাক
বীরের প্রত্যাবর্তন	বাড্ডা, ঢাকা	সুদীপ্ত মল্লীক
প্রত্যাশা	ফুলবাড়িয়া, ঢাকা	মৃণাল হক
অর্জন	চাঁদপুর	অনিক রেজা
শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হালি

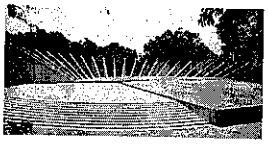

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

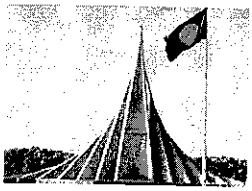

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

সংশপ্তক

- 'চেতনা-৭১' শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থপতি- মোবারক হোসেন নৃপাল।
- 'চেতনা-৭১' কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন্স, স্থপতি- মোহাম্মদ মঈনুল।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা যশোরের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য 'বিজয়-৭১' এর স্থপতি খন্দকার বদরুল ইসলাম।
- 'বিজয়-৭১' বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভাস্কর্যটির স্থপতি শ্যামল চৌধুরী।
- **শিখা চিরন্তন-সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান; শিখা অনির্বাণ-ঢাকা সেনানিবাস।**
- **জাগ্রত চৌরাঙ্গী : মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য (১৯৭৩)** এবং ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্মারক।
- **স্বোপার্জিত স্বাধীনতা :** ১৯৮৮ সালের ২৫ মার্চ উদ্বোধন করা হয়।
- **স্বাধীনতা সংগ্রাম :** এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ভাস্কর্য, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সব বীরত্বকে ধারণ করে তৈরি করা হয়েছে।
- **সাবাশ বাংলাদেশ :** শহিদ জননী জাহানারা ইমাম উদ্বোধন করেন।
- **স্বাধীনতা স্তম্ভ:** মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে নির্মিত স্মৃতি স্তম্ভ। এটি ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অভ্যন্তরভাগে নির্মাণ করা হয়েছে।
- **মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ ভাস্কর্য বীর:** রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে অবস্থিত। যার উচ্চতা ৫৩ ফুট।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা

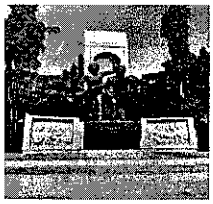
সাবাশ বাংলাদেশ

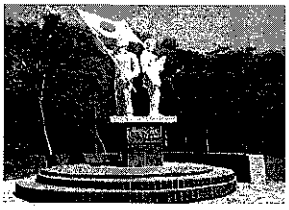
চেতনা-৭১

মুক্তিযোদ্ধের প্রথম স্থাপত্য জাগ্রত চৌরঙ্গী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার এফ-১১/ এ-বি, সিভিক সেক্টর, **আগারগাঁওয়ে অবস্থিত**। বেসরকারি উদ্যোগে ঢাকার সেগুনবাগিচায় প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের উদ্বোধন হয় **১৯৯৬ সালের ২২ শে মার্চ**। পরবর্তীতে ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ তে এটি আগারগাঁওতে স্থানান্তর করা হয়।

এক নজরে...

০১. অপারেশন সার্চলাইটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দুটি আবাসিক হলকে মূল লক্ষ্য হয়েছিল?
☑ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল।

০২. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কি বার ছিল?
☑ বৃহস্পতিবার।

০৩. পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন-
☑ জয়দেবপুর তথা গাজীপুরের বীর জনতা।

০৪. সংশপ্তক কোথায় অবস্থিত?
☑ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

০৫. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ কে-
☑ শঙ্কু সমজদার।

০৬. প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কে-
☑ তৎকালিন ডাকসু ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব।

০৭. বাংলাদেশের বাইরে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়-
☑ ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ (কলকাতায় পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশনে)।

০৮. জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস কবে-
☑ ২ মার্চ।

০৯. ৭ই মার্চের ভাষণকে ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় কবে-
☑ ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর (ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদান করে)।

১০. নিউজ উইক ম্যাগাজিন শেখ মুজিবকে কোন উপাধিতে ভূষিত করেন-
☑ রাজনীতির কবি (Poet of politics)

১১. অপারেশন সার্চ লাইট এর পূর্ব নাম কি ছিল?
☑ অপারেশন ব্লিটজ বা অপারেশন ব্লিজ।

১২. ৭ই মার্চের ভাষণের দফা সমূহ কি কি?
☑ ৪টি (চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, গণহত্যার তদন্ত, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা)।

১৩. কোন পত্রিকা পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার উপর ব্রিটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে?
☑ ডেইলি টেলিগ্রাফ।

১৪. অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা কবে প্রনয়ণ করা হয়?
☑ ১৮ মার্চ।

১৫. 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' কোন সময়ের স্লোগান?
☑ ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের

১৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল?
☑ তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় (বর্তমান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়)।

১৭. তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন কে?
☑ তাজউদ্দীন আহমেদ।

১৮. জল্লাদের দরবার-এ কার অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে তুলে ধরা হতো?
☑ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের। এই ব্যঙ্গাত্মক সিরিজে তাকে 'কেল্লা ফতেহ খান' চরিত্রে চিত্রিত করা হয় এবং এই ভূমিকায় অভিনয় করেন রাজু আহমেদ।

১৯. 'চরমপত্র' সিরিজটি ঢাকাইয়া উপভাষার স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন কে?
☑ এম আর আখতার মুকুল, যিনি নিজেই এর উপস্থাপক ছিলেন।

২০. ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী নামে প্রচারিত হতো?
☑ বজ্রকণ্ঠ।

২১. 'চরমপত্র' সিরিজটি পরিকল্পনা করেন কে?
☑ জাতীয় পরিষদ সদস্য আবদুল মান্নান।

২২. 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'-গানটি জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় কখন?
☑ ৩ মার্চ ১৯৭১ (স্বাধীনতার ইশতেহার)।

২৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ বেতার করা হয়?
☑ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

২৪. কিসের ভিত্তিতে মুজিবনগর সরকারের কার্যকারিতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি হয়?
☑ Charter of Independence।

২৫. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেট সচিব কে ছিলেন?
☑ হাসান তৌফিক ইমাম (এইচ.টি.ইমাম)।

২৬. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কে পরিচালনা করেন?
☑ জনাব আব্দুল মান্নান।

২৭. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কে গার্ড অব অনার দেয় কোন বাহিনী?
☑ পুলিশ ও আনসার বাহিনী।

২৮. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
☑ কর্নেল এম. এ. জি ওসমানী।

২৯. বিমান বাহিনীর প্রধান ও সেনাবাহিনীর উপপ্রধান কে ছিলেন?
☑ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার।

৩০. মুক্তিযুদ্ধে মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল কে ছিলেন?
☑ মেজর ডা. শামসুল আলম।

৩১. মুজিবনগর সরকারের মোট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিলো কতটি?
☑ ১২টি।

৩২. কবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়?
☑ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

৩৩. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোন পদ্ধতির সরকার ছিল?
☑ রাষ্ট্রপতি শাসিত।

৩৪. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য কতজন ছিলেন?
☑ ৬ জন।

৩৫. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
☑ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

৩৬. কবে, কোথায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়?
☑ ৩ মার্চ ১৯৭১; ঢাকার পল্টন ময়দানে।

৩৭. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা কে?
☑ ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম।

৩৮. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে?
☑ অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলী।

৩৯. কোন দেশ দু'টির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে?
☑ বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র।

৪০. শেখ মুজিব কোন সংস্থার ওয়্যারলেসের সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?
☑ ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর)।

৪১. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় কবে?
☑ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ [সূত্র: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড, (পৃষ্ঠা: ৪)]।

৪২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কার্যকর করা হয় কোন তারিখ থেকে?
☑ ২৬ মার্চ ১৯৭১।

৪৩. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় কবে?
☑ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।

৪৪. বাংলাদেশের ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে স্বীকৃত কোন রাত্রি?
☑ ২৫ মার্চ রাত ১৯৭১।

৪৫. ২৫ মার্চ ছিল কী বার?
☑ বৃহস্পতিবার।

৪৬. কত তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়?
☑ ২৬ মার্চ, ১৯৭১।

৪৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল-
☑ মেহেরপুরে।

৪৮. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় সংঘটিত হয়?
☑ গাজীপুরে।

৪৯. শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয় ৭১ এর-
☑ ২৫ মার্চ রাতে।

৫০. 'অপারেশন সার্চ লাইট' কোন সালের ঘটনা?
☑ ১৯৭১।

৫১. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?
☑ ২৫ মার্চ ১৯৭১ দিবাগত রাতে।

৫২. বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী কবে গঠিত হয়?
☑ ১১ এপ্রিল।

৫৩. 'বাংলাদেশ নৌবাহিনী' কোন দুটি টহল জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেন?
☑ বিএনএস পদ্মা ও বিএনএস পলাশ।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

৫৪. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
☑ কর্নেল এম এ জি ওসমানী।

৫৫. মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ এবং বিমান বাহিনীর প্রধান-
☑ এ কে খন্দকার

৫৬. মুক্তিবাহিনীর ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিকেল সার্ভিসের দায়িত্বে কে ছিলেন?
☑ মেজর ডা. শামসুল আলম।

৫৭. জেড ফোর্সের অধিনায়ক কে ছিলেন?
☑ মেজর জিয়াউর রহমান।

৫৮. কোথায় মুক্তিফৌজ গঠন করা হয়?
☑ তেলিয়াপাড়া চা বাগান

৫৯. মুক্তিফৌজ নাম পরিবর্তন করে কি নাম রাখা হয়?
☑ মুক্তিবাহিনী (১১ এপ্রিল, ১৯৭১)

৬০. ২১ অক্টোবর, ১৯৭১ খালেদ মোশাররফ গুরুতরভাবে আহত হলে 'কে ফোর্সের' দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?
☑ মেজর খালেক চৌধুরী।

৬১. বিমান বাহিনীর গুপ্ত নাম কি ছিল?
☑ কিলোফ্লাইট।

৬২. মুক্তিবাহিনীর 'ওয়ার স্ট্র্যাটেজি' কি নামে পরিচিত?
☑ তেলিয়াপাড়া ওয়ার স্ট্র্যাটেজি।

৬৩. বিখ্যাত গেরিলা দল ক্র্যাক প্লাটুন কোন সেক্টরের অধিনে ছিল?
☑ ২নং সেক্টরের।

৬৪. বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম প্রধান ছিলেন?
☑ এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার।

৬৫. ক্র্যাক প্লাটুন ঢাকা শহরে প্রায় কতটি অপারেশন পরিচালনা করে?
☑ ৮২ টি।

৬৬. কোন সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান?
☑ মেজর নাজমুল হক; ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৬৭. সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে কতজন বিমান বাহিনীর ছিলেন?
☑ ২ জন-উইং কমান্ডার এম খাদেমুল বাশার ও স্কোয়াড্রন লীডার এম হামিদুল্লাহ খান।

৬৮. কতজন সেক্টর কমান্ডার বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন?
☑ ১২ জন।

৬৯. একমাত্র সেক্টর কমান্ডার, যিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন-
☑ স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ খান।

৭০. সবচেয়ে বয়স্ক সেক্টর কমান্ডার কে?
☑ মেজর কাজী নূরুজ্জামান (জন্ম ২৪ মার্চ ১৯২৫)।

৭১. সর্বকনিষ্ঠ সেক্টর কমান্ডার কে?
☑ মেজর রফিকুল ইসলাম (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩)।

৭২. বীরপ্রতীক ডা. সিতারা বেগমের কোন ভাই সেক্টর কমান্ডার ছিলেন?
☑ এ টি এম হায়দার।

৭৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে "জেড ফোর্স" ব্রিগেডের প্রধান কে ছিলেন?
☑ জিয়াউর রহমান।

৭৪. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশলে অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা-
☑ মুক্তিবাহিনী

৭৫. স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশি যুবকদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর নাম কী?
☑ মুক্তিবাহিনী।

৭৬. স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর কত নং সেক্টরের অধীনে ছিল?
☑ ৮ নং সেক্টর।

৭৭. মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর-২ এর অধিনায়ক কে ছিলেন?
☑ মেজর খালেদ মোশাররফ।

৭৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় বরিশাল কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
☑ ৯নং সেক্টর।

৭৯. কার নির্দেশে সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?
☑ তাজউদ্দিন আহমেদ ।

৮০. মুক্তিযুদ্ধের সময় রংপুর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
☑ ৬নং ।

৮১. শওকত আলী কত নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন?
☑ ৫নং ।

৮২. মুক্তিযুদ্ধে ক্র্যাকপ্লাটুন কোন শহরে সক্রিয় ছিল?
☑ ঢাকা ।

৮৩. কোন সেক্টরের সদর দপ্তর বাংলাদেশের ভিতরে ছিল?
☑ ৬নং ।

৮৪. কোন সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধের সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়?
☑ মেজর নাজমুল হক।

৮৫. সুন্দরবন কত নং সেক্টরের অধিনে ছিল?
☑ ৯ নং সেক্টর।

৮৬. প্রথম স্বাধীন সেক্টর কোনটি?
☑ ৮ নং।

৮৭. সবচেয়ে ছোট সেক্টর কোনটি?
☑ ৫ নং।

৮৮. আত্মসমর্পণকালীন ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধি ছিলেন কে?
☑ পল মার্ক হেনরি।

৮৯. শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত?
☑ ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায়।

৯০. মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র মহিলা কমান্ডার কে ছিলেন?
☑ আশালতা বৈদ্য (কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ)।

৯১. অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার অভিযান কোনটি?
☑ অপারেশন ক্লোজডোর।

৯২. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে অধ্যাপনা করতেন?
☑ দর্শন।

৯৩. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের দিন আতাউল গণি ওসমানী কোথায় ছিলেন?
☑ সিলেটে

৯৪. গোলাহাট হত্যাকাণ্ড অন্য কি নামে পরিচিত?
☑ বালারখাইল গণহত্যা।

৯৫. দেশের পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী গণহত্যা কোনটি?
☑ গোলাহাট গণহত্যা।

৯৬. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ দিনটি কি বার ছিল?
☑ বৃহস্পতিবার।

৯৭. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় কে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?
☑ গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার।

৯৮. স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বশেষ শত্রুমুক্ত জেলা কোনটি?
☑ ঢাকা।

৯৯. ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার কতগুলো সড়কের নাম করণ করা হয়?
☑ ৫টি।

১০০. গণহত্যা জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
☑ খুলনা।

১০১. পৃথিবীর প্রথম চ্যারিটি কনসার্ট কোনটি?
☑ দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ।

১০২. দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর প্রযোজনা করেন কে?
☑ জর্জ হ্যারিনস ও অ্যালেন ক্লেইন।

১০৩. দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজনকারী জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক?
☑ যুক্তরাজ্য।

১০৪. সম্প্রতি গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
☑ নিউইয়র্ক।

১০৫. সুবর্ণ জয়ন্তী বাংলাদেশ কনসার্ট শীর্ষক অনুষ্ঠান কোন স্থানে আয়োজিত হয়?
☑ ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন।

১০৬. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'- এ রবি শঙ্কর ও অন্য ভারতীয় শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীতের নাম কি ছিল?
☑ বাংলা ধুন।

১০৭. জর্জ হ্যারিসন এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোনটি?
☑ আই মি মাইন।

১০৮. পৃথিবীর ইতিহাসে কোন গায়ক প্রথম গীতিকার হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পান?
☑ বব ডিলান (২০১৬)।

১০৯. পণ্ডিত রবিশঙ্কর পৈতৃকনিবাস কোথায়?
☑ বাংলাদেশের নড়াইলে।

১১০. যুক্তরাষ্ট্রের কোন পত্রিকা ইয়াহিয়া খানকে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানায়?
☑ ওয়াশিংটন পোস্ট।

১১১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশ হলো-
☑ চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১১২. মুক্তিযুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত বিদেশি নাগরিক কে?
☑ ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড (২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন)।

১১৩. **Fridens of Bangladesh** সম্মাননা স্মারক কাকে প্রদান করা হয়?
☑ জুলিয়ান ফ্রান্সিস।

১১৪. সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
☑ নিউইয়র্ক টাইম্‌স।

১১৫. বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে নিহত ফাদার মারিও ভেনেরজি কোন দেশের নাগরিক?
☑ ইতালিয় নাগরিক।

১১৬. বিবিসির কোন সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা চালান?
☑ উইলিয়াম মার্ক টালি।

১১৭. সাইমন ড্রিং কোন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন?
☑ ডেইলি টেলিগ্রাফ।

১১৮. সাইমন ড্রিং কত সালে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা লাভ করেন?
☑ ২০১২ সালে।

১১৯. অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস কোন পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন?
☑ The Sunday Times।

১২০. দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের খবর পাঠ করে বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন?
☑ সংবাদ পরিক্রমা।

১২১. যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বাংলাদেশের রক্তপাত বন্ধের জন্য কোন দুজন সিনেটর আহ্বান জানান?
☑ এ্যাডওয়ার্ড কেনেডী ও ফ্রেড হ্যারিছ।

১২২. কবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদান করা হয়?
☑ ১৫ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

১২৩. মুক্তিযুদ্ধে মোট কতজন বীরত্বসূচক খেতাব লাভ করেন?
☑ ৬৭৬ জন।

১২৪. বীরত্বসূচক খেতাবসমূহ:
☑ বীরশ্রেষ্ঠ: ৭ জন। বীর উত্তম: ৬৭ জন। বীর বিক্রম: ১৭৪ জন। বীর প্রতীক: ৪২৪ জন।

১২৫. বীরপ্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি ব্যাক্তি-
☑ ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া)।

১২৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য দেয়া সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কোনটি?
☑ বীরশ্রেষ্ঠ।

১২৭. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
☑ ১৯৯৬।

১২৮. ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রহিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল-
☑ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১২৯. বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোস্তফা কামাল কত তারিখে মৃত্যু বরণ করেন?
☑ ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১।

১৩০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য কতজন বিজেপি সদস্য বীরশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন?
☑ ২জন।

১৩১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরবিক্রম উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
☑ ১৭৪।

১৩২. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ কোন সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন?
☑ ৮নং সেক্টর।

১৩৩. পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্রহিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
☑ ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।

১৩৪. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের পাশে সমাহিত করা হয়?
☑ সিপাহি হামিদুর রহমান।

১৩৫. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে তৃতীয় বীরত্বসূচক খেতাব কোনটি?
☑ বীর বিক্রম।

১৩৬. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি?
☑ সেনেগাল।

১৩৭. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?
☑ পূর্ব জার্মানি।

১৩৮. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর এর কবর কোন জেলায়?
☑ চাপাইনবাবগঞ্জ।

১৩৯. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
☑ ৬৮জন।

১৪০. কোন বীরশ্রেষ্ঠ সোনা মসজিদে সমাহিত আছেন?
☑ বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

১৪১. 'এ স্টেট ইজ বর্ন' প্রামাণ্য চিত্রটির নির্মাতা কে?
☑ জহির রায়হান।

১৪২. "মুক্তির গান" চলচ্চিত্রটি কে পরিচালনা করেছেন?
☑ তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

১৪৩. 'জয়যাত্রা' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
☑ তৌকির আহমেদ

১৪৪. 'আগুনের পরশমণি' গ্রন্থটির চলচ্চিত্রায়নে ফুটে উঠেছে–
☑ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বাস্তব খণ্ডচিত্র

১৪৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে?
☑ আলমগীর কবির

১৪৬. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধ কোনটি?
☑ ১৯ মার্চ ১৯৭১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে গেলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এটাই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহ।

১৪৭. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Stop Genocide' এর পরিচালিক কে ছিলেন?
☑ জহির রায়হান।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. স্বাধীন বাংলাদেশে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র কোনটি? [MBBS: 2024-25]
ক. ইন্দোনেশিয়া খ. ইরাক
গ. মালয়েশিয়া ঘ. সেনেগাল

০২. ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক কে ছিলেন? [MBBS: 2024-25]
ক. এনায়েতুর রহমান খান খ. প্রতাপ শংকর হাজরা
গ. মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ ঘ. জাকারিয়া পিন্টু

০৩. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল সূচনা করেন কে? [MBBS: 2024-25]
ক. ক্যাপ্টেন আক্তার আহমেদ খ. ডাঃ এম এ মবিন
গ. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম ঘ. ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী

০৪. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে কে প্রথম শহীদ হন? [BDS: 2024-25]
ক. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
খ. ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ
গ. সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল
ঘ. সিপাহী হামিদুর রহমান

০৫. বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে? [MBBS: 2021-22; 36th BCS]
ক. ২ আগস্ট ১৯৭১ খ. ২ মার্চ ১৯৭১
গ. ২ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ. ২ জানুয়ারি ১৯৭১

০৬. '৭ মার্চের ভাষণ আসলে ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল'- উক্তিটি কার? [MBBS: 21-22]
ক. মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক খ. চে গুয়েভারা
গ. মহাত্মা গান্ধী ঘ. নেলসন ম্যান্ডেলা

০৭. এম এ হান্নান প্রথমবার কোথা হতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন? [MBBS: 2021-22]
ক. ত্রিপুরার রামগড়স্থ বেতার কেন্দ্র
খ. চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র
গ. ঢাকার বেতার কেন্দ্র
ঘ. চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র

০৮. কিসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়? [BDS: 2021-22]
ক. রেডিও খ. টেলিফোন
গ. ওয়ারলেস ঘ. টেলিগ্রাফ

০৯. কত নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার ছিলো না? [BDS: 2021-22]
ক. ৯ খ. ৮
গ. ১০ ঘ. ১১

১০. মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০নং সেক্টর কোনটা ছিল? [MBBS: 2020-21]
ক. টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ খ. রংপুর-ঠাকুরগাঁও
গ. নৌ-কমান্ডো ঘ. বরিশাল-পটুয়াখালি

১১. মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি জাহাজের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযানের নাম কি ছিল? [MBBS: 2020-21]
ক. অপারেশন জ্যাকপট খ. অপারেশন মেঘদূত
গ. অপারেশন ইভটিং লাইট ঘ. অপারেশন সার্চলাইট

১২. একমাত্র বিদেশি যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য বীরপ্রতীক উপাধি পেয়েছে- [MBBS: 2020-21]
ক. উইলিয়াম ওডারল্যান্ড খ. আন্দ্রে মালরো
গ. রবিশংকর ঘ. ডেভিড নালিন

১৩. কোন দেশ প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়? [MBBS:2020-21]
ক. নেপাল খ. ভূটান
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. ভারত

১৪. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি কোথায় হয়? [MBBS: 2021-22]
ক. সোহাগপুর বিধবা পল্লী খ. চুকনগর
গ. রায়ের বাজার ঘ. হাসামদিয়া

১৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য "সাবাশ বাংলাদেশ" এর ভাস্কর কে? [MBBS: 2020-21]
ক. মৃনাল হক খ. রূপম রায়
গ. নভেরা আহমেদ ঘ. নিতুন কুন্ডু

১৬. 'সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ' এর স্থপতি কে? [MBBS: 2020-21]
ক. সৈয়দ মইনুল হোসেন খ. মাজহারুল ইসলাম
গ. মৃনাল হক ঘ. আব্দুর রাজ্জাক

১৭. স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্থাপত্য কোনটি? [MBBS: 2020-21]
ক. মোদের গরব খ. অপরাজেয় বাংলা
খ. শাবাশ বাংলাদেশ ঘ. জাগ্রত চৌরঙ্গী

১৮. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন তারিখে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন? [MBBS: 2019-20]
ক) ১১ জানুয়ারি খ) ১২ জানুয়ারি
গ) ১০ জানুয়ারি ঘ) ০৯ জানুয়ারি

১৯. কোন বিখ্যাত গায়ক মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জন্য নিউইয়র্কে কনসার্ট করে অর্থ সংগ্রহ করেন?[MBBS: 2019-20]
ক) এল্ডিভস প্রিসলি খ) লতা মুঙ্গেশকর
গ) মুহাম্মদ রাফি ঘ) জর্জ হ্যারিসন

২০. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? [MBBS: 2019-20]
ক) ১২ খ) ১০ গ) ১১ ঘ) ১৩

২১. "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ভাষণটি ১৯৭১ সালের কোন তারিখে প্রদান করেছেন? [MBBS: 2019-20]
ক) ৭ মার্চ খ) ৫ মার্চ গ) ৬ মার্চ ঘ) ৮ মার্চ

২২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত নারীদ্বয়ের নাম কি? [MBBS: 2017-18]
ক) তারামন বিবি ও সিতারা বেগম
খ) সিতারা খাতুন ও তারামন বিবি
গ) সেলিনা বেগম ও সিতারা আখতার
ঘ) ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিনী ও জাহানারা ইমাম

২৩. 'মুজিবনগর সরকার' কবে গঠিত হয়? [MBBS: 2018-19, 39th BCS]
ক) ১২ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

২৪. সম্প্রতি ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ভাষণকে কি নামে লিপিবদ্ধ করেছে-[BDS: 2017-18]
ক) The Best Address to the Nation
খ) The Greatest Leader's Address
গ) World Documentary Heritage
ঘ) The Declaration of Independence

২৫. "সালাম সালাম হাজার সালাম, সকল শহীদ স্মরণে" গানের কণ্ঠশিল্পী কে? [MBBS: 2017-18]
ক) আপেল মাহমুদ খ) সৈয়দ আব্দুল হাদী
গ) মাহমুদুন্নবী ঘ) আব্দুল জব্বার

২৬. স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ? [BDS:2016-17, 29th BCS]
ক) ভারত খ) ভুটান গ) রাশিয়া ঘ) জাপান

২৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? [MBBS: 2016-17]
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) তাজউদ্দীন আহমেদ
গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৮. 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' গানটির শিল্পী কে? [MBBS:2015-16, JNU (B): 2015-16]
ক) আপেল মাহমুদ খ) সৈয়দ আব্দুল হাদী
গ) আব্দুল জব্বার ঘ) রুনা লায়লা

২৯. ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের- [MBBS: 2011-12]
ক) ৫ তারিখ খ) ৬ তারিখ গ) ৭ তারিখ ঘ) ৮ তারিখ

৩০. মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব নিচের কোন তারিখে দেওয়া হয়? [MBBS: 2010-11]
ক) ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খ) ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৩১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য কতজন বিডিআর সদস্য বীরশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হন?[BDS:2009-10]
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

৩২. সর্বপ্রথম কোন বিদেশি মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়? [MBBS: 2008-09]
ক) দিল্লি খ) কলকাতা
গ) লন্ডন ঘ) কাঠমুণ্ডু

৩৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোস্তফা কামাল নিচের কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?[BDS: 2008-09]
ক) ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ) ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ২০ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ২০ আগস্ট, ১৯৭১

৩৪. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' উপাধি লাভ করেন কতজন? [MBBS: 2006-07, 29th BCS, 23rd BCS, 22nd BCS]
ক) ৪২৬ জন খ) ৭ জন গ) ৬৮ জন ঘ) ১৭৫ জন

৩৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'Stop Genocide' এর পরিচালক কে ছিলেন? [BDS: 2005-06]
ক) আলমগীর কবির খ) বাবুল চৌধুরী
গ) গীতা মেহতা ঘ) জহির রায়হান

বিসিএস পরীক্ষা

৩৬. মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার নেতৃত্ব দেন কে? [46th BCS]
ক. মোহাম্মদ সোলায়মান খ. আব্দুল খালেক
গ. মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ঘ. শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী

৩৭. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [45th BCS]
ক. ২ (দুই) নম্বর খ. ৩ (তিন) নম্বর
গ. ৪ (চার) নম্বর ঘ. ৫ (পাঁচ) নম্বর

৩৮. 'জয় বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে মন্ত্রিসভায় কত তারিখে অনুমোদন করা হয়? [45th BCS]
ক. ২ মার্চ, ২০২২ খ. ৩ মার্চ, ২০২২
গ. ৪ মার্চ, ২০২২ ঘ. ৫ মার্চ, ২০২২

৩৯. 'গণহত্যা যাদুঘর' কোথায় অবস্থিত? [45th BCS]
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম গ. কুমিল্লা ঘ. খুলনা

৪০. 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' শেখ মুজিবুর রহমান কবে এই ঘোষণা দেন? [44th BCS]
ক. ২৬ মার্চ ১৯৭১ খ. ৭ মার্চ ১৯৭১
গ. ৩ মার্চ ১৯৭১ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

৪১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত করা হয়? [44th BCS]
ক. ৭ জন খ. ৬৮ জন গ. ১৭৫ জন ঘ. ৪২৬ জন

৪২. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ কোন সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন? [43rd BCS]
ক. ৬ নম্বর খ. ৭ নম্বর গ. ৮ নম্বর ঘ. ৯ নম্বর

৪৩. মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন? [43rd BCS]
ক) তাজউদ্দীন আহমদ খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এম. মনসুর আলী ঘ) এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান

৪৪. ১৯৭১ সালে "The Concert for Bangladesh" কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [42nd BCS]
ক.চট্টগ্রাম খ. কলকাতা
গ. লন্ডন ঘ. নিউইয়র্ক

৪৫. "September on the Jessore Road" is written by: [42nd BCS]
ক. Madhusudan Dutt খ. Allen Ginsberg
গ. Kaiser Huq ঘ. Vikram Seth

৪৬. ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার নাম ছিল- [42nd BCS]
ক. জয় বাংলা খ. বাংলাদেশ
গ. স্বাধীনতা ঘ. মুক্তির ডাক

৪৭. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? [42nd BCS]
ক) ১৯৯২ সালের ১৭ মার্চ খ) ১৯৯০ সালের ২৫ সার্চ
গ) ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ ঘ) ১৯৯৫ সালের ৭ মার্চ

৪৮. নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি? [42nd BCS]
ক. ধীরে বহে মেঘনা খ. কলমিলতা
গ. আবার তোরা মানুষ হ ঘ. হুলিয়া

৪৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী? [41st BCS]
ক. চৈতালী ঘূর্ণি খ. রক্তের অক্ষর
গ. বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি ঘ. ১৯৭১

৫০. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কোনটি? [41st BCS]
ক. ছেঁড়াতার খ. চাকা
গ. বাকী ইতিহাস ঘ. কী চাহ শঙ্খচিল

৫১. উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি? [41st BCS]
ক. ভূমিপুত্র খ. মাটির জাহাজ
গ. কাঁটাতারে প্রজাপতি ঘ. চিলেকোঠার সেপাই

৫২. ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে কোন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন? [41st BCS]
ক. স্যার এ.এফ. রহমান খ. রমেশচন্দ্র মজুমদার
গ. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

৫৩. মুক্তিযুদ্ধকালে কোলকাতার ৮, থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' কখন গঠন করা হয়? [41st BCS]
ক. এপ্রিল ১০, ১৯৭১ খ. এপ্রিল ১১, ১৯৭১
গ. এপ্রিল ১২, ১৯৭১ ঘ. এপ্রিল ১৩, ১৯৭১

৫৪. "তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন–সাহেবের কথা।" [41st BCS]
ক. আইয়ুব খান খ. ইয়াহিয়া খান
গ. ভুট্টো ঘ. কিসিঞ্জার

৫৫. পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [41st BCS]
ক. ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৭৪ খ. ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৭৪
গ. ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৭৪ ঘ. ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৭৪

৫৬. কে বীরশ্রেষ্ঠ নন? [41st BCS]
ক. হামিদুর রহমান খ. মোস্তফা কামাল
গ. মুন্সী আব্দুর রহিম ঘ. নুর মোহাম্মদ শেখ

৫৭. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়? [41st BCS]
ক. সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ. ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ
গ. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
ঘ. সিপাহী হামিদুর রহমান

৫৮. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল? [40th BCS]
ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন

৫৯. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [40th BCS]
ক. ৪র্থ খ. ৫ম গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম

৬০. ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [40th BCS]
ক. চতুর্থ তফসিল খ. পঞ্চম তফসিল
গ. ষষ্ঠ তফসিল ঘ. সপ্তম তফসিল

৬১. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে? [39th BCS]
ক) ১০ নং সেক্টর খ) ১১ নং সেক্টর
গ) ৮ নং সেক্টর ঘ) ৯ নং সেক্টর

৬২. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল কোথায়? [38th BCS]
ক) মেহেরপুরে খ) চট্টগ্রামে কালুরঘাটে
গ) ঢাকায় ঘ) কলকাতায়

৬৩. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [38th BCS]
ক) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী খ) তাজউদ্দিন আহমেদ
গ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান ঘ) খন্দকার মোস্তাক আহমেদ

৬৪. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? [38th BCS]
ক) নেকড়ে খ) বন্দী শিবির থেকে
গ) নিষিদ্ধ লোবান ঘ) প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম

৬৫. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে? [37th BCS]
ক) আলমগীর কবির খ) খান আতাউর রহমান
গ) হুমায়ুন আহমেদ ঘ) সুভাষ দত্ত

৬৬. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে ৩য় বীরত্বসূচক খেতাব- [37th BCS]
ক) বীর প্রতীক খ) বীরশ্রেষ্ঠ
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর বিক্রম

৬৭. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি? [37th BCS]
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) মালয়েশিয়া
গ) মালদ্বীপ ঘ) পাকিস্তান
নোট: বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ সেনেগাল।

৬৮. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল সেটি হলো? [36th BCS]
ক) ইসলামাবাদের সামরিক সরকার পদত্যাগের আন্দোলন
খ) পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
গ) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পদত্যাগ আন্দোলন
ঘ) মার্শাল ল' পদত্যাগের আন্দোলন

৬৯. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়? [36th, 19th, 13th, 11th BCS]
ক) ২৫ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৭০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? [35th BCS]
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী
গ) কর্নেল শফিউল্লাহ ঘ) মেজর জিয়াউর রহমান

৭১. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক-[36th BCS]
ক. সুবচন নির্বাসনে খ. রক্তাক্ত প্রান্তর
গ. নূরলদীনের সারা জীবন ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

৭২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? [36th BCS; DU(D): 21-22]
ক. যুক্তরাজ্য খ. পূর্ব জার্মানি গ. স্পেন ঘ. গ্রিস

৭৩. প্রশান্ত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের সদর দপ্তর হচ্ছে? [35th BCS]
ক. ইউকোসুক খ. হাওয়াই গ. গোয়াম ঘ. সুবিক বে

৭৪. জীবনঢুলী কী? [35th BCS]
ক) একটি উপন্যাসের নাম খ) একটি আত্মজীবনীর নাম
গ) একটি কাব্যগ্রন্থের নাম ঘ) একটি চলচ্চিত্রের নাম

৭৫. 'Making of a Nation Bangladesh' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [35th BCS]
ক. কামাল হোসেন খ. এস.এ. করিম
গ. নুরুল ইসলাম ঘ. আনিসুর রহমান

৭৬. 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে? [35th BCS]
ক. আলমগীর কবির খ. হুমায়ুন আহমেদ
গ. তারেক মাসুদ ঘ. শেখ নিয়ামত আলী

৭৭. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [34th BCS]
ক) ক্রীতদাসের হাসি খ) মাটি আর অশ্রু
গ) হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ) সারেং বউ

৭৮. 'দেয়াল' রচনাটি কার? [34th BCS]
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. সেলিনা হোসেন

৭৯. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'– কার কবিতা? [34th BCS]
ক. শওকত ওসমান খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান

৮০. ১৯৭১ সনের কোন তারিখে মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়? [34th BCS]
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

৮১. মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত? [33rd BCS]
ক) যশোর খ) কুষ্টিয়া
গ) মেহেরপুর ঘ) চুয়াডাঙ্গা

৮২. মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর রচনা কোনটি? [32nd BCS]
ক) এইসব দিনরাত্রি খ) নূরলদীনের সারা জীবন
গ) একাত্তরের দিনগুলি ঘ) নদী ও নারী

৮৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? [29th BCS]
ক. শেখ মুজিবুর রহমান
খ. জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
গ. তাজউদ্দীন আহমদ
ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

৮৪. 'একাত্তরের চিঠি'– কোন জাতীয় রচনা? [29th BCS]
ক. মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ খ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস
গ. মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন ঘ. ভিন্নধর্মী ডায়েরি

৮৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? [28th BCS]
ক. শঙ্খনীল কারাগার খ. কাঁটাতারে প্রজাপতি
গ. জাহান্নাম হইতে বিদায় ঘ. আর্তনাদ

৮৬. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [27th BCS]
ক) ৫ জন খ) ৭ জন গ) ২ জন ঘ) ৬ জন

৮৭. রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কি? [27th BCS]
ক) বিজয় স্তম্ভ খ) বিজয় কেতন
গ) স্বাধীনতা সোপান ঘ) রক্ত সোপান

৮৮. স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিট কোন ছবি ছিল? [24th BCS]
ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ. লালবাগের কেল্লা
গ. সোনা মসজিদ ঘ. শহীদ মিনার

৮৯. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর কোন জেলায়? [24th BCS]
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৯০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কত জনকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [20th BCS, 24th BCS]
ক. ৫৭ জন খ. ৬৩ জন
গ. ৪৪ জন ঘ. ৬৮ জন

৯১. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়? [22nd BCS]
ক) ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ৭ই মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ২৫শে মার্চ, ১৯৭১

৯২. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ আনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে? [22nd BCS]
ক. জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানি
খ. গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
গ. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
ঘ. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৯৩. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী কোথায় আত্মসমর্পণ করে? [20th BCS]
ক. রমনা পার্ক খ. পল্টন ময়দানে
গ. তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘ. ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

৯৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে এক ব্যক্তি এক দম্ভোক্তি করে, যা ছিল নিম্নরূপঃ লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না"- এ দম্ভোক্তিকারী ব্যক্তিটি কে? [20th BCS]
ক. জেনারেল নিয়াজী খ. জেনারেল টিক্কা খান
গ. জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘ. জেনারেল হামিদ খান

৯৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? [18th, 16th BCS]
ক) তিন নম্বর সেক্টর খ) চার নম্বর সেক্টর
গ) দুই নম্বর সেক্টর ঘ) এক নম্বর সেক্টর

৯৬. মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেয়া হয়? [18th BCS]
ক. ৯ জন খ. ৭জন গ. ৮জন ঘ. ১০ জন

৯৭. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম- [17th BCS]
ক. ভারত খ. রাশিয়া গ. ভূটান ঘ. নেপাল

৯৮. ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ঢাকার মোট কতগুলো সড়কের নাম করণ করা হয়? [16th BCS]
ক. ৪টি খ. ৫টি গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৯৯. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দান করে? [16th BCS]
ক. ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ খ. ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

১০০. "সব কটা জানালা খুলে দাও না"- এর গীতিকার (রচয়িতা) কে? [16th BCS]
ক) মরহুম আলতাফ মাহমুদ
খ) মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
গ) ড. মনিরুজ্জামান
ঘ) মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

১০১. কোন তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল?[14th BCS]
ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ১০ নভেম্বর, ১৯৭১

১০২. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কি ছিল? [14th BCS]
ক. সিপাহি খ. ল্যান্স নায়েক
গ. হাবিলদার ঘ. ক্যাপ্টেন

১০৩. বীরশ্রেষ্ঠ পদকপ্রাপ্তদের সংখ্যা কত? [13th BCS]
ক. সাত খ. আট গ. ছয় ঘ. পাঁচ

উত্তরমালা

০১. ঘ	০২. ঘ	০৩. ক	০৪. খ	০৫. খ	০৬. ঘ	০৭. ঘ	০৮. ঘ	০৯. গ	১০. গ	১১. ক	১২. ক
১৩. খ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. গ	২১. ক	২২. ক	২৩. খ	২৪. গ
২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. ক	২৯. খ	৩০. ক	৩১. ক	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. ক	৩৫. ঘ	৩৬. গ
৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ঘ	৪০. খ	৪১. গ	৪২. গ	৪৩. ক	৪৪. ঘ	৪৫. খ	৪৬. ক	৪৭. গ	৪৮. ঘ
৪৯. ঘ	৫০. ঘ	৫১. ঘ	৫২. ঘ	৫৩. গ	৫৪. গ	৫৫. গ	৫৬. গ	৫৭. ঘ	৫৮. ঘ	৫৯. ঘ	৬০. খ
৬১. ক	৬২. ক	৬৩. গ	৬৪. খ	৬৫. ক	৬৬. ঘ	৬৭.	৬৮. খ	৬৯. গ	৭০. ক	৭১. ঘ	৭২. খ
৭৩. ক	৭৪. ঘ	৭৫. গ	৭৬. গ	৭৭. গ	৭৮. ক	৭৯. ঘ	৮০. গ	৮১. গ	৮২. গ	৮৩. খ	৮৪. গ
৮৫. গ	৮৬. গ	৮৭. ঘ	৮৮. ঘ	৮৯. খ	৯০. ঘ	৯১. ক	৯২. খ	৯৩. গ	৯৪. গ	৯৫. গ	৯৬. খ
৯৭. ক	৯৮. খ	৯৯. ঘ	১০০. খ	১০১. ক	১০২. ক	১০৩. ক					

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

ক্যালেন্ডার: স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ	
তারিখ	ঘটনা
৮ জানুয়ারি, ১৯৭২	পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভ।
১০ জানুয়ারি, ১৯৭২	শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। রাতেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব গ্রহন করেন।
১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	রাষ্ট্রপতির শাসন পরিবর্তন করে সংসদীয় কাঠামোর সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন।
১৭ জানুয়ারি, ১৯৭২	বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সরকারীভাবে গৃহীত হয়।
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান কার্যকর হয়।
৭ মার্চ, ১৯৭৩	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
৩০ নভেম্বর, ১৯৭৩	শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন (১৮ ধরণের অপরাধী ব্যতিত সবাইকে)।
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩	বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করেন।
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪	বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।
২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪	শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাঙালি নেতা হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন।
১৫ আগস্ট, ১৯৭৫	শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন।
৩ নভেম্বর, ১৯৭৫	জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭	পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর।
২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান ।
১ নভেম্বর, ২০০৭	স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা
২১ নভেম্বর, ২০০৭	স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন।
১ সেপ্টেম্বর, ২০০৮	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন
৩০ অক্টোবর, ২০১৭	ইউনেস্কো ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্যচিত্র ঘোষণা করে।
২৬ শে মার্চ, ২০২১	স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সর্বপ্রথম কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ		
সংস্থা বা সংগঠন	সদস্যপদ লাভের তারিখ	কততম সদস্য
কমনওয়েলথ	১৮ এপ্রিল, ১৯৭২	৩২তম
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭ মে, ১৯৭২	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)	১৭ আগস্ট, ১৯৭২	
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা	১৮ জুন, ১৯৭৬	
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	২২ জুন, ১৯৭২	
পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক	১৭ আগষ্ট, ১৯৭২	
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি	১৭ আগষ্ট, ১৯৭২	১০৯তম
আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা	২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২	
UNESCO	২৭ অক্টোবর, ১৯৭২	
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	চতুর্থ সম্মেলন
খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	১২ নভেম্বর, ১৯৭৩	
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	১৯৭৩	
ইসলামী সহযোগীতা সংস্থা (OIC)	২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪	দ্বিতীয় সম্মেলন
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৭৪	

ফিফা (FIFA)	১৯৭৬	
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০	
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)	**১ জানুয়ারি, ১৯৯৫**	
জাতিসংঘ (UN)	**১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪**	**১৩৬তম**
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC)	২৬ জুন, ২০০০	
ইন্টারপোল	**১৯৭৬**	**১২৩তম**
বিশ্বব্যাংক	১৯৭২	

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন- শেখ মুজিবুর রহমান (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে, ২৯তম অধিবেশনে)।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি- সৈয়দ আনোয়ারুল করিম এবং বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি- সালাহ উদ্দিন নোমান।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশ থেকে নিযুক্ত প্রথম নারী প্রতিনিধি- ইসমত জাহান।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৮ সালে (UNIIMOG মিশনে)।
- বাংলাদেশ দুই বার স্বস্তি পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে।

বাংলাদেশ সফরকারী জাতিসংঘের মহাসচিববৃন্দ		
নাম	সময়কাল	দেশ
কুর্ট ওয়াল্ড হেইম	১৯৭৩	অস্ট্রিয়া
পেরেজ দ্য কুয়েলার	১৯৮৯	পেরু
কফি আনান	২০০১	ঘানা
বান কি মুন	২০০৮ এবং ২০১১	দক্ষিণ কোরিয়া
অ্যান্তোনিও গুতেরেস	২০১৮ এবং ২০২৫	পর্তুগাল

জাতিসংঘের ৯ম মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস ১২ মার্চ, ২০২৫ (রবিবার) ৪ দিনের সফরে সর্বশেষ বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। এ সফরে তিনি কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার গুলশানে জাতিসংঘের আবাসিক কার্যালয়ে নতুন অফিস (**UN House in Bangladesh**) উদ্বোধন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম- মুক্তিবার্তা।

সিমলা চুক্তি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্য যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধবন্দী হিসেবে ভারত তাদের নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে যায়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি এবং ভারত পাকিস্তানের স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ২ জুলাই ভারতের সিমলায় একটি ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী।

সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভুট্টো ও ইন্দিরা

শেখ মুজিব হত্যাকান্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে **শেখ মুজিবুর রহমান সহ পরিবারের মোট ১৬ জনকে** নৃশংস ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়।

- **১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাত পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ।**

জেল হত্যাকাণ্ড (৩ নভেম্বর, ১৯৭৫)

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে হত্যা করা হয়।

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও গণতন্ত্রের পুনর্জন্ম

১৯৯০ এর আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ, যখন তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জে. হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর দেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ একত্রিত হয়ে স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের লক্ষ্যে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। তাদের একমাত্র দাবি ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেয়া। ঢাকায় একটি মিছিলে **নূর হোসেন** অংশ নেন এবং মিছিলটি ঢাকা জিপিও-র সামনে জিরো পয়েন্টের কাছাকাছি আসলে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নিহত হন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন। এর মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকায় একটি মিছিলে নূর হোসেন অংশ নেন এবং প্রতিবাদ হিসেবে বুকে ও পিঠে সাদা রঙে লিখিয়ে নেন "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক"

জরুরি অবস্থায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫ বার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। এগুলো হলো–

১. ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর।
২. ১৯৮১ সালের ৩০ মে।
৩. ১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর।
৪. ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর।
৫. ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি।

জুলাই বিপ্লব

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কারের দাবিতে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতৃত্বে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভ এবং মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। আন্দোলনের ফলে ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা বাতিল করে পরিপত্র জারি করে সরকার। উক্ত পরিপত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সাতজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ৬ ডিসেম্বর ২০২১ হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। ৫ জুন ২০২৪ বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ পরিপত্র বাতিল করে রায় দেন। ৬ জুন ২০২৪ হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর ১ জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের (Anti-Discrimination Students Movement) ব্যানারে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সূচনা হয়। আন্দোলন দমনে সরকার বল প্রয়োগ শুরু করলে আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। যা একসময়ে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৫ আগস্ট ২০২৪ সহস্রাধিক প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়।

জুলাই বিপ্লবের ঘটনা প্রবাহ

৫ জুন, ২০২৪, সোমবার

সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করে হাইকোর্ট।

৬ জুন, ২০২৪, মঙ্গলবার

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পুনর্বহালে আদালতের দেওয়া রায় বাতিলের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ।

৯ জুন, ২০২৪, শুক্রবার

সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আবারও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেন তাঁরা। কোটা-বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৪ জুলাই দিন ধার্য করা হয়।

১ জুলাই, সোমবার
কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্রসমাবেশ ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ৪ জুলাইয়ের মধ্যে দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহার আহ্বান জানানো হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তিন দিনের কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়।

২ জুলাই, মঙ্গলবার
আন্দোলনকারীরা এই দিন বেলা পৌনে তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে মিছিল করে নীলক্ষেত, সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও বাটা সিগন্যাল মোড় ঘুরে শাহবাগে গিয়ে থামে। সেখানে তাঁরা এক ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন।

৪ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণার বিষয়ে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগে স্থগিত হয়নি। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ 'নট টুডে' বলে আদেশ দেন। শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক অবরোধ করে। আর ঢাকায় শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখে পাঁচ ঘণ্টা। এ দিন ছাত্রসমাবেশ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

৬ জুলাই, শনিবার
দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের দিনের মতোই বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় আন্দোলনকারীরা সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ছাত্রধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দেয়। এর নাম দেওয়া হয় 'বাংলা ব্লকেড'।

৭ জুলাই, রবিবার
বাংলা ব্লকেডে স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানী। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এই বিক্ষোভকে "অযৌক্তিক" উল্লেখ করে বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন স্বৈরাচার শেখ হাসিনা।

৮ জুলাই, সোমবার
ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ অবরোধ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ। কোটাবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন করা হয়। সমন্বয়ক কমিটির সদস্য নাহিদ ইসলাম চার দফা দাবির পরিবর্তে সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাসের এক দফা দাবি জানান।

৯ জুলাই, মঙ্গলবার
হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে দুই শিক্ষার্থী আবেদন করে। এই দিন শিক্ষার্থীরা অবরোধ ডেকেছিল কিন্তু পুলিশের বাধার কারণে শিক্ষার্থীরা চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেয়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে পরদিন সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা 'বাংলা ব্লকেড' নামে অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

১০ জুলাই, বুধবার
সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগে (৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড) কোটার বিষয়ে পক্ষগুলোকে চার সপ্তাহের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে নির্দেশ দেয় আপিল বিভাগ। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেন, 'আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম, রাস্তায় স্লোগান দিয়ে রায় পরিবর্তন হয় না। এটা আজকে না, আমি যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ছিলাম, তখন একটি মামলায় বলেছিলাম, রাস্তায় স্লোগান দিয়ে রায় পরিবর্তন করা যায় না। এটি সঠিক পদক্ষেপ না।' এই রায় সত্ত্বেও সরকার একটি ডেডিকেটেড কমিশন এবং পরবর্তী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোটা পদ্ধতি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার
এদিন হাইকোর্ট জানান, সরকার চাইলে কোটা পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারবে। কোটা পূরণ না হলে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে পারবে। তবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেছেন, কোটা পদ্ধতি সংস্কারে সংসদে আইন প্রণয়ন না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করছেন। এটি অনভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বেআইনি। সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছেন।

১২ জুলাই, শুক্রবার
কোটা সংস্কারের দাবিতে শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। রেলপথ অবরোধ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এদিন সাবেক আইনমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আন্দোলন চলতে থাকলে সরকার ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

১৩ জুলাই, শনিবার

সব গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা। কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা পরিস্থিতিকে সহিংস করে তোলে।

১৪ জুলাই, রবিবার

এই দিনে পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সব গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন। সন্ধ্যায় গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা বললেন, 'কোটা বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।' সাংবাদিক প্রভাস আমিনের প্রশ্নের জবাবে হাসিনা বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে?' এই বিতর্কিত মন্তব্যের পর রাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল থেকে। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেন 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার'।

১৫ জুলাই, সোমবার

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' স্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনে যাঁরা 'আমি রাজাকার' স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁদের শেষ দেখিয়ে ছাড়বেন বলে মন্তব্য করেন নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও অন্যান্য ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে পৈশাচিক হামলা চালায়। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভেতরে ও বাইরে আহত অবস্থায় চিকিৎসারত শিক্ষার্থীদের ওপরও হামলা চালায়। সেদিন বর্বোরোচিত হামলায় তিন শতাধিক মানুষ আহত হয়।

১৬ জুলাই, মঙ্গলবার

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের হল খালি করতে বলা হয়। সরকার ছয়টি জেলায় বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) মোতায়ন করে। রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরস্ত্র শিক্ষার্থী আবু সাইদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। তিনি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা আন্দোলনের একজন অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন। বিকেলে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন আন্দোলনকারীদের হুমকি দিয়ে বলেন, 'আন্দোলন যাবে, আন্দোলন আসবে কিন্তু ছাত্রলীগ থাকবে। সবকিছুই মনে রাখা হবে এবং জবাব দেওয়া হবে। একটি ঘটনাও জবাব ছাড়া যাবে না।'

১৭ জুলাই, বুধবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের দিন নিহতদের 'গায়েবানা জানাজা' চলাকালে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। শিক্ষার্থীরা পরদিন থেকে সারাদেশে "কমপ্লিট শাটডাউন" কর্মসূচি ঘোষণা করে; হাসপাতাল ও জরুরি পরিষেবা ছাড়া সবকিছু বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দেয়। এদিন আন্দোলনকারীরা স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদে যোগদানের আহবান জানায় এবং সাধারণ নাগরিকদের ও সমর্থন জানিয়ে পাশে থাকার আহ্বান জানান। এদিন শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বিক্ষোভকারীদের বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখার আহবান জানান এবং হত্যাকান্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের ঘোষণা দেন।

১৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার

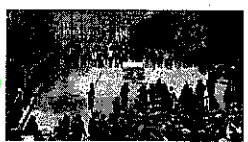

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ও ছাত্রলীগের লোকজন শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় দেশের ১৯টি জেলায় কমপক্ষে ২৯ জন নিহত হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ করা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আন্দোলনকারীদের দমনে শক্তি প্রয়োগ করে। রাত ৯টার দিকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রতিমন্ত্রী পলকের নির্দেশে দেশে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট শুরু হয়। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সারা দেশে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। ১৮ জুলাই মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ মাথায় গুলি লেগে শহিদ হন।

১৯ জুলাই, শুক্রবার

কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাংচুর, গুলি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। রাজধানী ঢাকা ছিল কার্যত অচল, পরিস্থিতি ছিল থমথমে। এদিন দিনব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ৬৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হন কয়েকশ মানুষ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা ৯ দফা দাবি ঘোষণা করেন।

৯ দফা দাবিগুলো সংক্ষেপে

১. প্রধানমন্ত্রীর ছাত্র-জনতা হত্যার দায় স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা।
২. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেতুমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর পদত্যাগ।
৩. যেখানে শহীদ হয়েছে সেখানকার ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার ও এসপিদের বরখাস্ত করা।
৪. ঢাবি, জাবি ও রাবির ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ।
৫. গুলি চালানো পুলিশ ও হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের আটক ও হত্যা মামলা দেওয়া।
৬. শহীদদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
৭. ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে ছাত্র সংসদ কার্যকর করা।
৮. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া।
৯. শিক্ষার্থীদের কোনোভাবে হয়রানি না করার অঙ্গীকার করা।

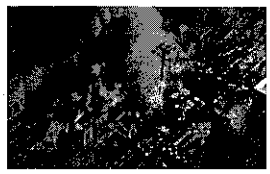

এরাতে সারা দেশে কারফিউ জারি ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ইন্টারনেট-সেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০ জুলাই, শনিবার

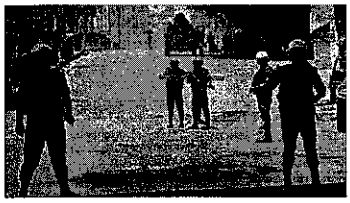

কারফিউয়ের প্রথম দিনে অন্তত ২১ জন নিহত হয়। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ বাড়ানো হয় এবং দুই দিনের সাধারণ সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এদিন তিনজন সমন্বয়ক ৮ দফা দাবি নিয়ে তিনজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, যা ছিল পূর্বঘোষিত ৯ দফা থেকে ভিন্ন। গভীর রাতে সবুজবাগের একটি বাসা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে সাদা পোশাকে কয়েকজন জোর করে তুলে নিয়ে যায়।

২১ জুলাই, রবিবার

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পুনর্বহাল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সামগ্রিকভাবে বাতিল করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রদান। রায়ে বলা হয়, কোটাপ্রথা হিসেবে মেধাভিত্তিক ৯৩ শতাংশ; মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ; ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ নির্ধারণ করা হলো। তবে নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদগুলো সাধারণ মেধাতালিকা থেকে পূরণ করতে হবে। এই নির্দেশনার আলোকে সরকারের নির্বাহী বিভাগকে অনতিবিলম্বে প্রজ্ঞাপন জারি করতে নির্দেশ দেন আপিল বিভাগ। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগ পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মতিতে এ রায় দেয়। রায়ে বলা হয়, এই নির্দেশনা ও আদেশ সত্ত্বেও সরকার প্রয়োজনে ও সার্বিক বিবেচনায় নির্ধারিত কোটা বাতিল, সংশোধন বা সংস্কার করতে পারবে।

এদিন কারফিউর মধ্যে অন্তত সাতজন নিহত হয়। জাতিসংঘ, ইইউ, যুক্তরাজ্য সহিংসতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করায় তিন বাহিনীর প্রধান শেখ হাসিনা সঙ্গে দেখা করেন।

৪ দফা দাবি পূরনের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা ৪৮ ঘন্টা সময় বেধে দেন। ৪ দফা দাবির মধ্যে ছিল-

১. ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা।
২. শিক্ষার্থীদের আসার ব্যবস্থা করে হল খুলে দেওয়া।
৩. আন্দোলনের সমন্বয়কদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. কারফিউ তুলে নেওয়া।

২২ জুলাই, সোমবার

কোটাপ্রথা সংস্কার করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করা প্রজ্ঞাপন অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টানা তিন দিন পুলিশি অভিযানে সহিংসতার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৪২৭ জনকে গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ষড়যন্ত্র ও সহিংসতার সন্দেহে ছাত্র-জনতা, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েকশ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৩ জুলাই, মঙ্গলবার

কোটাপ্রথা সংস্কার করে প্রজ্ঞাপন জারি। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়করা তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা বিক্ষোভে নিহত ও আহতের বিচার দাবি করে। ঐদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হৃদয় চন্দ্র তরুয়া (২২)। রাতে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-সেবা চালু হয়।

২৪ জুলাই, বুধবার

কোটা আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদারকে পাঁচদিন পর খুঁজে পাওয়া যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা জানান, অজ্ঞাত কয়েকজন তাদের চোখ বেঁধে তুলে নিয়েছিল এবং বিক্ষোভ শেষ করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্যাতন করেছিল।

২৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার

শেখ হাসিনা মেট্রোস্টেশন পরিদর্শন করতে এসে বলেন, 'আমি জনগণের কাছে বিচার চাই।' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তখনো বন্ধ ছিল। এদিন জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আন্দোলনকারীদের উপর অভিযান বন্ধের আহবান জানায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৮টি বার্তা দেওয়া হয়।

২৬ জুলাই, শুক্রবার

এদিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে চলে 'ব্লক রেইড' এবং সারা দেশে চলে অভিযান। সারা দেশে অন্তত ৫৫৫টি মামলা দায়ের করা হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। এদিন জাতীয় ঐক্য ও সরকার পতনের আহবান জানায় বিএনপি। শেখ হাসিনা এদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

২৭ জুলাই, শনিবার

কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরও দুই সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহকে হেফাজতে নেয় ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। এদিন ১৪টি বিদেশি মিশন সরকারের প্রতি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহবান জানায়। ১৭ বছর বয়সী হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজকে ভাঙচুরের মামলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এদিন শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে পঙ্গু হাসপাতালে যান। দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করতে এমন সহিংসতা চালানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

২৮ জুলাই, রবিবার

এদিন দেশব্যাপী পুলিশের অভিযান চলমান ছিল। শুধু ঢাকাতেই ২০০ টিরও বেশি মামলায় দুই লাখ ১৩ হাজারের বেশি মানুষকে অভিযুক্ত করা হয়। মোবাইল ইন্টারনেট সচল হলেও বন্ধ ছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার ও গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) তৎকালীন প্রধান হারুন-অর-রশিদের সঙ্গে ছয় সমন্বয়কের এক টেবিলে বসে খাওয়ার ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ডিবি হেফাজতে থাকা অবস্থাতেই একটি ভিডিও ও লিখিত বিবৃতিতে আন্দোলন শেষ করার ঘোষণা দেন ছয় সমন্বয়ক। তবে বাইরে থাকা অন্য সংগঠকরা ভিডিও বার্তা প্রেরণ করে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। হেফাজতে থাকা ছয়জনকে বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এদিন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দোলনে ১৪৭ জনের নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে এবং মোবাইল ইন্টারনেট ১০ দিন পর সচল হয়।

২৯ জুলাই, সোমবার

ছয় সমন্বয়কারীকে আটক ও হয়রানির প্রতিবাদে আবারও রাস্তায় নামে শিক্ষার্থীরা। পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেলের মুখে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এদিন সরকার এই আন্দোলনে সহিংসতার অভিযোগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেয়। এদিন অবিলম্বে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ডিবি হেফাজত থেকে মুক্তি ও আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি না চালাতে আদালতের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা। শুনানিতে ছয় সমন্বয়ককে ডিবি কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে খাওয়ানোর ছবি প্রকাশ করাকে 'জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না' বলে মন্তব্য করেন হাইকোর্ট।

৩০ জুলাই, মঙ্গলবার

এদিন কোটা আন্দোলন ঘিরে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে দেশব্যাপী শোক পালনের আহবান জানায় সরকার। এ আহবান প্রত্যাখ্যান করে একক বা ঐক্যবদ্ধভাবে লাল কাপড় মুখে ও চোখে বেঁধে ছবি তোলা এবং অনলাইনে প্রচার কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনকারীরা। লাখো মানুষ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের প্রোফাইলে লাল রঙের ছবি আপলোড করে। একই দিন বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমাবেশ করেন, অভিভাবকরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেন এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা জনসমক্ষে হতাহতের জন্য সরকারের কাছে জবাবদিহিতা দাবি করেন। ছাত্র-জনতা হত্যার বিচার চেয়ে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মিছিল করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এদিন জাতিসংঘ মহাসচিব বিবৃতি দিয়ে, স্বচ্ছ তদন্তের আহবান জানায়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

৩১ জুলাই, বুধবার

'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির পর বৃহস্পতিবারের জন্য কোটা সংস্কারের দাবিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনকারী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাংশ। এই দিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ'। ঢাকা হাইকোর্ট চত্বরে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ আইনজীবীদের একটি দল বিক্ষোভকারীদের সমর্থনে অবস্থান কর্মসূচি করে। সব শিক্ষার্থীদের পুলিশ হেফাজত ও কারাগার থেকে মুক্ত না করলে এইচএসসি পরীক্ষা বর্জন করা হবে বলে ঘোষণা দেন কয়েকশ পরীক্ষার্থী।

১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার

এদিন ডিবি হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ একটি ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং দল পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। বিক্ষোভকারীরা নিহতদের জন্য দোয়া-প্রার্থনা ও মিছিল কর্মসূচি করে। এদিন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিকদল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আন্দোলনে সহিংসতার অভিযোগে নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকার।

২ আগস্ট, শুক্রবার

এদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে জুমার নামাজের পর 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি পালিত হয়। ২৮ জেলায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। শিক্ষক ও নাগরিক সমাজ 'দ্রোহযাত্রা' কর্মসূচি পালন করে। বিক্ষোভকারীরা ৪ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। ফেসবুক আবারও সাত ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিন ছয় সমন্বয়ক জানান, ডিবি অফিসে তাদেরকে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি দিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। শেখ হাসিনা এদিন বিক্ষোভকারীদের আলোচনায় বসার আহবান জানিয়ে বলেন, গণভবনে তার দরজা আলোচনার জন্য খোলা রয়েছে।

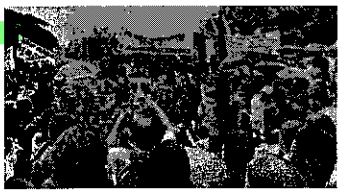

৩ আগস্ট, শনিবার

এদিন সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা বাংলাদেশ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে রাজধানীসহ দেশের ৩৩টি জেলা ও মহানগরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জমায়েত হন লাখো ছাত্র-জনতা। এদিন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের জমায়েত হতে সরকার পতনের দাবিতে এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়।

৪ আগস্ট, রোববার

সারাদেশে আওয়ামী লীগের সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। দেশব্যাপী বিক্ষোভকারী, পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সমর্থকসহ অন্তত ১১৪ জন নিহত হয়। এদিন সরকার পদত্যাগ করলে দেশ পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের রূপরেখা দেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। বিক্ষোভকারীরা সারাদেশে নাগরিকদের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি পালন করার আহবান জানান। শুরুতে ৬ জুলাই 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির আহবান জানানো হলেও পরে তা একদিন এগিয়ে ৫ আগস্ট করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

৫ আগস্ট (৩৬ জুলাই), সোমবার

এদিন লাখো মানুষ কারফিউ ভেঙে ঢাকার একাধিক মোড়ে জড়ো হয়ে রাজধানীতে প্রবেশের চেষ্টা করে। দুপুর পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বল প্রয়োগ করে ক্ষমতায় থাকতে চাইলে তাকে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন যে, এই ধরনের ব্যবস্থা অকার্যকর হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট ছিল। এরপরে সেনাপ্রধান দুপুর ২টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার পর পদত্যাগ করতে রাজি হন স্বৈরাচার শেখ হাসিনা। এরপর তিনি হেলিকপ্টারে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন উদযাপন করতে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। গণভবন, সংসদ ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ছাত্র-জনতা প্রবেশ করে বিজয় উল্লাস করে। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বিএনপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সহ মূল ধারার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তিগণ এবং দেশের সুশীল সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।

আন্দোলনে ব্যবহৃত কিছু বিশেষ শব্দ		
Bangla Blockade	৭-১২ জুলাই, ২০২৪	কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ।
গণ পদযাত্রা	১৪ জুলাই, ২০২৪	ছাত্ররা বঙ্গভবনে স্মারকলিপি জমা দিতে যায়।
কমপ্লিট শাটডাউন	১৮-২২ জুলাই	সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি। হাসপাতাল ও জরুরি সেবা ছাড়া সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ও অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোন গাড়ি চলবে না।
ডিজিটাল ব্ল্যাক ডাউন	১৮ জুলাই, ২০২৪	ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ করে দিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, আচরণ, কার্যক্রম ইত্যাদি সীমাবদ্ধ করতে গৃহীত পদক্ষেপ।
March for Justice	৩১ জুলাই, ২০২৪	মানবাধিকার ও আইনের সংস্কার নিশ্চিতে কর্মসূচি।
দ্রোহ যাত্রা	২ আগস্ট, ২০২৪	জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দ্রোহযাত্রা কর্মসূচীর মাধ্যমে অন্যায় এর বিরুদ্ধের রুখে দাড়াতে সমাবেশ ও মিছিল করা হয়।
ব্লক রেইড		অপরাধী আটক করতে কোন এলাকা ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালানো হয়।
অসহযোগ আন্দোলন	৩ আগস্ট, ২০২৪	সর্বক্ষেত্রে সরকারকে অসহযোগিতা করার আন্দোলন।
মার্চ টু ঢাকা, ৩৬ শে জুলাই	৫ আগস্ট, ২০২৪	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জুলাই মাস গণনা করার কথা জানান।
রেজিস্ট্যান্স উইক	১৩ আগস্ট, ২০২৪-২১ আগস্ট, ২০২৪	১৩ আগস্ট থেকে ৪ দফা দাবিতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী পালন করে রেজিস্ট্যান্স উইক।

- GEN Z: ১৯৯৭-২০১২ সালের মাঝে জন্মগ্রহণকারীরা GENERATION Z সংক্ষেপে GEN Z বা অন্য নাম-জুমার্স।
- ফ্যাসিবাদ: ইতালীয় শব্দ FASCISMO FASCIO থেকে উদ্ভূত। ফ্যাসিবাদের জনক ইতালির স্বৈরশাসক বেনিতো মুসোলিনি।
- জেনারেশন আলফা: ২০১২-২০২৪ সালের মাঝে জন্মগ্রহণকারীরা।

আমরা তোমাদের ভুলবো না...

আবু সাঈদ
জন্মস্থান : বাবনপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর
শিক্ষার্থী: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
মৃত্যু তারিখ: ১৬ জুলাই, ২০২৪
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।
কোটা সংস্কার আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত প্রথম শহিদ।

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ
শিক্ষার্থী: বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস(বিইউপি)
মৃত্যু তারিখ : ১৮ জুলাই, ২০২৪ (উত্তরা, ঢাকা, বাংলাদেশ)
মুগ্ধ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৩ সালে গণিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি ঢাকা শহরে অবস্থিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) এ প্রফেশনাল এমবিএ করছিলেন। তিনি একজন ফ্রিল্যান্সার ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফাইভারে তিনি এক হাজারের অধিক কাজ সম্পন্ন করেছেন।

আব্দুল আহাদ
বয়স : ৪ বছর
মৃত্যু তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সর্বকনিষ্ঠ শহিদ।

- জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় শহিদ ওয়াসিম আকরাম চট্টগ্রামে ১৬ জুলাই, ২০২৪ সালে শহিদ হন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন।
- ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফারহান ফাইয়াজ ১৮ জুলাই, ২০২৪ সালে শহিদ হয়।
- আলোকচিত্রী শহিদ তাহির জামান প্রিয় ঢাকার গ্রীন রোডে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন।

জুলাই আন্দোলনে বীর সেনানী

হাসনাত আবদুল্লাহ	সাদিক কায়েম	নাহিদ ইসলাম
সারজিস আলম	আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া	এস এম ফরহাদ

জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন

- ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মরণে জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন করে।
- ফাউন্ডেশনের সভাপতি করা হয় অন্তবর্তীকালীন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর

- ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত গণভবন কে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

- রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন- ৬ আগস্ট, ২০২৪
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়- ৮ আগস্ট, ২০২৪
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মোট সদস্য- ২৪ জন
- রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টাকে শপথ বাক্য পাঠ করান- ৮ আগস্ট, ২০২৪
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক উপদেষ্টা হয়েছেন- নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পরবর্তীতে নাহিদ ইসলাম নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগদান করায় উপদেষ্টা পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নারী উপদেষ্টা- ৪ জন (সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, শারমিন এস মোরশেদ, ফরিদা আকতার, নূরজাহান বেগম)

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর জীবনী

জন্ম: ১৯৪০ সালের ২৮ শে জুন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
সন্তান-সন্ততি: দুই কন্যার জনক মুহাম্মদ ইউনূস এর এক মেয়ের নাম মনিকা ইউনূস এবং অন্য জনের নাম দীনা আফরোজ ইউনূস।

শিক্ষাজীবন:

- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হন এবং কলেজ জীবনেই নাটকে অভিনয় করার জন্য প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন।
- ১৯৫৭ সালে মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই বিএ এবং এমএ সম্পন্ন করেন।
- ১৯৬৫ সালে তিনি ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি লাভ করেন।

কর্মজীবন:

- ১৯৬২সাল: চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন।
- ১৯৭১ সাল: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে তোলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার প্রদানের জন্য সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।
- ১৯৮৩ সাল: তিনি গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।
- ২০০৬ সাল: তিনি ও গ্রামীন ব্যাংক যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ২০২৪ সাল: ২০২৪ সালের ৮ আগষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন।

মুক্তিযুদ্ধে মুহাম্মদ ইউনূসের অবদান:
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে জনমত গড়ে তোলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদানের জন্য সাংগঠনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

নবযুগ তেভাগা খামার প্রতিষ্ঠা:
১৯৭৪ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে 'নবযুগ তেভাগা খামার' প্রতিষ্ঠা করেন যা সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় অধিগ্রহণ করে। ১৯৭৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস একটি গবেষণা প্রকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে প্রথম সুফিয়া বেগমকে ঋণ দেন।

গ্রামীণ ব্যাংক:

- গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে মাইক্রোফাইন্যান্স বিশেষায়িত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এটি দারিদ্রপীড়িত মানুষের কাছে জামানত ছাড়াই ক্ষুদ্রঋণ (যা মাইক্রোক্রেডিট বা "গ্রামীণক্রেডিট" নামে পরিচিত।)
- এটি বাংলাদেশ ব্যাংক এর তালিকাভুক্ত নয়। এটি বাংলাদেশের ৫টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংকের একটি।
- ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প রূপে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারনা নিয়ে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসেবে আনুষ্ঠানিক জন্ম হয় গ্রামীণ ব্যাংকের। বাংলাদেশে মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা গ্রামীণ ব্যাংক। এটি একটি অ-তফসিলি ব্যাংক, যার নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে।
- গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণা বাংলাদেশের বাহিরে প্রথম যেদেশ চালু করে- মালয়েশিয়া। বিশ্বে যেদেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে- জাপান।
- মিরপুর-২, ঢাকাতে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।
- ২০১১ সালের ২ মার্চ গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে অব্যাহতি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ জারি করে। একই বছরের ১২ মে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে ইস্তফা দেন অধ্যাপক ইউনূস।

মুহাম্মদ ইউনূসের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ:

- Three Farmers of Jobra; অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; (১৯৭৪)
- Grameen Bank, as I See it; গ্রামীণ ব্যাংক; (১৯৯৪)
- Banker to the Poor, Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, Public Affairs (2003)
- আত্মজীবনী মূলক বই- দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে

দেশে দেশে সম্মানিত ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালিডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (শিক্ষা) ছিলেন ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত।
- মালয়েশিয়ার 'আলবুখারি' আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন- ২০২০ সালে।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জীবনী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কানাডা ও জাপানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে।
- টাইম ম্যাগাজিন ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বিশ্বের শীর্ষ ১২ জন ব্যবসায়িক নেতার মধ্যে স্থান দেয়- ২০০৬ সালে।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রচ্ছদে স্থান দিয়েছে টাইম, ফোর্বস ম্যাগাজিন এবং নিউজউইক ম্যাগাজিন।
- ২০১২ সালে ফরচুন ম্যাগাজিন ড. ইউনূসকে আখ্যা দিয়েছেন-সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল, কংগ্রেসশনাল গোল্ড মেডেল, প্রেসিডেন্সিয়াল গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত ৭ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন।
- Social Business Day বা সামাজিক ব্যবসা দিবস ২৮ জুন (ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জন্ম দিন) পালিত হয় ২০১০ থেকে।
- প্রভাবশালী ব্রিটিশ সাময়িকী নেচার ২০২৪ সালে সেরা ১০ ব্যক্তির তালিকায় রেখেছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে। তারা তাকে **বিপ্লবী অর্থনীতিবিদ (রেভ্যুলশনারি ইকোনোমিস্ট)** হিসেবে আখ্যা দেয়।

নোবেল শান্তি পুরস্কার:

২০০৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারলাভ করেন। তিনি শান্তিতে নোবেল জয়ী প্রথম ও একমাত্র বাংলাদেশি (দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়)।

ক্রীড়াঙ্গনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর কৃতিত্ব:

- রিও অলিম্পিকে মশাল বহন: ২০১৬ রিও অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষ ধাপে মশাল বহন করেছিলেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
- লরেল অ্যাওয়ার্ড: ২০২০ টোকিও অলিম্পিকে (২০২১ সালে অনুষ্ঠিত) ড. ইউনূসকে অলিম্পিক লরেল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়।
- ডাবি-উএফএস-এর আজীবন সম্মাননা: ২০২৩ সালে ক্রীড়াজগতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আজীবন কৃতিত্ব ও অর্জনের জন্য ওয়ার্ল্ড ফুটবল সামিটের (ডাবি-উএফএস) আজীবন সম্মাননা পুরস্কার পান মুহাম্মদ ইউনুস।

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪- এ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের 'তিন শূন্য' তত্ত্ব:

ড. মুহাম্মদ ইউনুসের 'তিন শূন্য' খ্যাত শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য নিট কার্বন নিঃসরণকে-২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকের মূল বার্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও রোমে খ্রিস্টান ধর্মের পোপ ফ্রান্সিস এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূস **'থ্রি জিরো ক্লাব'** উদ্বোধন করেন। প্যারিস ইএসএস-২০২৪ এবং সলিদেও নামের দুটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ড. ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার আদর্শে ইতিহাসের সবচেয়ে টেকসই অলিম্পিক গেমসে পরিণত করার।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা:

৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শপথ গ্রহণ করে। ১৭ সদস্যবিশিষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে জাতীয় সরকার গঠিত হয় (বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ২৩ জন)। রাষ্ট্রপতি সংসদ বিলুপ্ত করে দেওয়ার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

রাষ্ট্র সংস্কারের ১১টি কমিশন

নাম	প্রধান	পদবি
সংবিধান সংস্কার কমিশন	অধ্যাপক আলী রীয়াজ	রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন	ড. বদিউল আলম মজুমদার	সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।
পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন	সফর রাজ হোসেন	সাবেক স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন সচিব
বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন	বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান	সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি
দুদক সংস্কার কমিশন	ড. ইফতেখারুজ্জামান	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন	আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী	সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন	অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান	জাতীয় অধ্যাপক ও সমাজসেবক
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন	কামাল আহমেদ	সাংবাদিক
শ্রমিক অধিকার সংস্কার কমিশন	সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলসের নির্বাহী পরিচালক
নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন	শিরীন পারভীন হক	নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন:
এটি একটি বিশেষায়িত কমিশন যা প্রধান উপদেষ্টাকে সভাপতি করে এবং অন্যান্য কমিশনের প্রধানদের নিয়ে গঠিত হয়েছে । ১১ টি কমিশনের সংস্কার প্রস্তাবনাগুলোর ব্যাপারে অংশীজনদের সাথে ঐকমত্য ও জুলাই সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে গঠিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি ড.মুহম্মদ ইউনুস এবং সহ সভাপতি অধ্যাপক আলী রিয়াজ।

বুলডোজার কর্মসূচি: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাত ৯টায় ধানমন্ডির ৩২নং এ শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ী ভাঙ্গা হয়।

অপারেশন ডেভিল হান্ট: ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ এ সন্ত্রাসবাদ দমন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য গাজিপুর থেকে যৌথ বাহিনী এ অপারেশন শুরু করে।

ফ্যাসিস্টের দুঃসহ শাসনকাল

বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ড ও গুম: ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে পুরো দেশে অসংখ্য বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড ও গুম সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের ফ্যাসিস্ট আমলে ৭০০ জনের ওপর মানুষ গুমের কারণে নিখোঁজ হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং গুম বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নিশ্চিত করার জন্য অর্ন্তবর্তী সরকার ২৯ আগস্ট ২০২৪-এ **ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্যা প্রোটেকশন অফ অল পারসন্স ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স (ICPPED) বা আন্তর্জাতিক গুম বিরোধী কনভেনশনে** স্বাক্ষর করেছে। বিশ্বব্যাপি ৭৬টি দেশ এই সনদে যুক্ত হয়েছে। **আর্ন্তজাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস ৩০ আগস্ট।**

আয়নাঘর: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকার গুম কান্ডের পর বিচার বর্হিভূতভাবে আলো বাতাসহীন যেসকল অন্ধকার কুঠুরীতে মানুষদের আটকে রাখতো সেগুলোকে আয়নাঘর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পিলখানা হত্যাকান্ড/বিডিআর বিদ্রোহ: ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানার দরবার হলে শুরু হওয়া বিডিআরের চৌকস ও মেধাবী অফিসারদের উপরে সংঘটিত একটি হত্যাকান্ড। এতে ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা সহ ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়। বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকার ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে **জাতীয় শহীদ সেনা দিবস** হিসেবে ঘোষণা করে। এ হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অর্ন্তবর্তী সরকার ২৪ ডিসেম্বর,২০২৪ এ **বিডিআরের সাবেক প্রধান মেজর জেনারেল আ.ল.ম ফজলুর রহমানকে** প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচন: ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার তিনটি অবৈধ নির্বাচন আয়োজন করে। প্রথমত, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটারবিহীন এই নির্বাচনে ১৫৩ আসনে বিনা ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী দোসর ও ফ্যাসিস্টের সহযোগীরা জয়লাভ করে। দ্বিতীয়ত, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২৫৭টি আসন লাভ করেছিল। সর্বশেষ, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৯৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ আবারো জয়লাভ করে।

বিদেশে টাকা পাচার: ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তেইশ হাজার চারশত কোটি ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। যা বর্তমান বাজার দরে (প্রতি ডলারের দাম ১২০ টাকা) আটাশ লাখ কোটি টাকা। এই হিসেবে প্রতি বছর গড়ে এক লাখ আশি হাজার কোটি টাকা। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন **শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির** রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। একই সাথে টাকা পাচারের বিষয়টিকে অর্থনীতিতে ক্ষতিকর **'টিউমার'** হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগ: ২৩ অক্টোবর,২০২৪ এ বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ও সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে অর্ন্তবর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে ১০ মে, ২০২৫ এ ছাত্রজনতার আন্দোলনের মুখে আওয়ামীলীগের কার্যক্রম পরিচালনাকে নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেন অর্ন্তবর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। পরবর্তীতে ১২ মে এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ এর ধারা ১৮(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বাংলাদেশে আওয়ামীলীগ এবং এর সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

এক নজরে...

০১. জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি কে?
☑ সৈয়দ আনোয়ারুল করিম।

০২. জাতিসংঘে বাংলাদেশ থেকে নিযুক্ত প্রথম নারী প্রতিনিধি-
☑ ইসমত জাহান।

০৩. বাংলাদেশ কত সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে?
☑ ১৯৮৮ সাল।

০৪. বাংলাদেশ কত সালে ইন্টারপোলের সদস্য হয়-
☑ ১৯৭৬ সালে।

০৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘের ও ওআইসি এর সদস্যপদ লাভ করে-
☑ ১৯৭৪ সালে।

০৬. ওআইসি এর কততম শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করে?
☑ ২য়।

০৭. বাংলাদেশ জাতিসংঘের-
☑ ১৩৬তম সদস্য।

০৮. বাংলাদেশ কত সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়-
☑ ১৯৯৫ সালে।

০৯. বাংলাদেশ কত সালে কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে-
☑ ১৯৭২ সালে।

১০. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় কবে গঠিত হয়?
☑ ২০০১ সালে।

১১. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দেশ কোনটি?
☑ ভুটান।

১২. বাকশাল গঠন করেন কে?
☑ শেখ মুজিবুর রহমান।

১৩. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কবে গঠন করা হয়?
☑ ২৫ মার্চ, ২০১০।

১৪. বাংলাদেশ স্বস্তি পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে?
☑ ২বার।

১৫. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল (বাংলাদেশ) এর বিচারালয় কোথায় অবস্থিত?
☑ হাইকোর্ট ভবন।

বিগত বছরের প্রশ্ন সমূহ

মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা

০১. বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে আবু সাঈদ কবে শহীদ হন? [MBBS: 2024-25]
ক. ২১ জুলাই ২০২৪ খ. ১৬ জুলাই ২০২৪
গ. ২০ জুলাই ২০২৪ ঘ. ১৫ জুলাই ২০২৪

০২. ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ 'মুগ্ধ' এর পূর্ণ নাম কি? [BDS: 2024-25]
ক. মীর মোশাররফ রহমান খ. মীর মোবারক হোসেন
গ. মীর মাহফুজুর রহমান ঘ. মীর মোশাররফ হোসেন

০৩. নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের নায়ক ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন কবে শহীদ হন? [BDS: 2024-25]
ক. ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ খ. ১০ অক্টোবর ১৯৯০
গ. ১০ নভেম্বর ১৯৯০ ঘ. ২৭ নভেম্বর ১৯৯০

০৪. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে? [BDS: 21-22]
ক) ১৯৮৮ খ) ১৯৮১ গ) ১৯৯৫ ঘ) ১৯৭৯

০৫. নিচের কোন সালে বাংলাদেশ ইন্টারপোলের সদস্য হয়? [BDS: 07-08]
ক) ১৯৭৪ খ) ১৯৭৬ গ) ১৯৮০ ঘ) ১৯৭৮

০৬. কোন সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে? [MBBS: 2018-19]
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৪ গ) ১৯৭৬ ঘ) ১৯৭৭

বিসিএস পরীক্ষা

০৭. শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৭৪ সালের কোন মাসে বাংলায় বক্তৃতা দেন? [46th BCS]
ক. সেপ্টেম্বর খ. অক্টোবর গ. নভেম্বর ঘ. ডিসেম্বর

০৮. বাংলাদেশ কত সালে OIC এর সদস্য পদ লাভ করে? [43rd BCS]
ক. ১৯৭৩ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬

০৯. বাংলাদেশ জাতিসংঘের- [40th BCS]
ক. ১৪৬তম সদস্য খ. ১৩৬তম সদস্য
গ. ১২৬তম সদস্য ঘ. ১১৬তম সদস্য

১০. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছে? [31st BCS]
ক. ১৯৫২ খ. ১৯৮৫ গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৯
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে UNIMOG এ যোগদানের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ শুরু করে।

১১. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? [27th BCS]
ক) ১৩৬তম খ) ১৩৭তম গ) ১৩৮তম ঘ) ১৩৯তম

১২. বাংলাদেশ কত সালে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে? [27th BCS, 22nd BCS]
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৩ গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৫

১৩. বাংলাদেশ কোন সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়? [26th BCS]
ক) ১৯৯১ খ) ১৯৯৪ গ) ১৯৯২ ঘ) ১৯৯৫

১৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কোন সনে গঠিত হয়? [26th BCS]
ক) ১৯৯২ সালে খ) ২০০০ সালে
গ) ২০০১ সালে ঘ) ২০০২ সালে

১৫. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাত পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান কে ছিলেন? [24th BCS]
ক) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান
খ) মেজর জেনারেল মঞ্জুর
গ) মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ
ঘ) মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ

১৬. বাংলাদেশ কোন সালে কমনওয়েলথ-এর সদস্য পদ লাভ করে? [20th BCS]
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৩ গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৫

উত্তরমালা												
০১. খ	০২. গ	০৩. ঘ	০৪. ক	০৫. খ	০৬. খ	০৭. ক	০৮. খ	০৯. খ	১০.	১১. ক	১২. গ	
১৩. গ	১৪. গ	১৫. গ	১৬. ক									